বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা রবিবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-৩৪৩ ॥ ০৬ এপ্রিল ২০২৫ ॥ ২৩ চৈত্র ১৪৩১ বাংলা ॥ ০৬ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপক্ষীয় বৈঠকটি পজিটিভ: আন্দালিব রহমান পার্থ

ভোলা প্রতিনিধি : বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপক্ষীয় বৈঠকটি পজিটিভ এবং তা দেশের জন্য ভালো কিছু নিয়ে আনবে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আন্দালিব রহমান পার্থ। তিনি বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা হয়েছে।

সম্প্রীতি বজায় রাখুন

বান্দরবান প্রতিনিধি : সম্প্রীতি বজায় রাখুন, যে সম্প্রীতি আমাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ সৃষ্টি করতে না পারে বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা। শনিবার (৫ এপ্রিল) সকালে বান্দরবান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭৫ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্লাটিনাম জয়ন্তী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য দেওয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন।

জুলাইয়ে সরাসরি গণহত্যার মদদে ছিল ভারত: এ্যানি

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি : বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, শেখ হাসিনা ভারতের সহায়তায় বাংলাদেশে ফ্যাসিস্ট ভূমিকা অবতীর্ণ করেছে। হাসিনা একদিনে ফ্যাসিস্ট হয়নি। গত ১৫-১৬ বছর যে গুম-খুন হয়েছে, সর্বশেষ জুলাই আন্দোলনে ছাত্র-জনতার ওপর গুলি বর্ষণ করা হয়েছে।

ঈদের ছুটি শেষে স্বস্তিতে রাজধানীতে ফিরছে মানুষ

স্টাফ রিপোর্টার : পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে নাড়ির টানে বাড়ি ফেরা মানুষ রাজধানীতে ফিরতে শুরু করেছে। তবে বিগত কয়েক দিনের থেকে আজ একটু বেশি মানুষ ফিরছেন। কারণ, আজ (৬ এপ্রিল) থেকে খুলবে সব সরকারি অফিস। শনিবার (৫ এপ্রিল) রাজধানীর সদরঘাট, বিভিন্ন বাস টার্মিনাল ও কমলাপুর রেলস্টেশন ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে। সরেজমিনে দেখা গেছে, গাবতলী বাস টার্মিনালে একের পর এক প্রবেশ করছে দূরপাল্লার বাস, সেখান থেকে নামছেন যাত্রীরা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ভিড় আরও বাড়াবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। একইচিত্র যাত্রাবাড়ী ও সায়েদাবাদেও। তবে নেই তেমন কোনো অভিযোগ। সপরিবারে সায়েদাবাদ জনপথ মোড়ে বাস থেকে নেমেছেন আল-আমিন। তিনি বলেন, গ্রামে বাবা-মায়ের সঙ্গে সপরিবারে ঈদ করতে গিয়েছিলাম। আমি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হিসাবরক্ষণ বিভাগে কাজ করি। আজ থেকে আমার অফিস খুলছে। চেয়েছিলাম পরশু রওনা করে কাল ঢাকায় এসে পৌঁছাবো। পরে ভাবলাম এবারের ঈদযাত্রা তো স্বস্তির। তাছাড়া এখন পর্যন্ত চোখে কোনো ভোগান্তির খবর চোখে পড়েনি। তাই গতকাল রাতে রওনা হয়ে ভোরে এসে নামলাম। আলহামদুলিল্লাহ। সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে গিয়ে দেখা যায়, প্রিয়জনদের সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি শেষে লঞ্চে মানুষ ঢাকায় ফিরছেন। ভোর থেকেই যাত্রীবোঝাই যে সব লঞ্চ ঘাটে ভিড়েছে, সবগুলোতেই যাত্রীর চাপ রয়েছে। যাত্রীরা জানান, এবারের ঈদযাত্রা ছিল ভোগান্তিহীন। এ ছাড়া ভাড়া নিয়েও তাদের কোনো অভিযোগ নেই। কমলাপুর রেলস্টেশনে বিভিন্ন ট্রেন থেকে নামা যাত্রীরা জানান, এবারের ঈদযাত্রা স্বাচ্ছন্দ্যের হয়েছে। তাই বাড়ি ফেরার মতো কর্মস্থলে ফিরতেও তাদেরকে কোনো বেগ পোহাতে হয়নি। এদিকে, দৌলতদিয়া ঘাটেও রয়েছে রাজধানীতে ফেরা মানুষের চাপ। তবে পাওয়া যায়নি কোনো ভোগান্তির খবর। প্রসঙ্গত, পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এবার টানা ৯ দিনের ছুটি পান। সে অনুযায়ী, ছুটি শেষে আগামী ৬ এপ্রিল খুলবে অফিস-আদালত।

৯ দিনের ছুটি শেষে সরকারি অফিস খুলছে আজ

স্টাফ রিপোর্টার : ঈদুল ফিতর উপলক্ষে টানা নয় দিনের ছুটি শেষে সরকারি অফিস খুলছে আজ রোবব-ার। অফিস চলবে রোজার আগের সময় ধরে। গত ২৮ মার্চ থেকে গতকাল শনিবার পর্যন্ত টানা ছুটি কাটাচ্ছেন সরকারি চাকরিজীবীরা। গত ৩১ মার্চ মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপিত হয়। গ্রামের বাড়িতে থাকা প্রিয়জনদের সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করতে রেল, সড়ক ও নৌপথে রাজধানী ছেড়েছেন অসংখ্য মানুষ। কর্মজীবী মানুষ ঈদের ছুটি শেষে ঢাকায় ফিরছেন। ছুটি দীর্ঘ হওয়ায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেশির ভাগই শনিবারের মধ্যে ঢাকায় পৌঁছাবেন বলে মনে করা হচ্ছে। রাজধানীর লঞ্চ, রেল ও বাসস্টেশনে গতকাল শনিবার দেখা গেছে কর্মস্থলে ফেরা মানুষের ভিড়। একসঙ্গে অনেক যাত্রী ফেরার কারণে রাজধানীতে ফেরা মানুষ গণপরিবহন সংকটে ভোগান্তিতে পড়েছেন। বিশেষ করে লঞ্চে সদরঘাটে নামা মানুষের ভোগান্তি বেশি। ঈদের আগে ২৮ মার্চ ছিল শবে কদরের ছুটি। এবার ২৯ মার্চ থেকে শুরু হয় ঈদুল ফিতরের ছুটি, টানা পাঁচদিনের ছুটি

২-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের মতো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কোথাও নেই : স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি : স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সব সময় আছে। বাংলাদেশের মতো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কোথাও নেই। আপনারা আশপাশের দেশে দেখুন কী ধরনের অবস্থা। আমরা কিন্তু যেকোনো উৎসবে হিন্দু, মুসলমানসহ সবাই মিলে কাজ করি। শনিবার (৫ এপ্রিল) নারায়ণগঞ্জের বন্দরে লাঙ্গলবন্দ মহাঅষ্টমী স্নানোৎসব পরিদর্শন শেষে তিনি এ কথা বলেন। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, আপনারা প্রশাসনকে ধন্যবাদ দেবেন। তারা খুব ভালো কাজ করেছে। অন্যবারের চেয়ে এবার নদীর পানিও ভালো ছিল। আপনারা ধৈর্য ধরে স্নান করবেন। আমাদের সব ব্যবস্থা আছে। পুলিশ, নৌ পুলিশ, র‍্যাব, সেনাবাহি-নীসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আপনাদের সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত আছে। তিনি আরও বলেন, আমাদের এখানে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান কারো কোনো ভেদাভেদ নেই। আমরা সবাই মানুষ। বাংলাদেশি হিসেবে আমরা পরিচিত। কোথাও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য যেন নষ্ট না হয় সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে।

রোহিঙ্গাদের আগামী বছরের মধ্যে পাঠানো যাবে কি না বলা যাচ্ছে না: প্রেস সচিব

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী বছরের মধ্যে রোহিঙ্গাদের তাদের মাতৃভূমিতে ফেরত পাঠানো যাবে কি না তা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। শনিবার (৫ এপ্রিল) সকালে নিজের ফেসবুকে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে তিনি এ মন্তব্য করেন। শফিকুল আলম বলেন, বার্মিজ সামরিক জান্তাকে খুশি করার জন্য তথাকথিত 'মাদার অব হিউম্যানিটি'র ঘনিষ্ঠ চাটুকার ও কিছু কূটনীতিক রোহিঙ্গাদের জন্য এক নতুন নাম তৈরি করেছিলেন FDMN, অর্থাৎ 'জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক'। তিনি আরও বলেন, এই শব্দটি আসলে বার্মিজ গণহত্যার মূল আখ্যানকে মেনে নেওয়ার একটি কৌশল, যেখানে রোহিঙ্গাদের অস্তিত্বই অস্বীকার করা হয়। কিন্তু বাস্তবতা

২-এর পাতায় দেখুন

পাঠ্যবইয়ে নিম্নমানের কাগজ আর নয় বাধ্যতামূলক হচ্ছে জলছাপ

স্টাফ রিপোর্টার : পাঠ্যবই ছাপা ও বিতরণ ঘিরে বিতর্ক-সমালোচনার শেষ নেই। বইয়ে কতটা মানসম্মত গল্প-কবিতা, প্রবন্ধ রয়েছে; তার চেয়েও বেশি নজর থাকে কাগজ ও ছাপার মানের দিকে। প্রতি বছরই শিক্ষার্থীদের হাতে নিম্নমানের কাগজের বই দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। অভিভাবক, শিক্ষক থেকে শুরু করে বিভিন্ন মহলের তীর্যক সমালোচনার মুখে পড়তে হয় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে (এনসিটিবি)। সেই সমালোচনা এড়াতে এবার পাঠ্যবইয়ের কাগজে জলছাপ দেওয়া বাধ্যতামূলক করতে চায় প্রতিষ্ঠানটি। তাতে বইয়ের প্রতিটি পাতায় থাকবে এনসিটিবির লোগো সংবলিত জলছাপ। কাগজ হবে অফ হোয়াইট। পাঠ্যপুস্তক বোর্ড সূত্র জানায়, ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের বই ছাপার কার্যক্রম এপ্রিল-মে মাস থেকে শুরু করতে চায় এনসিটিবি। পাঠ্যবই ছাপা ঘিরে সংকট ও সমালোচনা এড়াতে দুই ডজন শর্তারোপ করতে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। তার মধ্যে জলছাপযুক্ত কাগজে বই ছাপা অন্যতম। এ নিয়ে ছাপাখানা ও কাগজের মিলমালিকসহ অংশীজনদের সঙ্গে একাধিক বৈঠকও করেছেন পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কর্মকর্তারা। জলছাপযুক্ত কাগজে বই ছাপতে আগ্রহী

অধিকাংশ ছাপাখানার মালিক। তবে কাগজের মিলমালিক ও কিছু ছাপাখানার মালিক এ উদ্যোগের বিরোধিতা শুরু করেছেন। পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সভায় বসেই বিষয়টি নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন। তবে যে কোনো উপায়ে জলছাপযুক্ত কাগজে পাঠ্যবই ছাপানোর উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে চায় এনসিটিবি। প্রয়োজনে বিদেশ থেকে কাগজ আমদানি করা হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সরকার শতচেষ্টা করেও পাঠ্যবইয়ে নিম্নমানের কাগজের ব্যবহার ঠেকাতে পারছে

২-এর পাতায় দেখুন

জুলাই আন্দোলনে নারীদের ওপর যৌন সহিংসতার তথ্য পেয়েছে জাতিসংঘ

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই অভ্যুত্থানের সময় নারী আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা চালানো হয়, যার মধ্যে শারীরিক নির্যাতন, কিছু নথিভুক্ত ঘটনায় ধর্ষণের হুমকি এবং শারীরিক যৌন নিপীড়নও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এসব হামলা ঘটিয়েছে আওয়ামী লীগের লোকেরা। কিছু নারীকে বেআইনিভাবে আটক, নির্যাতন ও অমানবিক আচরণের শিকার হতে হয়। মূলত, নারীদের ভয় দেখিয়ে আন্দোলন থেকে দূরে রাখা এবং আন্দোলনে তাদের ভূমিকা দুর্বল করাই এসব সহিংসতার উদ্দেশ্য ছিল। বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তরের (ওএইচসিএইচআর) তথ্যানুসন্ধানে এমন তথ্য উঠে এসেছে। গত ১২

২-এর পাতায় দেখুন

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠার দ্বারপ্রান্তে: প্রধান বিচারপতি

স্টাফ রিপোর্টার : সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠার দ্বারপ্রান্তে রয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ। তিনি বলেন, পৃথক সচিবালয় বিচার বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ও ইউএনডিপির যৌথ উদ্যোগে ৫ এপ্রিল শনিবার রংপুরের জি এল রয় রোডস্থ গ্র?্যান্ড প্যালেস হোটেলে এক রিজিওনাল সেমিনার প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণসহ বিচারসেবা প্রদানে দক্ষতা বৃদ্ধিতে করণীয় সম্পর্কে আয়োজিত এ সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি জাফর আহমেদ। সেমিনারে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি স্টিফান লিলার। এছাড়া, বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সেমিনারে রংপুর জেলার জেলা

২-এর পাতায় দেখুন

যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক পুনর্বিবেচনায় যে পদক্ষেপের তাগিদ সংশ্লিষ্টদের

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ৩৭ শতাংশ শুল্কারোপে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তবে শুল্ক যুদ্ধে না জড়িয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে পণ্য আমদানির ওপর বাংলাদেশের বিদ্যমান শুল্ক আরও কমানোর তাগিদ দিয়েছেন রপ্তানি খাতসংশ্লিষ্টরা। একটি জাতীয় দৈনিককে দেওয়া প্রতিক্রিয়ায় এই মতামত উঠে এসেছে। তাদের অভিমত-যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমাদানিকৃত পণ্যের শুল্কের কাঠামো পর্যালোচনা করে কমানো হলে বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর তেমন নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না। কারণ, দেশটিতে ৮ বিলিয়ন ডলারের বেশি রপ্তানি করা হলেও আমদানি হচ্ছে মাত্র ২ বিলিয়ন। এছাড়া প্রধান দুটি পণ্য (সুতা ও সয়াবিন) শূন্য শুল্কে বাংলাদেশের বাজারে রপ্তানি করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্টদের মতে, বিদ্যমান শুল্কহার (যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানির

২-এর পাতায় দেখুন

পর্যাপ্ত খাদ্য মজুত আছে কোনও শঙ্কা নেই

— খাদ্য ও ভূমি উপদেষ্টা

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : সরকারের কাছে যথেষ্ট খাদ্যশস্য মজুত রয়েছে। তাই খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে কোনও ধরনের শঙ্কা নেই বলে জানিয়েছেন খাদ্য ও ভূমি উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার। তিনি বলেছেন, 'গত বন্যায় আমন ধানের যে ক্ষতি হয়েছে, সে ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সরকার খাদ্যশস্য আমদানি করছে। আর এবার হাওরসহ সারা দেশে বোরো ধানের বাম্পার ফলন হবে। সবকিছু ঠিক থাকলে খাদ্য উদ্বৃত্ত হবে। আর কৃষক যেন ফসলের ন্যায্যমূল্য পায়, তা নিশ্চিত করতে নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।' শনিবার (৫ এপ্রিল) দুপুরে কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম উপজেলার অলওয়েদার সড়কের পাশে ভাতশালা হাওরে বোরো ধানের ফলন সরেজমিন পরিদর্শন ও জিরাতি কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন। খাদ্য উপদেষ্টা বলেন, 'কৃষক ও

২-এর পাতায় দেখুন

খাদ্য ও ভূমি উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রামে ভাতশালায় হাওরে বোরো ধান ফলন পরিদর্শন করেন। -পিআইডি

প্রত্যাবাসনের খবরে রোহিঙ্গাদের মাঝে স্বস্তি ড. ইউনূসের প্রশংসা

স্টাফ রিপোর্টার : ড. ইউনূস সরকারের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে রোহিঙ্গারা। তবে, জান-মাল, ভিটে-বাড়ি এবং নাগরিক অধিকার নিশ্চিতসহ শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ প্রত্যাবাসনের পক্ষে রোহিঙ্গারা। উখিয়া-টেকনাফে ৩২টি ক্যাম্পে বসবাসকারী ১২ লাখ রোহিঙ্গার পক্ষে সেখানকার নেতারা জানিয়েছেন, যেকোনো সময় মিয়ানমারে ফিরতে প্রস্তুত তারা। সদ্য সমাপ্ত থাইল্যান্ডে বিমসটেক সম্মেলনের ফাঁকে মিয়ানমার জান্তা সরকারের উপপ্রধানমন্ত্রী ইউ থান শিউ বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টার রোহিঙ্গা সমস্যাবিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি খলিলুর রহমানকে ১ লাখ ৮০ হাজার রোহিঙ্গা মিয়ানমারে ফেরত নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানান। চূড়ান্ত যাচাই-বাছাইয়ের পর্যায়ে আছে আরও ৭০ হাজার

২-এর পাতায় দেখুন

দেশে কমেছে মাংসের দাম বেড়েছে সবজি ও মাছের

স্টাফ রিপোর্টার : ঈদের পর এখনো জমে ওঠেনি রাজধানীর কাঁচাবাজারগুলো। শনিবার সকালে কাওরান বাজারে গিয়ে দেখা যায় নেই সেই চিরচেনা ভিড়। বেশির ভাগ দোকানপাট এখনো খোলেনি। তবে শুধু এই বাজারই নয়, রাজধানীর শান্তিনগর, নিউ মার্কেটসহ অন্য কাঁচাবাজারগুলোর প্রায় একই চিত্র। সরবরাহ সংকটের অজুহাতে হঠাৎ বেড়েছে সবজির বাজার। বাড়তি মাছের দামও। পরিস্থিতি এমন- এক কেজি পাঙাশ কিনতে ক্রেতার ২০০-২২০ টাকা গুনতে হচ্ছে, যা ঈদের আগেও ১৮০-১৯০ টাকা ছিল। তবে কমেছে মুরগি ও গরুর মাংসের দাম। শনিবার (৫ এপ্রিল) রাজধানীর কাওরান বাজার, নিউ মার্কেট ও শান্তিনগর বাজারে খোঁজ নিয়ে ঈদের পরের নিত্যপণ্যের বাজারের এ চিত্র দেখা যায়। ব্যবসায়ীরা বলেছেন, পবিত্র ঈদুল ফিতরের বন্ধের কারণে অনেক মানুষ এখনো রাজধানীতে ফেরেননি। আবার অনেক ব্যবসায়ীও ঈদ করতে গ্রামের বাড়ি গেছেন। সবমিলিয়ে বাজারে কেনাবেচা কম। তবে ঈদের ছুটি শেষে এ সপ্তাহেই বাজার জমে উঠবে বলে তারা আশা করছেন। বাজার ঘুরে দেখা যায়, সবজির সরবরাহ কিছুটা কম। তাই দাম তুলনামূলক বেশি। বিশেষ করে কাঁচা মরিচ, পেঁপে, টমেটোর দাম বেড়েছে। ঈদের আগে প্রতি কেজি টমেটো ২০ থেকে ২৫ টাকার মধ্যে পাওয়া গেলেও শনিবার তা ৪০ থেকে ৫০

২-এর পাতায় দেখুন

তিন ক্যাটাগরিতে হবে এনআইডি সংশোধন

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সংক্রান্ত আবেদন এখন থেকে আর ঢালাওভাবে নিষ্পত্তির জন্য বিবেচনা করবে না নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এক্ষেত্রে প্রবাসী, সরকারি চাকরিজীবী ও সাধারণ ক্যাটাগরিতে আবেদনগুলো বিন্যাস করে নিষ্পত্তি করা হবে। ইসি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ঢালাওভাবে বিবেচনায় নিলে অনেক ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি সময় লেগে যায়। এই ব্যবস্থার ফলে যা সহজ হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সরকারি চাকরিজীবীদের সার্ভিস বুক থাকে। তাই তাদের আবেদনের সত্যতা সহজেই যাচাই করা যায়। আবার

২-এর পাতায় দেখুন

সরিষাবাড়ীতে বৃদ্ধ পিতার হাত-পা ভেঙ্গে দেয়ায় ছোট ভাই কুপালো বড় ভাইকে

জামালপুর প্রতিনিধি : সরিষাবাড়ী উপজেলার আওনা ইউনিয়নের স্থল পূর্বপাড়া গ্রামে পারিবারিক কলহের জেরে বৃদ্ধ পিতা সুরুজ মিয়া (৭০)-কে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হাত-পা ভেঙ্গে দিয়েছে তারই বড় ছেলে আওনা ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ও যুবদল নেতা মোয়াজ্জেম হোসেন। এ ঘটনায় আহত সুরুজ মিয়ার ছোট ছেলে জিটুল রাগে-ক্ষোভে তার বড় ভাই মোয়াজ্জেম হোসেনকে বটি দিয়ে কুপিয়ে মারাত্মক আহত করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে ৩ এপ্রিল বৃহস্পতিবার বিকালে উপজেলার আওনা ইউনিয়নের স্থল পূর্বপাড়া গ্রামে। এ নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। জানা যায়, বৃদ্ধ সুরুজ মিয়া তার সন্তানদের নিকট থেকে কোন ভরণপোষণ না পেয়ে দীর্ঘদিন ধরে ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবনযাপন করে আসছিল। তার ভিক্ষাবৃত্তিকে ভালো চোখে না দেখে তার ছেলে মোয়াজ্জেম হোসেন সুরুজ মিয়াকে ভ ভিক্ষাবৃত্তি নিষেধ করে আসছিল। ঐদিন বিকালে সাবেক ছাত্রদল নেতা মোয়াজ্জেম হোসেন লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়ি পিটিয়ে বৃদ্ধ পিতা সুরুজ মিয়ার হাত-পা ভেঙ্গে দেয়। এরই প্রতিবাদে সুরুজ মিয়ার ছোট ছেলে জিটুল রাগে-ক্ষোভে তার বড় ভাই মোয়াজ্জেম হোসেনকে বটি দিয়ে কুপিয়ে আহত করে। বর্তমানে বৃদ্ধ সুরুজ মিয়া ময়মনসিংহ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। অপরদিকে যুবদল নেতা মোয়াজ্জেম হোসেন সরিষাবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে তার নিজ বাড়ীতে অবস্থান করছে। এ বিষয়ে আওনা ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান মিনারা বেগম মুঠোফোনে জানান, বৃদ্ধ সুরুজ মিয়াকে তার ছেলে মোয়াজ্জেম হোসেন অন্যায়ভাবে মেরে হাত-পা ভেঙ্গে দিয়েছে এ খবর শুনেছি। এ ব্যাপারে সরিষাবাড়ী থানার অফিসার ইনচার্জ(ওসি) চাঁদ মিয়া বলেন আমাকে কেউ কোন অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ভূমিকম্পে কাঁপল ভারত-নেপাল-পাপুয়া নিউ গিনি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : এশিয়া অঞ্চলে একের পর এক ভূমিকম্প হচ্ছে। মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, জাপানের পর এবার কাঁপল ভারত ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশ নেপাল। তাৎক্ষণিকভাবে ভূমিকম্পে হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। স্থানীয় সময় শুক্রবার (৪ এপ্রিল) রাতে দেশ দুইটিতে ভূ-কম্পন অনুভূত হয়। ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র বলছে, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫.২। ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল কাঠমান্ডু থেকে প্রায় ৫২৫ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত জাজারকোটের পাইক এলাকায়। ভূপৃষ্ঠ থেকে এর গভীরতা ছিল ২০

২-এর পাতায় দেখুন

ক্রেতা সংকটে কমেছে দেশি ফলের দাম

স্টাফ রিপোর্টার : রমজানে বিদেশি ফলের পাশাপাশি নানান জাতের দেশি ফলের চাহিদা বাড়ে। ফলে দামও বাড়ে। তবে ঈদের পর কিছুটা কমেছে দেশি ফলের দাম। গতকাল শনিবার (৫ এপ্রিল) রাজধানীর মিরপুর-১ নম্বর কাঁচাবাজার, মিরপুর-১০ ফলপট্টি, কচুক্ষেত বাজারসহ আশপাশের কয়েকটি বাজার ঘুরে এ চিত্র পাওয়া যায়। এসব বাজারে মৌসুমি ফলের সরবরাহ স্বাভাবিক, তবে ক্রেতা কম বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। ঢাকার বাজারে তরমুজ ৫৫ থেকে ৬০ টাকা কেজি দরে বিক্রি

২-এর পাতায় দেখুন

গাজায় প্রতিদিন ১০০ শিশু নিহত বা আহত হচ্ছে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইসরায়েলের সাম্প্রতিক হামলায় গাজার আল-আহলি হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসা দেওয়ার মতো আর কোনও জায়গা অবশিষ্ট নেই। শুক্রবার (৪ এপ্রিল) ভোর থেকে অন্তত ৩৮ জন ফিলিস্তিনি নিহত ও শতাধিক আহত হওয়ার পর হাসপাতালের পরিচালক এ কথা জানিয়েছেন। এদিকে ১৮ মার্চ যুদ্ধবিরতি ভঙ্গ করার পর থেকে গাজায় ইসরায়েলি হামলায় প্রতিদিন কমপক্ষে ১০০ শিশু হতাহত হচ্ছে বলে দাবি করেছে জাতি সংঘ। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ খবর জানিয়েছে। জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি

২-এর পাতায় দেখুন

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা রবিবার ॥ ০৬ এপ্রিল ২০২৫ ॥ ২৩ চৈত্র ১৪৩১ বাংলা

মিয়ানমারে ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৩৩৫৪

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মিয়ানমারে ভয়াবহ ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩৫৪ জনে। আহত হয়েছে ৪৮৫০ জন এবং এখনও নিখোঁজ রয়েছেন ২২০ জন। শনিবার (৫ এপ্রিল) রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে মিয়ানমার সফররত জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা প্রধান ভূমিকম্প পরবর্তী উদ্ধার তৎপরতায় মানবিক ও সাম্প্রদায়িক দলগুলোর ভূমিকায় প্রশংসা করেছেন। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। আমরাপুরায় শক্তিশালী ভূমিকম্পের পর খাবার ও ত্রাণ সামগ্রীর অভাব তীব্র আকার ধারণ করেছে। সামান্য কিছু খাবারের জন্য মানুষকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। সামরিক সরকারের নেতা সিনিয়র জেনারেল মিন অং হ্লাইং একটি বিরল বিদেশ সফর শেষে রাজধানী নেপিদোতে ফিরে এসেছেন। তিনি থাইল্যান্ডের ব্যাংককে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানেই তিনি থাইল্যান্ড, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা এবং ভারতের নেতাদের সঙ্গে আলাদাভাবে সাক্ষাৎ করেন। মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, মিন অং হ্লাইং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ডিসেম্বর মাসে 'স্বাধীন ও নিরপেক্ষ' নির্বাচন অনুষ্ঠানের জান্তা সরকারের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করেছেন। ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন মুখপাত্র জানান, মোদি মিয়ানমারের

২-এর পাতায় দেখুন

'অস্বাস্থ্যকর' ঢাকার বাতাস

স্টাফ রিপোর্টার : বায়ুদূষণে বিশ্বের শহরগুলোর তালিকায় আজ নবম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। শনিবার (৫ এপ্রিল) সকাল ৯টায় সুইজারল্যান্ডভিত্তিক বাতাসের মান পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা আইকিউএয়ারের সূচক থেকে এ তথ্য জানা গেছে। এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সে (একিউআই) ১৫২ স্কোর নিয়ে ঢাকার বাতাসের মান 'অস্বাস্থ্যকর' পর্যায়ে রয়েছে। বিশ্বের শহরগুলোর তালিকায় দূষণের শীর্ষে রয়েছে নেপালের কাঠমান্ডু (২১১)। শহরটির বাতাসের মান 'খুবই অস্বাস্থ্যকর' পর্যায়ে রয়েছে। তালিকায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে ভারতের দিল্লি (১৭৯) ও চীনের উহান (১৭১)। আইকিউএয়ারের মানদণ্ড অনুযায়ী, স্কোর শূন্য থেকে ৫০-এর মধ্যে থাকলে বায়ুর মান 'ভালো' বলে বিবেচিত হয়। ৫১ থেকে ১০০ হলে মাঝারি বা 'সহনীয়' ধরা হয় বায়ুর মান। তবে স্কোর ১০১ থেকে ১৫০ থাকলে তা 'সংবেদনশীল গোষ্ঠী'র (অসুস্থ বা শিশু-বৃদ্ধ) জন্য অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয়। স্কোর ১৫১ থেকে ২০০ পর্যন্ত থাকলে সে বাতাস 'অস্বাস্থ্যকর' হিসেবে বিবেচিত হয়। স্কোর ২০১ থেকে ৩০০ হলে 'খুবই অস্বাস্থ্যকর' বলে বিবেচনা করা হয়। এ ছাড়া ৩০১-এর বেশি হলে তা 'ঝুঁকিপূর্ণ' বলে বিবেচিত হয়।

ভাগাড়সহ কোনো স্থানেই ময়লা পোড়ানো যাবে না: পরিবেশ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : ভাগাড়ে কোনোভাবেই ময়লা পোড়ানো যাবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের পরিবেশ ও বন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। শনিবার (৫ এপ্রিল) রাজধানীর মাতুয়াইলে স্যানিটারি ল্যান্ডফিল (ময়লার ভাগাড়) এলাকা পরিদর্শন শেষে তিনি এ কথা জানান। রিজওয়ানা হাসান বলেন, একইসঙ্গে ভাগাড়ে ব্যাটারি পোড়ানো বা ব্যাটারির সিসাও আলাদা করা যাবে না। মাতুয়াইল স্যানিটারি ল্যান্ডফিলের আশপাশের এলাকার মানুষের জীবনযাত্রা এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হবে। শিগগিরই এই ময়লার ভাগাড় মাতুয়াইল থেকে পুরোপুরি সরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয় জানিয়ে তিনি আরও বলেন, পার্শ্ববর্তী দুটি স্টিলমিল বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হবে। রাজধানী ঢাকার বায়ুর মান উন্নয়নে সরকারের পক্ষ থেকে কমিটি গঠন করা হবে বলেও এ সময় জানান উপদেষ্টা। প্রসঙ্গত, বায়ু দূষণ থেকে বাঁচতে মাতুয়াইল স্যানিটারি ল্যান্ডফিল (ময়লার ভাগার) দ্রুত সরিয়ে নেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছেন স্থানীয়রা। সেই সঙ্গে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ময়লা পোড়ানো বন্ধেও দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জোর দাবি তাদের।

চলতি মাসেই কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নামছে বিএনপি

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী সংসদ নির্বাচনের দাবিতে এপ্রিল মাস থেকেই মাঠে নামবে বিএনপি এবং তাদের সমমনা রাজনৈতিক দলগুলো । তাদের মূল লক্ষ্য হলো সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা এবং নির্বাচন আয়োজনের জন্য একটি স্পষ্ট রোডম্যাপ ঘোষণা করা। বিএনপি নেতারা দাবি করছেন, নির্বাচন সম্পর্কিত সরকারের বক্তব্যে অস্থিরতা এবং সময়ের মধ্যে পরিবর্তন দেশ ও বিদেশে নেতিবাচক বার্তা পাঠাচ্ছে। তারা প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে আবারও বৈঠক করবে এবং নির্বাচন শুরুর জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কারের পর দ্রুত নির্বাচন আয়োজনের দাবি জানাবে। বিএনপি ও অন্যান্য দল নির্বাচনের জন্য সরকারের নিরপেক্ষতা আশা করছে। তারা বলছেন সরকার নির্বাচনের রোডম্যাপ না দিলে গণঅভ্যুত্থান ও জনবিক্ষোভের আশঙ্কা রয়েছে। যদি সরকারের সময় বাড়ানো হয়, তা দেশের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে বলে মনে করছেন বিএনপি নেতারা। বিএনপি এবং অন্যান্য দলগুলো ঐকমত্যের মাধ্যমে আন্দোলন চালাবে এবং নির্বাচনের রোডম্যাপ না দেওয়া হলে আন্দোলনের তীব্রতা বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, রোডম্যাপ ঘোষণার জন্য এতদিন ধরে তারা সরকারের কাছে যে আহ্বান জানিয়ে আসছেন, ঈদের পর তা আরেকবার আনুষ্ঠানিকভাবে জানাতে চান। প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আনুষ্ঠানিকভাবে হয়তো আহ্বান জানাব। তিনি কী পদক্ষেপ নেন এবং কী ঘোষণা দেন, তার জন্য কিছু সময় অপেক্ষা করব আমরা। এরপরও প্রত্যাশিত ঘোষণা না এলে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার

মাধ্যমে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরব। তিনি বলেন, প্রধান উপদেষ্টা যদি একেক সময় একেক কথা বলেন, দেখতে হবে কেন এভাবে বলছেন? আমরা আগে তার সঙ্গে কথা বলব। তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কী করেন, তা দেখব। তারপর আমাদের রাজনৈতিক বক্তব্য মাঠে-ময়দানে, জনগণের কাছে কর্মসূচির মধ্য দিয়ে তুলে ধরব। এদিকে, আগামী নির্বাচন কবে অনুষ্ঠিত হবে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে রাজনৈতিক অঙ্গনে। নির্বাচনের ইস্যুতে বিভিন্ন দলের মধ্যে ঐকমত্যের অভাবও দেখা যাচ্ছে। মহান স্বাধীনতা দিবস ও পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, এ বছর ডিসেম্বর থেকে আগামী বছরের জুনের মধ্যে নির্বাচন হবে। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্য অস্পষ্ট। ডিসেম্বর থেকে জুন

৭-এর পাতায় দেখুন

কোরবানির ঈদের সম্ভাব্য তারিখ

স্টাফ রিপোর্টার : পবিত্র ঈদুল আজহার সম্ভাব্য তারিখ ঘোষণা করেছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত। আগামী ৬ জুন (শুক্রবার) পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপিত হতে পারে বলে জানিয়েছে দেশটির জ্যোতির্বিদ্যা সোসাইটি। সংস্থাটি বলেছে, আগামী ২৭ মে সন্ধ্যায় হিজরি বর্ষপঞ্জিকার শেষ মাস জিলহজের চাঁদ দেখা যাবে। আর ২৮ মে হবে জিলহজের প্রথমদিন। সে হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যে ৬ জুন শুক্রবার ঈদুল আজহা উদযাপিত হতে পারে। আমিরাত জ্যোতির্বিদ্যা সোসাইটির চেয়ারম্যান ইবরাহিম আল জারওয়ান উল্লেখ করেছেন, আরব আমিরাতে ২৭ মে সকাল ৭টা ২ মিনিটে চাঁদ উঠবে। ওইদিন সূর্যাস্তের ৩৮ মিনিট পর পর্যন্ত চাঁদটি আকাশে দৃশ্যমান থাকবে। এতে অর্ধচন্দ্রটি সহজে দেখা যাবে। যদি জ্যোতির্বিদ্যার পূর্বাভাস বহাল থাকে, তাহলে ৫ জুন বৃহস্পতিবার হবে পবিত্র হজের দিন। এর পরের দিন পালিত হবে পবিত্র ঈদুল আজহা। আর যদি ২৭ মে সন্ধ্যায় জিলহজের চাঁদ না দেখা যায় তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে ঈদ উদযাপিত হবে ৭ জুন। সে হিসেবে হজ হবে ৬ জুন। সাধারণত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে যেদিন চাঁদ দেখা যায় তার পরের দিন বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোতে

৭-এর পাতায় দেখুন

কর্মকর্তা-কর্মচারী দিয়ে চলছে 'নেতৃত্বহীন' বিএমএ

স্টাফ রিপোর্টার : কর্মকর্তা-কর্মচারী দিয়ে চলছে চিকিৎসকদের সবচেয়ে বড় সংগঠন বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ)। দীর্ঘ ছয় বছর মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি দিয়ে চললেও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকে একেবারেই নেতৃত্বহীন। কবে নতুন নেতৃত্ব পাবে জানে না কেউ। জাতীয় নির্বাচন হয়ে গেলে সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হতো বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা নেতারা। জানা যায়, ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে সবশেষ নির্বাচন হয় সংগঠনটির। ওই সময় ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন সভাপতি ও ডা. এহতেশামুল হক চৌধুরী দুলাল মহাসচিব নির্বাচিত হন। এই নেতৃত্ব দুই বছরের পরিবর্তে সাত বছর ক্ষমতা দখল করে রাখে। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের জন্য কমিশন গঠন করে এই কমিটি। পরে বিএমএ মহাসচিব ডা. মো. ইহতেশামুল হক চৌধুরী এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান, বিএমএর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও নির্বাচন ২১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন পরিচালনার জন্য পাঁচ সদস্যের কমিশনে সভাপতি হিসেবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক ডা. শাহ মনির হোসেন এবং সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন সাবেক পরিচালক ডা. মো. বেলাল হোসেন। নির্বাচন কমিশন অ্যাসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনা ও নির্বাচনের

৭-এর পাতায় দেখুন

ইউনূস ও মোদির বৈঠককে স্বাগত জানিয়েছেন রাষ্ট্রদূত মুশফিকুল

স্টাফ রিপোর্টার : মেক্সিকোয় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুশফিকুল ফজল আনসারী প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মধ্যকার বৈঠককে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি একে বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্কের জন্যে একটি 'গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত' বলে বর্ণনা করেছেন তিনি তার ভেরিফাইড ফেসবুক পেইজে পোস্ট করা এক মন্তব্যে বলেছেন, 'বাংলাদেশ সার্বভৌম ও সাহসী পররাষ্ট্র নীতির মাধ্যমে বিশ্বমঞ্চে তার ন্যায্য স্থান

৭-এর পাতায় দেখুন

দেশে ৭ জেলায় মৃদু তাপপ্রবাহ আরও বাড়তে পারে তাপমাত্রা

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের সাত জেলায় মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। তা অব্যাহত থাকতে পারে। পাশাপাশি চার বিভাগে বৃষ্টির আভাস রয়েছে। এ ছাড়া দিনের তাপমাত্রা আরও বাড়তে পারে। শনিবার (৫ এপ্রিল) সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এসব তথ্য জানায় জানায় আবহাওয়া অফিস। পূর্বাভাসে বলা হয়, শনিবার ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম এবং সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া দেশের বাকি বিভাগগুলোতে অস্থায়ীভাবে আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। একই সঙ্গে সারাদেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। তবে এই সময়ে রাজশাহী, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, খুলনা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী এবং রাঙ্গামাটি জেলাগুলোর ওপর দিয়ে মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে। এদিকে, লঘুচাপের বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে। আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল তেঁতুলিয়ায়। গতকাল দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, মোংলায়।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ১৫ কিলোমিটার যানজট

স্টাফ রিপোর্টার : হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বৃহৎ তীর্থ মহাষ্টমী স্নান উৎসব উপলক্ষে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জ কাঁচপুর থেকে মেঘনা সেতুর টোল প্লাজা পর্যন্ত ১৫ কিলোমিটার যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। গতকাল শনিবার সকালে মহাসড়কের ঢাকাগামী ও চট্টগ্রামগামী লেনের কাঁচপুর থেকে মেঘনা টোলপ্লাজা পর্যন্ত এমন দৃশ্য দেখা যায়। লাঙ্গলবন্দে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরের যাত্রাকে ঘিরে লাখ লাখ মানুষের আগমনের কারণে এ যানজট তৈরি হয়েছে বলে জানিয়েছে হাইওয়ে পুলিশ। এদিকে যানজটের ফলে ভোগান্তিতে পড়েছেন কর্মস্থলে যাওয়া যাত্রীরা।জানা যায়, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মদনপুর, জাঙ্গাল, লাঙ্গলবন্দসহ কয়েকটি পয়েন্টে পুণ্যার্থীরা যানবাহন থেকে নেমে রাস্তা পারাপারের কারণে এ যানজট সৃষ্টি হয়েছে। সরেজমিন গিয়ে দেখা গেছে, তীব্র যানজটের কারণে অধিকাংশ লোককেই পায়ে হেঁটে কর্মস্থলে যেতে দেখা গেছে। অনেকেই আবার তীব্র যানজটের

৭-এর পাতায় দেখুন

প্রধান উপদেষ্টার উচ্চ প্রতিনিধি ড. খলিলুর রহমান এবং মিয়ানমারের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী U Than Shew থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলনের সাইডলাইনে যৌথ ব্রিফিংয়ে অংশ নেন। এসময় প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব মোহাম্মদ শফিকুল আলম উপস্থিত ছিলেন । -পিআইডি

ভারতে ওয়াকফ সংশোধনী বিল পাসে জামায়াতের নিন্দা

স্টাফ রিপোর্টার : ভারতে মুসলিম স্বার্থবিরোধী ওয়াকফ সংশোধনী বিল পাস ও বিজেপি সরকারের ধারাবাহিক মুসলিমবিরোধী পদক্ষেপে উদ্বেগ প্রকাশ করে নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে জামায়াতে ইসলামী। শনিবার (৫ এপ্রিল) এক বিবৃতিতে এ বিষয়ে নিন্দার কথা জানান দলটির সেক্রেটারি জেনারেল সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। বিবৃতিতে তিনি বলেন, ভারতে মুসলিম স্বার্থবিরোধী ওয়াকফ সংশোধনী বিল পাস ও বিজেপি সরকারের ধারাবাহিক মুসলিমবিরোধী পদক্ষেপে আমরা উদ্বেগ প্রকাশ করছি এবং নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। গত ৩ এপ্রিল ভারতের লোকসভায় পাস করা বিতর্কিত ওয়াকফ সংশোধনী বিল মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা, মালিকানা ও অধিকার হরণে বিজেপি সরকারের সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টার আরেকটি ঘৃণ্য দৃষ্টান্ত। এই আইনের মাধ্যমে মুসলিমদের দান করা মসজিদ, মাদরাসা, কবরস্থান

৭-এর পাতায় দেখুন

দেশের আগে উপদেষ্টা পরিষদের সংস্কার জরুরি: রাশেদ খাঁন

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁন বলেছেন, বর্তমান উপদেষ্টা পরিষদের মধ্যে আওয়ামী দোসররা ঘাঁপটি মেরে বসে আছে। উপদেষ্টাদের কেউ কেউ গণহত্যাকারী চিহ্নিত আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সেল্টার দিচ্ছে। আদালত থেকে উপদেষ্টাদের ইশারায় ডামি এমপিরা জামিন পাচ্ছে। প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এখনো আওয়ামী দোসরদের দৌরাত্ম টিকে রয়েছে। তাই দেশ সংস্কারের আগে উপদেষ্টা পরিষদের সংস্কার জরুরি হয়ে পড়েছে। শনিবার (৫ এপ্রিল) বেলা সাড়ে ১১টায় ঝিনাইদহ শহরের একটি রেস্টুরেন্টে মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন। আওয়ামী রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, হঠাৎ করে বিভিন্ন মাধ্যম থেকে এখন অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের দাবি উঠছে। এরা বিগত ১৭ বছরে এ কথা একবারও বলেনি। বিদেশিদের মদদে তারা ইনিয়ে বিনিয়ে গণহত্যাকারী হাসিনা ও আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে আনার পায়তারা করছে। কিন্তু জুলাই বিপ্লবে নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দলগুলো সেই সুযোগ দেবে না। আমরা কোনোভাবেই আওয়ামী লীগকে নির্বাচন করতে দেবো না। দেশবিরোধী ফ্যাসিস্ট হাসিনাকে দেশে আর

৭-এর পাতায় দেখুন

শরীয়তপুরে দু'পক্ষের সংঘর্ষে শতাধিক ককটেল বিস্ফোরণ

শরীয়তপুর প্রতিনিধি : আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে শরীয়তপুরের জাজিরায় দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে কমপক্ষে শতাধিক ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। গতকাল শনিবার সকালে জাজিরা উপজেলার বিলাসপুর ইউনিয়নের দূর্বাডাঙ্গা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। তবে এখন পর্যন্ত হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিলাসপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কুদ্দুস বেপারী ও স্বেচ্ছাসেবকলীগ নেতা জলিল মাদবরের সমর্থকদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিরোধ দীর্ঘদিনের। এ নিয়ে বেশ কয়েকবার সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শনিবার সকালে দূর্বাডাঙ্গা এলাকায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয়পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে পুনরায় সংঘর্ষ শুরু হয়। এ সময় শতাধিক হাত বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। পরে পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিকে দুপক্ষের সংঘর্ষ এবং হাতবোমা বিস্ফোরণের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে

৭-এর পাতায় দেখুন

মিরপুরে গুলিতে যুবক আহত

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর মিরপুর পল্লবীর এলাকায় মো. সানি (২৮) নামে এক যুবক কুপিয়ে ও গুলি করে আহত করার ঘটনা ঘটেছে। গত শুক্রবার রাত সাড়ে আটটার দিকে মিরপুর পল্লবী ৬ নম্বর লেনে ঘটনাটি ঘটে। আহত অবস্থায় যুবককে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঢাকা মেডিকেলে আহত সানির খালাতো বোন রুমা আক্তার বলেন, তারা মিরপুর ১২ নম্বর সেকশনের ৫ নাম্বার লেনের মুড়াপাড়া ক্যাম্পে থাকেন। সানি এলাকায় শাড়ির কারচুপির কাজ করতো আবার মাঝে মাঝে অটোরিকশা চালাতো। তিনি আরো বলেন, সন্ধ্যায় অটোরিকশা নিয়ে বের হয়েছিল সানি। একই এলাকার ৬ নম্বর লেনে গেলে স্থানীয় জনি, আবীর জাকির, আশিকসহ আরো কয়েকজন তার ডান পায়ে গুলি করে এবং মাথাসহ শরীরের কয়েক জায়গায় কুপিয়া আহত করে পালিয়ে যায়। পরে তার অটোরিকশার পাশাপাশি ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা ও মোবাইল ফোন

৭-এর পাতায় দেখুন

শক্তিশালী পাসপোর্ট সূচকে এক ধাপ এগিয়ে ১৮১তম বাংলাদেশ

স্টাফ রিপোর্টার : বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্ট সূচকে এক ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। মোট ২০০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের পাসপোর্ট রয়েছে ১৮১তম অবস্থানে। যা গত বছর ছিল ১৮২তম। আর প্রথমবারের মতো বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্টধারী দেশের স্বীকৃতি পেয়েছে উত্তর ইউরোপের দ্বীপরাষ্ট্র আয়ারল্যান্ড। গত শুক্রবার কর ও অভিবাসনবিষয়ক আন্তর্জাতিক পরামর্শক সংস্থা নোমাড ক্যাপিটালিস্টের হালনাগাদ সূচকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

তালিকায় ৩৮ স্কোর পেয়ে বাংলাদেশের পাসপোর্টের অবস্থান ১৮১তম স্থানে রয়েছে। বাংলাদেশের পাসপোর্টধারীরা ভিসামুক্ত অথবা অন-অ্যারাইভাল ভিসায় বিশ্বের ৫০টি দেশে ভ্রমণ করতে পারেন। গত বুধবার এক প্রতিবেদনে সিএনবিসি নিউজ বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্ট সূচক প্রকাশিত হয়। নোমাডের হালনাগাদ তালিকায় বাংলাদেশের ঠিক আগে আছে নেপাল (স্কোর ৩৯ দশমিক ৫) এবং পরে আছে মিয়ানমার (স্কোর ৩৭ দশমিক ৫)। অপর দুই প্রতিবেশী দেশ ভারতের অবস্থান সূচকে ১৪৮ তম (স্কোর ৪৭ দশমিক ৫) এবং পাকিস্তানের অবস্থান ১৯৫তম (স্কোর ৩২)। শীর্ষে থাকা আয়ারল্যান্ডের প্রাপ্ত স্কোর ১০৯। এ দেশের পাসপোর্টধারী ব্যক্তিরা বিশ্বের ১৭৬টি দেশে ভিসামুক্ত বা অন অ্যারাইভাল ভিসায় ভ্রমণ করতে পারবেন। তালিকায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে সুইজারল্যান্ড ও গ্রিস। দেশগুলোর প্রাপ্ত স্কোর ১০৮ দশমিক ৫। আর চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে রয়েছে পর্তুগাল ও মাল্টা। দেশগুলোর স্কোর যথাক্রমে ১০৮ ও ১০৭ দশমিক ৫। তালিকায় সবচেয়ে দুর্বল (১৯৯তম) পাসপোর্টের দেশ হিসেবে স্থান পেয়েছে আফগানিস্তান। দেশটির আগের

৭-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর পল্লবীতে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তারা হলেন- মো. রিয়াদ গাজী (১৭) ও মো. তোফাজ্জল (১৯)। গত শুক্রবার রাত পৌনে ১০টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর পর ফ্লাইওভারের নিচ থেকে একজন ও অপর একজনকে ফ্লাইওভার থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (ঢামেক) নিয়ে যান পথচারীরা। রাত ১১টার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন। গতকাল শনিবার সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দুজনের পরিচয় শনাক্ত করেন তাদের আত্মীয়। নিহত রিয়াদের চাচা আব্দুল্লাহ বলেন, আমার ভাই দুবাইপ্রবাসী আর আমার ভাতিজা চাঁদপুরে একটি কলেজে পড়াশোনা করতো। ঈদের ছুটিতে বন্ধু তোফাজ্জলের বাসায় ঢাকায় ঘুরতে যায়। গত শুক্রবার দুই বন্ধু মোটরসাইকেলে করে পল্লবীর কালশী ফ্লাইওভারের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় দ্রুতগামী একটি প্রাইভেটকার মোটরসাইকেলকে

৭-এর পাতায় দেখুন

বাজেট ২০২৫-২৬

মূল্যস্ফীতির লাগাম টেনে বিনিয়োগ বাড়ানোই মূল চ্যালেঞ্জ

স্টাফ রিপোর্টার : মূল্যস্ফীতির উত্তাপ এখনো কমেনি। স্থবির বিনিয়োগ। বাড়ছে না কর্মসংস্থান। রাজস্ব আদায়ও হচ্ছে না প্রত্যাশিত মাত্রায়। তবে রপ্তানি আয়ে প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি রেমিট্যান্সের প্রবাহ ভালো। সামষ্টিক অর্থনীতির নানা চ্যালেঞ্জের মধ্যে আগামী অর্থবছরের বাজেটে মূল্যস্ফীতি কমানো ও বিনিয়োগ বাড়ানোর ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। তারা বলছেন, নতুন অর্থবছরের বাজেটে মূল গুরুত্ব দিতে হবে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের ওপর। একই সঙ্গে বিনিয়োগ বাড়ানোর পদক্ষেপ নিতে হবে। বিনিয়োগ না বাড়লে প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান হবে না। আর কর্মসংস্থান না হলে নানামুখী সমস্যা দেখা দেবে। মূল্যস্ফীতি কমানো ও বিনিয়োগ বাড়ানোর পদক্ষেপের পাশাপাশি রাজস্ব আহরণ বাড়ানোর দিকেও নজর দিতে হবে। তবে দেশ পরিচালনার দায়িত্বে নির্বাচিত সরকার না থাকায় বিনিয়োগ বাড়ানো বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হবে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সবশেষ তথ্য অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি মাসে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে দেশের সার্বিক মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৯ দশমিক ৩২ শতাংশ, যা জানুয়ারি মাসে ছিল ৯ দশমিক ৯৪ শতাংশ। অর্থাৎ, মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমেছে। অবশ্য তারপরও মূল্যস্ফীতি প্রায় সাড়ে ৯ শতাংশ হওয়ায় নিম্ন আয়ের মানুষের ওপর বড় ধরনের চাপ রয়েছে। মূল্যস্ফীতি চাপের পাশাপাশি সরকার প্রত্যাশিত রাজস্ব পাচ্ছে না। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (২০২৪ সালের জুলাই থেকে চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত) লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৫৮ হাজার কোটি টাকা কম রাজস্ব আদায়

৭-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে ট্রেনে কাটা পড়ে নারীর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা-টঙ্গী রেলওয়ে স্টেশনের দক্ষিণ নতুন বাজার এলাকায় রাস্তা পারাপারের সময় ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাত (২৫) এক নারী নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঢাকা রেলওয়ে থানা পুলিশের এসআই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ জানান, আমরা খবর পেয়ে গত শুক্রবার সকালের দিকে টঙ্গী রেলওয়ে স্টেশন দক্ষিণ নতুন রাস্তার রেললাইনের ওপর থেকে এক নারীর কাটা লাশ উদ্ধার করি। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তিনি জানান, নিহত ওই নারীর নাম পরিচয় এখনো জানা যায়নি। বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। আমরা স্থানীয় লোকের মুখে জানতে পেরেছি ওই নারী রেললাইনের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় একটি ট্রেন ধাক্কা দিলে ওই ট্রেনের নিচে সে কাটা পড়ে।

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

গাজায় প্রতিদিন ১০০ শিশু নিহত বা

শরণার্থীবিষয়ক সংস্থার (ইউএনআরডব্লিউএ) প্রধান ফিলিপ লাজারিনি জানিয়েছেন, পরিস্থিতি ক্রমাগত অবনতির দিকে যাচ্ছে এবং মানবিক সংকট চরমে পৌঁছেছে। হাজার হাজার শিশু হাত-পা হারিয়েছে এবং তারা চরম মানসিক ট্রমার ভেতর দিয়ে দিন কাটাচ্ছে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, হাসপাতালটিতে গত ২৪ ঘণ্টায় ৮৬ জন নিহত ও ২৮৭ জন আহত হন। হামাস সতর্ক করে বলেছে, গাজায় অবশিষ্ট যে বন্দিরা রয়েছে তাদের অর্ধেকই এখন চরম ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। কারণ তারা ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর নতুন জোরপূর্বক উৎখাত আদেশপ্রাপ্ত এলাকায় অবস্থান করছে।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইসরায়েলের গাজা যুদ্ধের ফলে এখন পর্যন্ত অন্তত ৫০ হাজার ৬০৯ জন ফিলিস্তিনি নিহত এবং ১ লাখ ১৫ হাজার ০৬৩ জন আহত হয়েছে। সরকারি মিডিয়া অফিস, মৃতের সংখ্যা ৬১ হাজার ৭০০-এর বেশি বলে জানিয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকা হাজার হাজার নিখোঁজকে মৃত ধরে নেওয়া হচ্ছে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাস নেতৃত্বাধীন হামলায় ইসরায়েলে কমপক্ষে ১ হাজার ১৩৯ জন নিহত হন। ওই সময় ২০০ জনের বেশি মানুষকে জিম্মি করা হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় ওই দিনই গাজায় সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করে ইসরায়েল।

তিন ক্যাটাগরিতে হবে এনআইডি

যারা প্রবাসী তাদেরও সংশ্লিষ্ট দেশের বৈধ কাগজপত্র ও পাসপোর্ট থাকে। এক্ষেত্রে আবেদনের চাহিত তথ্য আপডেট করতে যাচাইয়ের খুব একটা সময়ের প্রয়োজন হয় না। অন্যদিকে সাধারণ নাগরিকদের অনেকের আবেদনেই নানা অসততা থাকে। তাই আবেদনের ধরন প্রথমেই পৃথক করা গেলে নিষ্পত্তিতে সময় কম লাগে।

এনআইডি অনুবিভাগের মহাপরিচালক এএসএম হুমায়ুন কবীর এ বিষয়ে বলেন, এখন থেকে তিনটি ছকে আবেদনগুলো পৃথক করা হবে। একটি প্রবাসীদের জন্য, অন্যটি চাকরিজীবীদের জন্য। আর একটি ছক হচ্ছে সাধারণ মানুষের জন্য। ইতোমধ্যে সকল আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তাকে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, ২০১১ সালের এক জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত তিন লাখ ৭৮ হাজার এনআইডি সংশোধন আবেদন অনিষ্পন্ন ছিল, এর মধ্যে গত তিন মাসে ক্রাশ প্রোগ্রাম করে ৯৮ হাজার ৪৪টি আবেদন নিষ্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়া, গত ১ জানুয়ারি থেকে ১৬ মার্চ পর্যন্ত আবেদন জমা পড়েছে তিন লাখ দুই হাজার ২৬৬টি, এরমধ্যে নিষ্পন্ন হয়েছে এক লাখ ৭৯ হাজার ৯২৬টি আবেদন। অবশিষ্ট আবেদন নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে। এই হিসেবে ২০১১ থেকে এখন পর্যন্ত চার লাখ দুই হাজার ৩০৮টি আবেদন অনিষ্পন্ন রয়েছে। আগামী জুনের মধ্যে সকল অনিষ্পন্ন আবেদন নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিয়েছে ইসি। বর্তমানে দেশে ভোটার রয়েছে ১২ কোটি ৪৪ লাখের মতো। এদের অনেকের জাতীয় পরিচয়পত্রে কোনো না কোনো ভুল থাকার কারণে প্রতিদিনই আবেদন জমা পড়ছে বলে জানিয়েছেন ইসি কর্মকর্তারা।

ভূমিকম্পে কাঁপল ভারত-নেপাল

কিলোমিটার। ভারতীয় সংবাদ সংস্থা এএনআই জানিয়েছে, স্থানীয় সময় শুক্রবার রাত ৮টা ৭ মিনিটে ওই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। নেপালের এই ভূমিকম্পে দিল্লিসহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানও কেঁপে উঠেছে। এদিকে, পাপুয়া নিউ গিনির উপকূলে ৭.১ মাত্রার ভূমিকম্প, সুনামি সতর্কতা জারি করে পরে তা প্রত্যাহার করা হয়। ৭.১ মাত্রার এ ভূমিকম্প প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্র পাপুয়া নিউ গিনির নিউ ব্রিটেন অঞ্চলের উপকূলে আঘাত হেনেছে। ভূমিকম্পের পরপরই প্রশান্ত মহাসাগরীয় সুনামি সতর্কতা কেন্দ্র একটি সতর্কতা জারি করেছিল, যেখানে পাপুয়া নিউ গিনির কিছু উপকূলীয় এলাকায় তিন মিটার পর্যন্ত ঢেউ আছড়ে পড়তে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছিল। তবে পরে সেই সতর্কতা প্রত্যাহার করা নিয়েছে। শনিবার (৫ এপ্রিল) ইউরোপীয়-ভূমধ্যসাগরীয় ভূকম্পন কেন্দ্র জানিয়েছে, ভূমিকম্পটি ভূপৃষ্ঠের ৪৯ কিলোমিটার গভীরে সংঘটিত হয়েছে। এরপর যুক্তরাষ্ট্রের সুনামি সতর্কতা কেন্দ্র সুনামি সতর্কতা জারি করেছে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা জানিয়েছে, শনিবারের ভূমিকম্পটি নিউ ব্রিটেন অঞ্চলের ১৯৪ কিলোমিটার পূর্বে কেন্দ্রীভূত ছিল। নিকটবর্তী সলোমন দ্বীপপুঞ্জে ০.৩ মিটার উচ্চতার ছোট ঢেউয়ের সম্ভাবনার ব্যাপারে যে সাবধানতা জারি করা হয়েছিল, তাও প্রত্যাহার করা হয়েছে। নিউ ব্রিটেন দ্বীপের জনসংখ্যা পাঁচ লাখের একটু বেশি। তবে সেখানে তাৎক্ষণিকভাবে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। পাপুয়া নিউ গিনি প্রশান্ত মহাসাগরীয় 'রিং অব ফায়ার' বা 'আগ্নেয় বৃত্তে' অবস্থিত, যা প্রশান্ত মহাসাগরের চারপাশে বিস্তৃত একটি ভূকম্পন সক্রিয় এলাকা এবং যেখানে বিশ্বের অধিকাংশ ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত ঘটে।

ক্রেতা সংকটে কমেছে

হচ্ছে। এ হিসাবে মাঝারি আকারের তরমুজ পাওয়া যাচ্ছে ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকায়। এছাড়া বড় আকারের তরমুজ বিক্রি হচ্ছে ৬০০ টাকায়। মিরপুর-১ কাঁচাবাজারের ব্যবসায়ী আবদুস সাত্তার বলেন, ফলের সরবরাহ স্বাভাবিক। তবে ক্রেতা কম থাকায় ফলের চাহিদাও কম। এ কারণে দাম কমেছে। তিনি জানান, রমজানে কলার দাম হালিপ্রতি ৬০ টাকা পর্যন্ত উঠেছিল। তবে আজ সবরি কলা ৩০ টাকা প্রতি হালি, চিনিচম্পা ২০ টাকা প্রতি হালি ও সাগর কলা ৫০ টাকা প্রতি হালি বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া বাঙ্গি প্রতি কেজি ৬০ থেকে ৭০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। রমজানের শুরুতে যা ১০০ থেকে ১২০ টাকা প্রতি কেজি বিক্রি হয়। রমজানে পেয়ারার দাম বাড়লেও ঈদের পর দাম কমেছে। রমজানের শুরুতে বাজারে পেয়ারা ১০০ থেকে ১২০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে। বর্তমানে প্রতি কেজি পেয়ারা ৬০ থেকে ৮০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। জুবায়ের নামের এক ক্রেতা বলেন, রমজানের সময় হাফ কেজি পেয়ারা নিয়েছিলাম ৬০ টাকায়। এখন এই দামে এক কেজি পাওয়া যাচ্ছে। বাজারে ৬০ টাকা থেকে শুরু করে ৮০ টাকা মধ্যে মিলছে বড় আকারের আনারস। একই রকম দাম বেলের। তবে বেশ বড় আকারের বেল বিক্রি হচ্ছে আকারভেদে ১০০ থেকে ২০০ টাকার মধ্যে। সাধারণত সারা বছরই ডাবের চাহিদা থাকে। পাশাপাশি এখন বাড়তি গরমে ডাবের চাহিদাও বেড়েছে। ফলে ডাবের দাম বেশ চড়া। ছোট আকারের ডাব ১৫০ টাকা, মাঝারি ১৮০ এবং বড় আকারের ডাব ২০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। পাকা পেঁপে প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ৬০ টাকায়।

মিয়ানমারে ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা

গৃহযুদ্ধে ভূমিকম্প-পরবর্তী যুদ্ধবিরতিকে স্থায়ী করার আহ্বান জানান এবং বলেন, নির্বাচন হতে হবে 'সমন্বিত ও বিশ্বাসযোগ্য'। সমালোচকরা জান্তা সরকারের পরিকল্পিত এই নির্বাচনকে একটি প্রহসন বলে আখ্যায়িত করেছেন, যার মাধ্যমে সেনাবাহিনী কেবল তাদের পছন্দের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ক্ষমতা ধরে রাখতে চায়। ২০২১ সালে নোবেল বিজয়ী অং সান সু চির নির্বাচিত বেসামরিক সরকারকে উৎখাত করার পর থেকে সেনাবাহিনী মিয়ানমার পরিচালনায় ব্যর্থ হয়েছে। ফলে দেশটির অর্থনীতি ও স্বাস্থ্যসেবাসহ মৌলিক পরিসেবাগুলো ভেঙে পড়েছে। ২৮ মার্চের ভূমিকম্প এই অবস্থাকে আরও জটিল করে তুলেছে। সামরিক অভ্যুত্থানের পর শুরু হওয়া গৃহযুদ্ধে ইতিমধ্যেই ৩০ লাখেরও বেশি মানুষ গৃহহীন হয়েছে। জাতিসংঘ বলছে, দেশটির এক-তৃতীয়াংশ জনগণ মানবিক সহায়তার প্রয়োজনীয়তায় ভুগছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের দপ্তর শুক্রবার জানিয়েছে, জান্তা সরকার ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ত্রাণ সহায়তা সরবরাহে বাধা দিচ্ছে, বিশেষ করে সেসব এলাকা তাদের শাসনের সমর্থন করে না। সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, তারা জান্তা সরকারের ৫৩টি হামলার ঘটনা তদন্ত করছে, যার মধ্যে ১৬টি যুদ্ধবিরতির ঘোষণার পর সংঘটিত হয়েছে, যার মধ্যে বিমান হামলাও রয়েছে।

পর্যাপ্ত খাদ্য মজুত আছে কোনও শঙ্কা

জিরাতিয়া হলো দেশ উন্নয়নের প্রথম সারির সৈনিক। তারা ভালো থাকলে দেশ ভালো থাকবে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তারা যে ফসল ফলায়, তা দিয়ে আমাদের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য জোগান হয়।' তিনি এ সময় হাওরের সেচ সমস্যা, মাছ ধরার অজুহাতে অবৈধভাবে খালবিল শুকিয়ে ফেলার প্রবণতা, সারবীজের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, ফসল সংরক্ষণ ও এগুলোর ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে সরকার কাজ করছে বলে উপস্থিত সবাইকে আশ্বস্ত করেন। হাওরের খালবিল, নদনদী শুকিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে উপদেষ্টা বলেন, 'মেঘনাসহ বড় বড় নদীগুলোও আজ নাব্যতা সংকটে ভুগছে। হাওরের খালবিলগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। খাল খননের মাধ্যমে স্থানীয় খাল খনন করা সম্ভব। আর বড় নদ-নদীগুলো খনন করতে সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।' তিনি বলেন, 'হাওর এলাকায় এখন কৃষকরা কেবল, ধান নয়, ধানের পাশাপাশি ভুট্টা, সবজি, হাঁসমুরগি পালন, মাছ চাষসহ নানাবিধ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত। কাজেই হাওর বিপুল সম্ভাবনাময় এক জনপদ। সরকার হাওরের যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্যাপকভাবে কাজ করছে।' এ সময় উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার জিরাতিদের কাছে তাদের সমস্যাগুলো জানতে চান। বেশ কয়েকজন জিরাতি, তাদের সেচ সমস্যা, যাতায়াত সংকট, খাওয়ার পানির অভাব নিয়ে কথা বলেন। তখন জেলা প্রশাসককে এগুলো দ্রুত সমাধানের নির্দেশ দেন উপদেষ্টা। পরে উপদেষ্টা ডাঙারগাঁও হাওরের ধানের জমি ঘুরে দেখেন। এ সময় হাওরের সরাসরি কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত কৃষক ও জিরাতিদের সমস্যার কথা শোনেন। মতবিনিময় সভায় পুলিশ সুপার মোহাম্মদ হাছান চৌধুরী, অষ্টগ্রামের ইউএনও দিলশাদ জাহান, অষ্টগ্রামের কৃষি অফিসার অভিজিত সরকারসহ অন্যান্য উপস্থিত ছিলেন।

দেশে কমেছে মাংসের দাম

টাকায় বিক্রি হতে দেখা গেছে। কাঁচামরিচের কেজিতেও ২০ টাকা বেড়ে তা ১০০ থেকে ১২০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ঈদের পর চাহিদা কমলেও এখনো লেবুর হালি বিক্রি হচ্ছে ৪০ টাকা। প্রতিটি লাউ আকার ভেদে ৫০ থেকে ৭০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে দেখা গেছে। এছাড়া, পেঁপে ৫০ থেকে ৬০ টাকা, দেশি শসার কেজি ৬০ থেকে ৭০ টাকা ও হাইব্রিড শসা ৩০ থেকে ৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। কাওরান বাজারের সবজি বিক্রেতা লোকমান হোসেন এ প্রসঙ্গে বলেন, ঈদের পর বাজারে ক্রেতার উপস্থিতি কম। কিন্তু এখনো সেই অনুপাতে সবজি সরবরাহ বাড়েনি। ফলে দামটা একটু বাড়তি। তিনি বলেন, চলতি সপ্তাহে বাজারে সবজির সরবরাহ বাড়লে দামটাও কম আসবে বলে আশা করছি। বাজারে সবজির দাম কিছুটা বাড়লেও মুরগি ও গরুর মাংসের দাম কমেছে। প্রতি কেজি ব্রয়লার মুরগি ২০০ থেকে ২১০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। যা ঈদের আগে ২৪০ টাকায় উঠেছিল। ব্রয়লারের পাশাপাশি সোনালি মুরগির দামও কমেছে। কেজিতে ২০ থেকে ৪০ টাকা কমে তা ২৮০ থেকে ৩১০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ঈদের আগে চাহিদা বাড়ায় গরুর মাংসের দাম বাড়লেও এখন তা কমেছে। রাজধানীর খুচরাবাজারে প্রতি কেজি গরুর মাংস ৭০০ থেকে ৭৫০ টাকায় বিক্রি হতে দেখা গেছে। অথচ ঈদের আগে চাঁদ রাতে প্রতি কেজি গরুর মাংস রাজধানীর কোনো কোনো বাজারে ৮৫০ টাকায়ও বিক্রি হয়েছে।

কাওরান বাজারের মাংস বিক্রেতা জিল্লুর রহমান বলেন, বাজারে এখন মুরগির চাহিদা নেই বললেই চলে। যে কারণে পাইকারি বাজারে দাম কিছুটা কমেছে। কম দামে আনায় আমরা খুচরা বিক্রেতারাও কম দামেই বিক্রি করছি। মনে হচ্ছে, দু-একদিনে দাম আরও কমে আসবে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, ঈদের ছুটির কারণে রাজধানীর বাজারে চাষের মাছের সরবরাহ কমায় এই দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। শনিবার বাজারে বিভিন্ন ধরনের মাছের মধ্যে প্রতি কেজি পাঙাশ ২০০ টাকা, তেলাপিয়া ২০০ থেকে ২২০ টাকা, শিং ৩৫০ থেকে ৫০০ টাকা, কই ২৩০ থেকে ২৫০ টাকা, রুই, কাতল আকার ভেদে ৩০০ থেকে ৪৫০ টাকা, চিংড়ি ৬৫০ থেকে ১ হাজার ২০০ টাকা, কোরাল ৬৫০ থেকে ৭০০ টাকা, ট্যাংরা ৫৫০ থেকে ৭০০ টাকা, শোল ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এসব মাছ ঈদের আগের তুলনায় কেজিতে ২০ থেকে ৩০ টাকা বেশিতে বিক্রি হচ্ছে বলে বিক্রেতারা জানিয়েছেন।

প্রত্যাবাসনের খবরে রোহিঙ্গাদের

রোহিঙ্গা। প্রত্যাবাসনের নতুন এই খবরে উখিয়া-টেকনাফের ৩২টি ক্যাম্পে বসবাসকারী রোহিঙ্গাদের মাঝে স্বস্তি দেখা দেয়। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে ড. মুহাম্মদ ইউনূস সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং ভূমিকারও প্রশংসা করেছেন রোহিঙ্গা নেতারা। তারা বলেন, ড. ইউনূস বিভিন্ন দেশের সাথে যোগাযোগ করে এবং সফরের মাধ্যমে মিয়ানমারে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছেন। তাই অনুপ্রবেশের ৮ বছরের মধ্যে প্রত্যাবাসনের এই প্রক্রিয়াকে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন তারা। বলেন, মাঝে কোন ধরনের বিরতি না দিয়ে একসঙ্গে প্রত্যাবাসন করাই হবে উপযুক্ত কাজ। ঠিক কোন প্রক্রিয়ায় প্রত্যাবাসন করা হবে সেটিও স্পষ্ট করার দাবি করেন তারা। জান-মাল, ভিটে-বাড়ি ও নাগরিক অধিকারের নিশ্চয়তাসহ শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ প্রত্যাবাসনের পক্ষে রোহিঙ্গারা। আরাকান রোহিঙ্গা সোসাইটি ফর পিচ এন্ড হিউম্যান রাইটস্ এর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জুবাইর বলেন, আমাদের দেশ আরাকানে ফিরে যেতে পারলে আমরা খুব বেশি খুশি এবং এটার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছি। এতদিন পর ড. ইউনূসের মতো একজন নেতা আমাদের প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। মিয়ানমার থেকে আর কোনো রোহিঙ্গা যাতে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ না করে, সেভাবে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। এ বিষয়ে কক্সবাজারের ত্রাণ, শরণার্থী ও প্রত্যাবাসনবিষয়ক অতিরিক্ত কমিশনার শামস্ উজ্ দোহা বলেন, এটি রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়। হাই অফিসিয়ালে যেহেতু বিষয়টি নিয়ে আলাপ আলোচনা হচ্ছে, তাই আমার পক্ষে বিস্তারিত বলার কিছু নেই। কোনো নির্দেশনা এলে সেটি আমরা বাস্তবায়ন করব। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ২০১৮-২০ সালে ছয় ধাপে মিয়ানমারকে রোহিঙ্গাদের তালিকা দেয়। সেই তালিকা থেকে ১ লাখ ৮০ হাজার রোহিঙ্গা নিয়ে মিয়ানমারের নতুন দৃষ্টিভঙ্গিকে দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের পথে বড় অগ্রগতি বলছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। তাছাড়া, আরও সাড়ে ৫ লাখ রোহিঙ্গার যাচাই-বাছাইয়ের কাজ জরুরি ভিত্তিতে করবে জান্তা সরকার।

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠার

ও দায়রা জজ আদালত, মহানগর দায়রা জজ আদালত, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, শ্রম আদালতে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তারাসহ রংপুরের বিভিন্ন ট্রাইব্যুনালের বিচারকরা এবং কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের বিচারবিভাগীয় কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সেমিনারে রংপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, সরকারি কৌশুলি, পাবলিক প্রসিকিউটরসহ অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথি অংশগ্রহণ করেন।

সেমিনারে স্বাগত বক্তব্যে স্টিফান লেলার দেশের বিচার বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক স্বতন্ত্রীকরণে প্রধান বিচারপতির ঘোষিত বিচার বিভাগ সংস্কারের রোডম্যাপ একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ বলে মন্তব্য করেন এবং উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে বাংলাদেশের বিভাগের জন্য ঐতিহাসিক এ মুহূর্তে বিচার বিভাগের আধুনিকায়নে উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে পাশে থাকার আশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করেন। প্রধান বিচারপতি তার বক্তব্যে ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন নিশ্চিতকরণে বিচার বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন এবং তার ঘোষিত বিচার বিভাগ সংস্কারের রোডম্যাপ বাস্তবায়নের অগ্রগতির বিবরণ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বিচার বিভাগ সংস্কার সংক্রান্ত রোডম্যাপ এর পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিচার বিভাগ জুলাই ২০২৪ উত্তর নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, বিচারিক সংস্কার শুধু বিভিন্ন খাতভিত্তিক সংস্কারের স্থায়িত্বের মূল চাবিকাঠিই নয়, বরং এটি এখন নিজেই "সংস্কার" শব্দের প্রতীক হয়ে উঠেছে। বিচার বিভাগ হলো রাষ্ট্রের একমাত্র অঙ্গ, যা বহু দশক ধরে নিজের অভ্যন্তরীণ সংস্কারের জন্য সক্রিয়ভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। এ দাবির কেন্দ্রে রয়েছে নিজেদের সংস্কার কর্মসূচি নিজেরাই নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব। গত আট মাসে এই প্রচেষ্টা অভূতপূর্ব গতি অর্জন করেছে। এখন লক্ষ্য হলো সে উদ্দেশ্য পূরণ করা এবং তা যেন ভবিষ্যতেও টিকে থাকে তা নিশ্চিত করা। একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে, আমরা কখনও ক্ষমতার পূর্ণ পৃথকীকরণের লক্ষের এতটা কাছাকাছি আসিনি। যদি এ সুযোগ কোনোভাবে নষ্ট হয়, তবে তা বিচার বিভাগের মর্যাদা, অখণ্ডতা এবং প্রাসঙ্গিকতার জন্য চরম ক্ষতিকর হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক পুনর্বিবেচনায় যে

ক্ষেত্রে) কাগজেপত্রে ৭৪ শতাংশ। এ হারের ভিত্তিতে ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন ঘোষণায় অর্ধেক অর্থাৎ ৩৭ শতাংশ রপ্তানি শুল্ক নির্ধারণ করেছে। এখন আমদানির শুল্ক হার কমিয়ে আনা হলে রপ্তানির শুল্কহার অবশ্যই পুনর্বিবেচনা করবে যুক্তরাষ্ট্র। অর্থনীতিবিদ এম কে মুজেরী বলেন, 'ট্রাম্প প্রশাসন মনে করছে বাংলাদেশ কম শুল্ক দিচ্ছে; কিন্তু তাদের পণ্যের ওপর বেশি শুল্ক আরোপ করেছে। শুধু বাংলাদেশ নয়, সব দেশের প্রতি এমন মনোভাব থেকে শুল্ক আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এক্ষেত্রে চিন্তাভাবনা করে বাংলাদেশের উদ্যোগ নিতে হবে। কারণ, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বাজার হচ্ছে তৈরি পোশাক।' 'মনে রাখতে হবে, পোশাক খাতের প্রতিযোগী দেশগুলো ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও চীনেও নতুন শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। ফলে আমাদের মতো তাদেরও সমস্যা হবে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে মোটরগাড়ির ওপর উচ্চ শুল্ক আরোপ করে রেখেছি আমরা। এখানে যুক্তরাষ্ট্র থেকে খুব বেশি গাড়ি আমদানি করছি না। এক্ষেত্রে শুল্ক কমিয়ে দিলে কোনো সমস্যা হবে না'- বলেন বিআইডিএস এর সাবেক এই মহাপরিচালক। বিজিএমইএ-এর সাবেক সভাপতি ফারুক হাসান বলেন, 'তিনটি শর্ত দিয়ে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির ওপর ৩৭ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। যে তিনটি বিষয়কে সামনে নিয়ে আমরা দ্রুত আলোচনা করতে পারি। সেখানে বলা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য রপ্তানিতে শুল্ক আরোপ ও অশুল্ক বাধা এবং বৈদেশিক মুদ্রার অবমূল্যায়ন।' তিনি বলেন, 'আমি বলব, যুক্তরাষ্ট্র চার থেকে পাঁচটি পণ্য বাংলাদেশের বাজারে রপ্তানি করছে। পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে, গড়ে ৪ দশমিক ৮ শতাংশ শুল্ক আরোপ কাগজেপত্রে দেখানো হচ্ছে ৭৪ শতাংশ। আলোচনার মাধ্যমে সঠিক হিসাবটি তুলে ধরতে হবে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে। এতে শুল্ক আরোপের হার আরও কমে আসবে।' ফারুক হাসান আরও বলেন, 'এটি না হলে আগামীতে বিদেশি ক্রেতাদের অর্ডার কমবে। কারণ ওই দেশে পণ্যের মূল্য বেড়ে গেলে ক্রেতার চাহিদা হ্রাস পাবে। এছাড়া বাড়তি শুল্ক আরোপের কারণে তাদের ক্রেতারা আমাদের পণ্য মূল্য কমিয়ে দিতে চাপ সৃষ্টি করবে।' লেদারগুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার মেনুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (এলএফএমইএবি) প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর বলেন, 'দীর্ঘ সময় না নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এ ইস্যুতে আলোচনা শুরু করা দরকার। বিশেষ করে ইএসটিআর, ইউএস দূতাবাস ও ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনায় যেতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য বাংলাদেশে প্রবেশের ক্ষেত্রে ৭৪ শতাংশ শুল্ক দেওয়া হয়েছে এটি সঠিক হিসাব নয়।' যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি পণ্যে শুল্ক হ্রাসের তাগিদ দিয়ে এই ব্যবসায়ী নেতা আরও বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভারত সরকার গত জানুয়ারিতেই দেশভিত্তিক ট্যারিফ হ্রাস করেছে। একইভাবে ভিয়েতনাম ১৬টি পণ্যে আমদানি ডিউটি কমিয়েছে। কম্বোডিয়া নানা উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য আমদানির শুল্ক পর্যালোচনার কোনো উদ্যোগ নেয়নি। দেরি হলেও বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান শুল্ক হার পর্যালোচনা করতে হবে।' বিকেএমইর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেমের মতে, তৃতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক হিসাব বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবে বাংলাদেশের উচিত, মার্কিন পণ্যের ওপর প্রচলিত শুল্কের হার ৭৪ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩০ শতাংশে নামিয়ে আনা। এ উদ্যোগ নিলে তেমন সমস্যা হবে না। দ্বিতীয় হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় তুলা আমদারিকারক বাংলাদেশ। এখানে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করা দরকার তুলা ব্যবহার করে যেসব পণ্য যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে যাবে সেগুলোর শুল্কহার শিথিল করা যেন হয়। এলডিসি উত্তোরণের আগে এমন ঘটনা গলায় ফাঁস দেওয়ার মতো।

জুলাই আন্দোলনে নারীদের ওপর

ফেব্রুয়ারি প্রকাশ করা এই প্রতিবেদন বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের সহজবোধ্যভাবে বোঝার সুযোগ করে দিতে অনলাইন নিউজপোর্টাল সম্পাদকীয় বিভাগ ইংরেজি থেকে হুবহু বাংলায় অনুবাদ করেছে। বাংলায় অনূদিত সেই প্রতিবেদনটি ধারাবাহিকভাবে পাঠকদের কাছে সংবাদ আকারে তুলে ধরা হচ্ছে। আজ থাকছে সেই প্রতিবেদনের ষষ্ঠ পর্ব। গত জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে সমানতালে বিভিন্ন বয়সী নারীরাও অংশ নিয়েছিলেন। এর মধ্যে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষার্থী ছিলেন উল্লেখযোগ্য। এসব নারী শিক্ষার্থীর ওপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় হামলা করেছিল ছাত্রলীগের সশস্ত্র কর্মীরা। নারীদের ওপর এমন অনেক সহিংসতার বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করেছে ওএইচসিএইচআর। প্রতিবেদনের সারাংশে বলা হয়, বিক্ষোভের প্রথম দিকে অগ্রভাগে থাকার কারণে নারী ও মেয়েরা নিরাপত্তা বাহিনী এবং আওয়ামী লীগের সমর্থকদের হামলার শিকার হন। তারা বিশেষভাবে যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার শিকার হন, এর মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক শারীরিক সহিংসতা, ধর্ষণের হুমকিও ছিল। কিছু নথিভুক্ত ঘটনা অনুসারে, আওয়ামী লীগের সমর্থকরা যৌন নির্যাতনও চালিয়েছেন। ওএইচসিএইচআর প্রতিশোধমূলক সহিংসতা হিসেবে যৌনসহিংসতা এবং ধর্ষণের হুমকি সম্পর্কিত অভিযোগও পেয়েছে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা এবং বাংলাদেশে যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা সম্পর্কিত তথ্য কম জানানোর যে চর্চা তার পরিপ্রেক্ষিতে ওএইচসিএইচআর মনে করে যে, তাদের পক্ষে যৌন সহিংসতার সম্পূর্ণ তথ্য নথিভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। সংস্থাটি মনে করে, এ ধরনের ঘটনার পুরো বিস্তৃতি নির্ধারণ করতে এবং এর প্রভাব অনুসন্ধানে আগামীদিনে এর গভীর তদন্ত প্রয়োজন। একই সঙ্গে ভিকটিমদের যেন প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া যায়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা সময়কালে সংঘটিত এসব মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের একটি পরিকল্পিত ও বিস্তৃত দমননীতির প্রমাণ দেয়। এর মধ্যে বেআইনিভাবে শক্তি প্রয়োগ, চিকিৎসাসেবায় বাধা দেওয়া, বেআইনি গ্রেপ্তার, বিচারিক প্রক্রিয়া ব্যাহত করা এবং কিছু ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এসব কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না; বরং আন্দোলন দমন, জনগণকে ভয় দেখানো এবং রাজনৈতিক ও নাগরিক বিরোধীদের সংগঠিত হয়ে প্রচলিত শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর বিষয়টিকে ঠেকানোর সুপরিকল্পিত কৌশলের অংশ ছিল। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নারীদের ওপর সহিংসতা নিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, নারী বিক্ষোভকারীরা সরকারি নিরাপত্তাবাহিনী এবং আওয়ামী লীগ-সমর্থিত অস্ত্রধারী ব্যক্তিদের হামলা থেকে রেহাই পায়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইডেন কলেজের নারী শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার পাশাপাশি রাজধানীর যাত্রাবাড়ী, উত্তরা, ধানমন্ডি, মিরপুরসহ অন্যান্য এলাকায় এবং কুমিল্লা, সাভার, সিলেট ও রংপুরের মতো শহরেও নারী বিক্ষোভকারীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। উপরন্তু নারীদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার, নির্যাতন ও অন্যান্য অমানবিক আচরণের শিকার হতে হয়। সহিংসতা চালানোর সময় নারীদের সঙ্গে কী ধরণের আচরণ করা হতো সে বিষয়ে সংস্থাটি বলছে, নারী বিক্ষোভকারীদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার সময় হামলাকারীরা মুখ, বুক, তলপেট ও নিতম্বের মতো নির্দিষ্ট অঙ্গগুলোর ওপর আঘাত করে, যা শুধু শারীরিক যন্ত্রণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ছিল না, বরং লাঞ্ছিত ও হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছে। এসব হামলার সময় নারীদের উদ্দেশ করে (অপ্রকাশযোগ্য গালি) ইত্যাদি অবমাননাকর শব্দ ব্যবহার করা হয়। আওয়ামী লীগ/ছাত্রলীগের সদস্য ও পুলিশ কর্মকর্তারা নারীদের ধর্ষণ, জোরপূর্বক নগ্ন করা এবং অন্যান্য যৌন সহিংসতার হুমকি দেন। ওএইচসিএইচআর বিশ্বস্ত সূত্র থেকে আওয়ামী লীগের লোকদের চালানো যৌন সহিংসতার বেশ কয়েকটি ঘটনার তথ্য পাওয়ার কথা উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলেছে, আগস্টের শুরুতে ঢাকায় এক ঘটনায়, বাঁশের লাঠি হাতে একদল ব্যক্তি এক নারীকে আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করে তিনি বিক্ষোভকারী কি না। তার ব্যাগ ও মোবাইল ফোন তল্লাশি করে তারা বাংলাদেশি পতাকা খুঁজে পেলে তাকে শারীরিকভাবে আক্রমণ করা হয়। তারা তার চুল টেনে ছিঁড়ে, শার্ট ছিঁড়ে ফেলে, এবং বুকে ও নিতম্বে হাত দেয়, পাশাপাশি তার বুকে আঁচড় দেয় ও যৌন নিপীড়নমূলক মন্তব্য ছোড়ে। জুলাই মাসে ঢাকায় অন্য এক ঘটনায় দুই ছাত্রলীগ কর্মী এক নারী বিক্ষোভকারীকে, তার মা-সহ পরিবারের সব নারী সদস্যকে ধর্ষণের হুমকি দেয় এবং তাকে শারীরিকভাবে নিপীড়ন করে, যার মধ্যে ছিল বুকে ও যৌনাঙ্গে হাত দেওয়া এবং অশ্লীল মন্তব্য করা। ঘটনার পর ওই নারী ফোনে ধর্ষণের হুমকি পেতে থাকেন, যা তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা আরও জানিয়েছেন যে, ছাত্রলীগ সমর্থকরা কুমিল্লায় বেশ কয়েকজন নারীকে লাঞ্ছিত করে, যার মধ্যে দুজন ছাত্রীও আছে, যাদের তারা আটক করে শরীরে অযাচিত হাত দেয় এবং পরে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। তবে সামাজিক কারণে সহিংসতার শিকার নারীরা তা প্রকাশ করতে আগ্রহী হন না উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে যৌন ও লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতার শিকার নারীরা প্রায়শই অভিযোগ জানাতে অনাগ্রহী থাকেন। কার্যকর রাষ্ট্রীয় প্রতিকার ব্যবস্থা না থাকা, প্রতিশোধের ভয় (বিশেষ করে অপরাধীরা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হলে) এবং সামাজিক কলঙ্ক নিয়ে আশঙ্কার কারণে তারা অভিযোগ করতে চান না। ভুক্তভোগীরা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, মনোসামাজিক সহায়তা ও আইনি সেবা পান না। যারা অভিযোগ করতে ইচ্ছুক তাদেরও যথাযথ সুরক্ষা, সম্মান ও স্বনির্ভরতা দেওয়া হয় না। ওএইচসিএইচআরের মতে, নথিভুক্ত ঘটনাগুলোর চেয়ে বাস্তবে আরও অনেক বেশি সহিংসতা সংঘটিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। তাই যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ঘটনাগুলোকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে আরও গভীর ও লিঙ্গ-সংবেদনশীল তদন্ত পরিচালনার সুপারিশ করা হয়।

পাঠ্যবইয়ে নিম্নমানের কাগজ আর নয়

না। পাঠ্যপুস্তক বোর্ড থেকে এ নিয়ে মুখে মুখে কড়াকড়ি আরোপ করা হলেও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। বেশি লাভের আশায় কিছু ছাপাখানা কৌশলে নিম্নমানের কাগজে বই ছাপিয়ে তা শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। তাদের সঙ্গে যোগসাজশ করছেন কাগজের মিলমালিকরা। সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, নিম্নমানের কাগজে ছাপা বইয়ের স্থায়িত্ব কম। দুই মাস না যেতেই বইয়ের পাতা ছিঁড়ে যাচ্ছে। অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে ছাপা অক্ষরও। বাধাগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা। পাশাপাশি অনুজ্জ্বল কাগজের অস্পষ্টভাবে ছাপা বই ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যগত অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে। চিকিৎসকদের তথ্যমতে, নিম্নমানের কাগজে বই ছাপা হলে শিশুদের চোখে সমস্যা দেখা দিতে পারে। আবার বইয়ের পাতা উল্টাতে অনেকেই আঙুলে মুখের লালা (থুতু) ব্যবহার করে। ফলে শিশুদের পেটে চলে যায় নিম্নমানের কাগজে ব্যবহার করা বিষাক্ত কেমিক্যালস, যা ভয়াবহ স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। ২০১০ সাল থেকে সরকার বছরের শুরুতে সারাদেশের সব শিক্ষার্থীকে বিনা মূল্যে পাঠ্যবই দিয়ে আসছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রতি বছর এ কাজ বাস্তবায়ন করে। তবে শুরু থেকেই পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ঘিরে গড়ে ওঠা সিন্ডিকেটের খপ্পরে নিম্নমানের কাগজে বই ছাপা হচ্ছে। পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কর্মকর্তারা জানান, সরকারকে অনেকটা জিম্মি করে ছাপাখানা ও মিলমালিকরা এ সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছেন। ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর এনসিটিবি ঘিরে গড়ে ওঠা সিন্ডিকেট ভাঙার চেষ্টা চালাচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার। সেই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে বইয়ে ব্যবহার করা কাগজে এনসিটিবির লোগোর জলছাপ রাখার উদ্যোগ নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। ছাপাখানা মালিকরা আগ্রহী, মিলমালিকরা ঘোরবিরোধী পাঠ্যবই ছাপার কাজে শৃঙ্খলা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে ছাপাখানা মালিকদের জন্য ২৪টি শর্তারোপ করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে এনসিটিবি। এর মধ্যে অন্যতম বইয়ে কাগজে জলছাপ যুক্ত করা। ফলে এ নিয়ে গত ১০ মার্চ কাগজ উৎপাদনকারী ২৫টি মিলসের মালিক ও তাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কর্মকর্তারা। সেখানে নতুন এ উদ্যোগের কথা বিস্তারিতভাবে জানানো হয়। বৈঠক সূত্র জানায়, বিষয়টি নিয়ে তাৎক্ষণিক কঠোর প্রতিক্রিয়া জানান মিলমালিকরা। তাদের কেউ কেউ এনসিটিবি কর্মকর্তাদের সামনে বসেই আপত্তিকর মন্তব্যও করেন। একজন মিলমালিক তার প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বৈঠকে বলেন, 'বই তো পড়বে এক বছর। তাতে এত ভালোমানের কাগজ দিতে হবে কেন? এক বছর ব্যবহার করেই তো বই শেষ। এত ভালো কাগজের দরকার নেই।' বৈঠকে অংশ নেওয়া পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের দুজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে বলেন, বৈঠকে ২৫টি পেপার মিলসের মালিক ও প্রতিনিধি অংশ নেন। তার মধ্যে বৈঠকে তাৎক্ষণিক এ উদ্যোগের বিরোধিতা করে বক্তব্য দেন চারটি কারখানার প্রতিনিধিরা। সেগুলো হলো আগুরা পেপার মিলস, মেঘনা পেপার মিলস, সোনালী পেপার মিলস ও আল-নূরস পেপার মিলস। মিলমালিকদের আপত্তিকর বিভিন্ন বক্তব্যের প্রতিবাদ জানান এনসিটিবি কর্মকর্তারাও। এতে বৈঠকে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বৈঠকে এনসিটিবির পক্ষ থেকে মিলমালিকদের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানানো একজন কর্মকর্তা বলেন, 'কাগজ ভালো নাকি খারাপ দেওয়া হবে, সেটা সরকার সিদ্ধান্ত নেবে। তারা নিয়ম মেনে কাজ করলে করবেন, না করলেও সমস্যা নেই। অথচ তারা সরকারের সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করেছেন। এটা স্পষ্টই ধৃষ্টতা।' বিষয়টি নিয়ে বৈঠকে অংশ নেওয়া অন্তত ছয়টি পেপার মিলসের মালিক এবং কর্মকর্তাদের সঙ্গে পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয়। তারা বিষয়টি নিয়ে এখনই গণমাধ্যমে কথা বলতে চান না। এটি এখনো প্রাথমিক আলোচনার পর্যায়ে। এ নিয়ে তারা বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানান। নাম-পরিচয় প্রকাশ না করে একজন মিলমালিক বলেন, 'পলিটিক্যাল গভর্নমেন্ট (রাজনৈতিক সরকার) থাকলে এত ঝামেলা হতো না। এখন যারা আসছেন, তারা বাস্তবতা বুঝেন না। খালি নিয়ম ফরমান; সকালে এক নিয়ম, বিকেলে আরেক নিয়ম। ব্যবসায়ীরা তো দুটো পয়সা লাভের তাগিদে ব্যবসা করেন। কিন্তু এনসিটিবির সঙ্গে কাজ করা এখন চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়েছে।' এনসিটিবির জলছাপযুক্ত কাগজ দিতে দেশীয় মিলগুলোর সমস্যা কোথায় এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, 'সমস্যা বহু জায়গায়। এটা এখনই আমরা বলতে চাচ্ছি না। যদি এ নিয়ে সত্যিই এনসিটিবি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়, তখন আমরা অবস্থান জানাবো। এদিকে, মিলমালিকদের সঙ্গে বৈঠকের এক সপ্তাহ পর ছাপাখানা মালিকদের সঙ্গেও বিষয়টি নিয়ে বৈঠক করেন এনসিটিবি কর্মকর্তারা। সেখানে জলছাপ দেওয়া কাগজে পাঠ্যবই ছাপার উদ্যোগকে যুগান্তকারী বলছেন অনেক ছাপাখানা মালিক। অধিকাংশ ছাপাখানা কর্তৃপক্ষই এতে আগ্রহ দেখিয়েছেন। তাদের ভাষ্য, জলছাপের ভালো কাগজ নিতে তাদের আপত্তি নেই। তবে কাগজের সরবরাহ নিশ্চিত করাটাই জরুরি। চলতি শিক্ষাবর্ষে প্রায় তিন কোটি বই ছাপার কাজ করা একটি ছাপাখানার মালিক নাম প্রকাশ না করে বলেন, 'বিশ্বের অধিকাংশ দেশে সৃজনশীল বই ছাপা হয় অফ হোয়াইট কাগজে। আমাদের দেশেও সৃজনশীল বই অফ হোয়াইট কাগজে ছাপা হয়। এখন পাঠ্যবইও একই কাগজে ছাপার পক্ষে দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছেন মুদ্রণকারীরা। কিন্তু সিন্ডিকেটের বাধায় তা বাস্তবায়ন হয় না। জলছাপযুক্ত একই কাগজে বই ছাপা হলে তা ইতিবাচক হবে বলে মনে করি।' আগামী প্রকাশনীর কর্ণধার এবং বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির সাবেক সভাপতি ওসমান গণি। তিনি বলেন, 'জলছাপযুক্ত অফ হোয়াইট কাগজে পাঠ্যবই ছাপার উদ্যোগ যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এটি বাস্তবায়ন করতে পারলে শিক্ষার্থীরা যেমন উপকৃত হবে, তেমনি প্রেস মালিকরা সবাই একই কাগজে বই ছাপাবেন। এটা ভালো উদ্যোগ বলে মনে করছি।' ৩৪-৩৬ কোটি বই ছাপার টার্গেট, কাগজ প্রয়োজন লাখ টন গত বছর আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর নতুন শিক্ষাক্রম বাতিল ঘোষণা করে অন্তর্বর্তী সরকার। এরপর ২০১২ সালে প্রণীত (সৃজনশীল) শিক্ষাক্রমে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সেজন্য বেড়ে যায় বইয়ের সংখ্যাও। ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য ৪০ কোটি ১৬ লাখের কিছু বেশি বই ছাপা হয়েছে। তার আগের শিক্ষাবর্ষে অর্থাৎ ২০২৪ সালের জন্য বই ছাপা হয়েছিল ৩০ কোটি ৭০ লাখ। ফলে এবার প্রায় সাড়ে ৯ কোটি বই বেশি ছাপা হয়েছে। এতে বেড়েছে খরচও। চলতি বছরের বই ছাপতে ব্যয় ধরা হয়েছে এক হাজার ৭৫০ কোটি টাকা, যা আগের বছর (২০২৪) ছিল এক হাজার ৪০০ কোটি টাকা। এদিকে, চলতি শিক্ষাবর্ষে বই ছাপা পুরোদমে শুরুর পর তীব্র কাগজ সংকট দেখা দেয়। এতে মুদ্রণকারী বা ছাপাখানা মালিকরা চরম বিপাকে পড়েন। একপর্যায়ে সরকারের পক্ষ থেকে চীন থেকে কাগজ ও আর্টকাট আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেই কাগজ ও আর্টকাট এনে ছাপাখানা মালিকদের সরবরাহ করে সরকার। তবে আগামী বছরের বই ছাপাতে কাগজের এমন সংকট যাতে না হয়, সেজন্য আগেভাগে প্রস্তুতি নিচ্ছে এনসিটিবি। তাদের প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী২০২৬ শিক্ষাবর্ষে ৩৪ থেকে ৩৬ কোটি বই ছাপার প্রয়োজন হতে পারে। এসব বই ছাপাতে ৮০ হাজার থেকে এক লাখ মেট্রিক টন কাগজ প্রয়োজন হতে পারে। এর সিংহভাগ কাগজ দেশীয় প্রতিষ্ঠান থেকে জলছাপযুক্ত করে নিতে প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এনসিটিবি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসানের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মেয়াদকাল শেষ হয়েছে গত ২৫ মার্চ। এর আগের দিন তিনি বলেন, 'এনসিটিবি ঘিরে কালো একটি চক্র গড়ে উঠেছে। এখানে ভালো কাজ করতে গেলেও আপনাকে এ চক্রের ছোবল খেতেই হবে। ভালো মানের বই, ভালো কাগজ ও ছাপার বই দেওয়ার উদ্যোগ বাস্তবায়ন করাটা দুরূহ হয়ে পড়ে।' তিনি বলেন, '৫ আগস্টের পর আমরা যারা দায়িত্ব পালন করেছি, করছি; তারা শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে ভালো মানের কাগজ ও উজ্জ্বল কাগজে বই ছাপার ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছি। আগামী বছরের জন্য আগেভাগে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সেগুলো নিয়ে ছাপাখানার মালিক, মিলমালিকদের সঙ্গে আমরা বসেছিলাম। মতপার্থক্য কিছু রয়েছে। তবে এটা বাস্তবায়ন হওয়াটা জরুরি। আমার মেয়াদকাল শেষ, যদি আমি না থাকি; তাহলেও আশা করি যিনি আসবেন; যারা থাকবেন, তারা যেন এ পদক্ষেপগুলো এগিয়ে নেন। তাহলে শিক্ষার্থীরা নিঃসন্দেহে ভালো বই পাবে। একটা ঐতিহাসিক কাজ হবে।' বিষয়টি নিয়ে জানতে শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক চৌধুরী রফিকুল (সি আর) আবরারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব সিদ্দিক জোবায়ের বলেন, 'বিষয়টি আমি অবগত। এবার বই ছাপাটা দারুণ চ্যালেঞ্জিং ছিল। তারপরও অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে এবার ভালো বই পেয়েছে শিক্ষার্থীরা। আগামী বছর থেকে আরও ভালো বই দেওয়ার সব ইতিবাচক সিদ্ধান্ত সরকার বাস্তবায়ন করবে। কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ালে তাদের রেখেই আমরা কাজ এগিয়ে নেবো।'

রোহিঙ্গাদের আগামী বছরের মধ্যে

হলো, রোহিঙ্গারা কোনো ঋউগঘ নয়। তারা শতাব্দীপ্রাচীন ইতিহাস, শিল্প ও সংস্কৃতির ধারক একটি জাতি। ঋউগঘ শব্দটি ব্যবহার করে তাদের প্রকৃত পরিচয়, সম্মান ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রেস সচিব বলেন, চীনের কুনমিং শহরে এবং ব্যাংককে অনুষ্ঠিত বিমসটেক (ইওগ-ঝঞঊঈ) শীর্ষ সম্মেলনে অন্তর্বর্তী সরকার যখন মিয়ানমারের সামরিক জান্তার সঙ্গে আলোচনা করে, তখন তারা দীর্ঘদিন ধরে নিপীড়নের শিকার জনগোষ্ঠীকে তাদের প্রকৃত পরিচয়ে পরিচিত করে 'রোহিঙ্গা' হিসেবে।

তিনি বলেন, জান্তার কর্মকর্তারাও শেষমেশ এই পরিচয় স্বীকার করতে বাধ্য হন। আমাদের সঙ্গে বৈঠকে তারাও 'রোহিঙ্গা' শব্দটি ব্যবহার করতে শুরু করেন। (আমি নিজে ওই দুটি বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম) সবশেষে শফিকুল আলম বলেন, নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না আগামী বছরের মধ্যে রোহিঙ্গাদের তাদের মাতৃভূমিতে ফেরত পাঠাতে পারব কি না। তবে আমাদের চাপ সৃষ্টি করে যেতে হবে যাতে তারা স্বেচ্ছায়, পূর্ণ মর্যাদা ও নিরাপত্তার সঙ্গে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেয়।

৯ দিনের ছুটি শেষে সরকারি অফিস

(২৯, ৩০, ৩১ মার্চ এবং ১ ও ২ এপ্রিল) ছিল ২ এপ্রিল পর্যন্ত। এরপর মাঝখানে ৩ এপ্রিল অফিস খোলা ছিল, সেদিনও নির্বাহী আদেশে ছুটি ঘোষণা করে সরকার। এরপর আবার ৪ ও ৫ এপ্রিল দুদিনের সাপ্তাহিক ছুটি। রোজা ও ঈদের ছুটি শেষে আগের নিয়মে ফিরবে সরকারি অফিস, আদালত ও ব্যাংক। রমজান মাসে সরকারি প্রতিষ্ঠানে অফিসের সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল সকাল ৯টা থেকে বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত। রোববার থেকে আগের মতোই অফিস চলবে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। উচ্চ আদালত ও নিম্ন আদালত এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোও রোববার থেকে রোজার আগের সময় ধরে চলবে।

চা শিল্পে সংকট নিরসনে ব্যবস্থা নেবে সিলেট বিএনপি

স্টাফ রিপোর্টার : দলের শৃঙ্খলা ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে দলীয় অঙ্গীকারের বিষয়ে জোর দিয়েছেন সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী। চা শিল্পের সংকট নিরসনে বিএনপি ব্যবস্থা নেবে বলেও তিনি জানিয়েছেন। গতকাল শনিবার দুপুর ১২টায় নগরের একটি রেস্টুরেন্টে সাংবাদিকদের সঙ্গে ঈদ শুভেচ্ছা ও মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় সিলেট জেলা ও মহানগর বিএনপির নেতারা দলীয় বিভিন্ন কার্যক্রম, রাজনৈতিক অবস্থান ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন। সভায় জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মহানগর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রেজাউল হাসান কয়েস লোদী, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এমরান আহমদ চৌধুরী ও মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ হোসেন চৌধুরী। সভায় বক্তারা বলেন, পবিত্র রমজান মাসে জেলার প্রতিটি উপজেলা-পৌরসভায় ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডে এবং নগরের থানার ওয়ার্ড-পাড়াগুলোয় বিএনপির উদ্যোগে দোয়া ও ইফতার মাহফিল শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই আয়োজনের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের সঙ্গে দলীয় নেতাকর্মীদের যোগাযোগ আরও গভীর হয়েছে। গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও একটি নতুন আগামীর স্বপ্নে জনগণের যে প্রত্যাশা রয়েছে, তা তারা সরাসরি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। বক্তব্যে বিএনপি নেতারা চা-শ্রমিকদের দুর্দশার কথাও তুলে ধরেন। তারা বলেন, দেশের অন্যতম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত চা শিল্প বর্তমানে চরম সংকটে। চা-শ্রমিকরা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। এ অবস্থায় মালিকপক্ষ, সরকার ও শ্রমিক সংগঠনকে একযোগে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। রমজান মাসে চা-শ্রমিকদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণের উদ্যোগও তুলে ধরেন তারা। সভায় আরও জানানো হয়, ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে নিহত ও আহত পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছে সিলেট বিএনপি। ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রসঙ্গে নেতারা বলেন, ঈদ উপলক্ষে সিলেট মহানগর ও জেলার প্রতিটি এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় ছিল। এজন্য পুলিশ, র‍্যাব, ট্রাফিক বিভাগ, হাইওয়ে ও রেলওয়ে পুলিশসহ সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানানো হয়। দলীয় শৃঙ্খলা প্রসঙ্গে নেতারা বলেন, বিএনপি একটি আদর্শভিত্তিক দল। দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষায় কোনো ধরনের ছাড় দেওয়া হবে না। কেউ যদি বিএনপির নাম ব্যবহার করে অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়ায়, তার বিরুদ্ধে কঠোর সাংগঠনিক ও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। সাংবাদিকদের উদ্দেশে নেতারা বলেন, সাংবাদিকরা জাতির বিবেক। কারও ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডকে পুরো দলের ওপর চাপিয়ে না দিয়ে ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে সংবাদ পরিবেশন করার অনুরোধ জানান তারা। বিএনপি সবসময় গঠনমূলক সমালোচনাকে স্বাগত জানায় বলেও উল্লেখ করেন নেতারা। সভা শেষে দলের পক্ষ থেকে দেশবাসীকে ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তারা বলেন, বিএনপি ভবিষ্যতেও জনগণের পাশে থাকবে এবং গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় ভূমিকা পালন করবে। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সহসভাপতি অ্যাডভোকেট আশিক উদ্দিন আশুক পিপি, শাহজামাল নুরুল হুদা, মহানগর বিএনপির সহ সভাপতি জিয়াউল গনি আরেফিন জিল্লুর, জেলা বিএনপির সহ সভাপতি নাজিম উদ্দিন লস্কর ও সামিয়া বেগম চৌধুরী, মহানগর বিএনপির সহ সভাপতি ডা. আশরাফ আলী ও রহিম মল্লিক, মহানগর বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক নজিবুর রহমান নজিব, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক এড. হাসান আহমদ পাটোয়ারী রিপন, তাজরুল ইসলাম তাজুল, মামুনুর রশিদ মামুন, আনোয়ার হোসেন মানিক ও কোহিনুর আহমদ, মহানগর বিএনপির যুগ্ম মাহবুবুল হক চৌধুরী, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আবুল কাশেম, আব্দুল ওয়াহিদ সুহেল, জসিম উদ্দিন।

বরিশালে বিভিন্ন নদীতে অভিযান, বিপুল পরিমাণে অবৈধ জাল জব্দ

স্টাফ রিপোর্টার : বরিশালে বিভিন্ন নদীতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণে অবৈধ জাল জব্দ করা হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেন হিজলা উপজেলার সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার মোহাম্মদ আলম। এর আগে বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার মেঘনা নদীর শাখা নদীর লালখারাবাদ থেকে একটি চর ঘেরা জাল কয়েকশত খুঁটি সহ জব্দ করা হয়। অপরদিকে মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার কালাবদর ও মেঘনার শাখা নদীর মিলন স্থল (মোহনা) থেকে ১২ লাখ টাকা মূল্যের জাটকা ধরার পাই জাল জব্দ করা হয়। পরে এ জাল ও খুঁটি পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়। এ অভিযানে মৎস্য অধিদপ্তর হিজলা ও মেহেন্দীগঞ্জের কর্মকর্তা এবং কোস্টগার্ড হিজলার কন্টিনজেন্ট কমান্ডার মো. আবুল কালাম আজাদ উপস্থিত ছিলেন।

আ. লীগ ও তার দেশি-বিদেশি দোসরদের ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে: সুফিয়ান

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাবেক আহবায়ক আবু সুফিয়ান বলেছেন, ১৬ বছর ধরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, মানুষের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা, ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা লড়াই করে যাচ্ছি। স্বৈরশাসক শেখ হাসিনা সরকারের গুম-খুন, নির্যাতন-নিপীড়ন, হামলা-মামলা কোনো কিছুই বিএনপির নেতাকর্মীদের দমাতে পারেনি। গণতন্ত্রের আন্দোলন এখনো শেষ হয়নি। যতদিন পর্যন্ত দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা হবেনা আমাদের লড়াই চলবে। আওয়ামী লীগ ও তার দেশী-বিদেশী দোসরদের ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে। এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে আমাদের সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে। গতকাল শনিবার বিকেলে ৬ নম্বর পূর্ব ষোলশহর ওয়ার্ড বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন এর উদ্যোগে আয়োজিত "ঈদ পুনর্মিলনী" অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

রাজধানীতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২

ধাক্কা দেয়। এ সময় তারা গুরুতর আহত হয়। পরে তাদের ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। তোফাজ্জলের ভাই নাঈম বলেন, আমার ভাই ক্যান্টনমেন্টের মানিকদি ইএলএফ চাইল্ড স্কুলের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী। আমাদের বাড়ি কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা থানায়। বর্তমানে ক্যান্টনমেন্টের মানিকদি এলাকায় পরিবার নিয়ে ভাড়া থাকি। পল্লবী থানা পুলিশের এসআই মোহাম্মদ আতিকুর রহমান জানান, নিহত দুই যুবকের পরিবারে কোনো অভিযোগ না থাকায় বিনা ময়নাতদন্তে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এ ঘটনায় প্রাইভেটকারচালককে আইনের আওতায় আনা হয়েছে এবং প্রাইভেটকার জব্দ করা হয়েছে।

শক্তিশালী পাসপোর্ট সূচকে এক ধাপ

তিনটি দেশ যথাক্রমে ইরাক, ইরিত্রিয়া এবং ইয়েমেন। এর আগে ২০২৩ সালের মার্চে নোমাডের পাসপোর্ট সূচকে সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্টের তকমা পেয়েছিল সংযুক্ত আরব আমিরাত। হালনাগাদ তালিকায় ১০৬ দশমিক ৫ স্কোর নিয়ে দশম স্থানে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের উপসাগরীয় অঞ্চলের এ দেশটি। দশম অবস্থানে থাকলেও আমিরাতের নাগরিকরা তালিকায় শীর্ষে থাকা আয়ারল্যান্ডের নাগরিকদের তুলনায় অতিরিক্ত ৩টি দেশে ভ্রমণ করতে পারবেন।

মিরপুরে গুলিতে যুবক আহত

নিয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে দ্রুত তাকে স্থানীয় ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পুলিশ ক্যাম্পের এসআই মো. মাসুদ আলম বলেন, পল্লবী থেকে এক যুবক গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে এসেছে। তার ডান পায়ের হাটুর নিচে গুলিবিদ্ধ হয়েছে। এবং মাথাসহ শরীরে কয়েক জায়গায় ধারালো অস্ত্রের রয়েছে। পল্লবী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আবুল কাইয়ুম বলেন, একটি মারামারির ঘটনা ঘটেছে। তবে এখনো বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। বিস্তারিত ঘটনা জানতে ঘটনাস্থলে ও হাসপাতালে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

দেশের আগে উপদেষ্টা পরিষদের

জায়গা দেওয়া হবে না। আওয়ামী লীগ ও হাসিনার ব্যাপারে আমাদের জিরো টলারেন্স নীতি। গণঅধিকার পরিষদ ঝিনাইদহ জেলা শাখা কর্তৃক আয়োজিত মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন- জেলা সভাপতি শাখাওয়াত হোসেন, সাধারণ সম্পাদক ইকবাল জাহিদ রাজন, কেন্দ্রীয় নেতা মাহমুদুল হাসান মিল্টন, পেশাজীবী অধিকার পরিষদের আহ্বায়ক রাসেল আহমেদ, ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি আব্দুল্লাহ আল মামুন, সাধারণ সম্পাদক রিহান হোসেন রায়হান, গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র অধিকার পরিষদের সদস্য সচিব সাইদুর রহমান, জেলা যুব অধিকার পরিষদের সভাপতি রকিবুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মিশন আলী প্রমুখ।

মূল্যস্ফীতির লাগাম টেনে বিনিয়োগ

হয়েছে। অবশ্য লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হলেও আগের বছরের তুলনায় রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে। চলতি অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে রাজস্ব আদায় হয়েছে দুই লাখ ২১ হাজার ৮১৭ টাকা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে রাজস্ব আদায় হয় দুই লাখ ১৭ হাজার ৯৭১ কোটি টাকা। অর্থাৎ, আগের অর্থবছরের তুলনায় প্রায় চার হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায় বেড়েছে। রাজস্ব আদায় বাড়ার পাশাপাশি প্রবৃদ্ধি হয়েছে রপ্তানি আয়ে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারি মাসে দেশে পণ্য রপ্তানি থেকে আয় এসেছে ৩৯৭ কোটি ৩১ লাখ মার্কিন ডলার, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২ দশমিক ৭৭ শতাংশ বেশি। চলতি (২০২৪-২৫) অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আট মাসে পণ্য রপ্তানি আগের অর্থবছরের একই সময়ে তুলনায় ১০ দশমিক ৫৩ শতাংশ বেশি হয়েছে। এ সময়ে তিন হাজার ২৯৪ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। আগের অর্থবছরের একই সময়ে পণ্য রপ্তানি আয় ছিল দুই হাজার ৯৮১ কোটি ডলার। ঈদ সামনে রেখে রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় আসার পরিমাণ বেশ বেড়েছে। চলতি মাসের প্রথম ২৬ দিনেই রেমিট্যান্স এসেছে প্রায় তিন বিলিয়ন (২৯৫ কোটি ডলার) ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় (প্রতি ডলার ১২২ টাকা হিসাবে) যার পরিমাণ প্রায় ৩৬ হাজার কোটি টাকা। দেশের ইতিহাসে এর আগে কখনই এত পরিমাণ রেমিট্যান্স আসেনি। এর আগে গত বছরের ডিসেম্বরে সর্বোচ্চ ২৬৪ কোটি ডলার রেমিট্যান্স এসেছিল। এলসি খোলা ও নিষ্পত্তিও বেড়েছে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে আমদানি এলসি খোলা হয়েছে ৬ দশমিক ২৬ বিলিয়ন ডলারের, যা গত বছরের একই সময়ের (ফেব্রুয়ারি-২০২৪) তুলনায় প্রায় ২০ শতাংশ (১৯.৯২ শতাংশ) বেশি। গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে ৫ দশমিক ২২ বিলিয়ন ডলারের আমদানি এলসি খোলা হয়েছিল। চলতি বছরের প্রথম দুই মাসেই আমদানি এলসি খোলার পরিমাণ ৬ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। অর্থনীতির এমন পরিস্থিতিতে আগামী অর্থবছরের বাজেটে মূল গুরুত্ব কোথায় দেওয়া উচিত জানতে চাইলে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, 'দেশে এখন বেশ কিছু সামষ্টিক অর্থনীতি চ্যালেঞ্জ আছে। সেই চ্যালেঞ্জগুলো কীভাবে অ্যাড্রেস করা যায় সেগুলোর বিষয়ে বাজেটে গুরুত্ব দিতে হবে। এর মধ্যে প্রথম চ্যালেঞ্জ হলো মূল্যস্ফীতি। এখনো মূল্যস্ফীতি ১০ শতাংশের ধারে কাছে। এই মূল্যস্ফীতির লাগাম কীভাবে টেনে ধরা যায়, সে ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে। মূল্যস্ফীতি ৯ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনতে হবে।' 'আরেকটা চ্যালেঞ্জ হলো বিনিয়োগ। দেশে তো বিনিয়োগ হচ্ছে না। বিনিয়োগ ছাড়া গ্রোথ হয় না। গ্রোথ ছাড়া কর্মসংস্থান হয় না। কর্মসংস্থান না হলে নানা রকম সমস্যা দেখা দেয়। বেসরকারি খাতে ব্যাংকের ঋণের প্রবৃদ্ধি কমে যাচ্ছে। খেলাপি ঋণের মাত্রা বেড়ে গেছে। এগুলো তো বিনিয়োগবান্ধব পরিস্থিতি নয়। বিনিয়োগ বাড়ানোর বিষয়ে বাজেটে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।' বলেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এ অর্থ উপদেষ্টা। আজিজুল ইসলাম বলেন, 'বিনিয়োগ না হওয়ার জন্য অবকাঠামোগত সমস্যা আছে। বিজনেস ইন্ডিকেটরগুলো আমাদের খারাপ। গভর্ন্যান্সের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা আছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সমস্যা আছে। ব্যবসায়ীরা গ্যাস ঠিকমতো পাচ্ছেন না।' আগামী বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বিশেষ নজর দেওয়া উচিত জানিয়ে তিনি বলেন, 'একটা হলো বরাদ্দ দেওয়া উচিত, আর একটা হলো এটা ঠিকমতো বিতরণ হয় কি না সেটাও দেখতে হবে। যারা পাওয়ার কথা তারা ঠিকমতো পায় না, আবার যাদের পাওয়ার কথা না তারা পায়। এ বিষয়গুলো দেখতে হবে। যারা প্রকৃতপক্ষে পাওয়ার যোগ্য তাদের পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।'

আগামী বাজেটে কোন কোন বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া উচিত জানতে চাইলে অর্থনীতিবিদ এম এম আকাশ বলেন, 'দুটি সমস্যায় সমগ্র জাতি কষ্ট ভোগ করছে। একটা হলো- মূল্যস্ফীতি, আরেকটা প্রবৃদ্ধি হচ্ছে না, বিনিয়োগ হচ্ছে না এবং কর্মসংস্থান বাড়ছে না। মূল্যস্ফীতি অনেক ওপরে উঠে এখন একটু কমতে শুরু করেছে। কিন্তু এখনো যে পর্যায়ে আছে সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষের পক্ষে কিনে খাওয়া কঠিন। আর রোজার পর কী দাঁড়ায়, সেটাও অনিশ্চিত। যেহেতু সবজির মৌসুম ছিল, সে কারণে দাম কম ছিল। কিন্তু চালের দাম কমেনি। তার মানে মূল্যস্ফীতির সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে, এ রকম ভাবা ঠিক নয়। এটাকে মোকাবিলা করতে হবে।' তিনি বলেন, 'মূল্যস্ফীতি মোকাবিলা করার জন্য যেসব পণ্যের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে গ্যাপ আছে, মানে সরবরাহের তুলনায় চাহিদা অনেক বেশি, সেসব পণ্য আমদানি করে হোক বা অন্য কোনোভাবে সংগ্রহ করতে হবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যগুলো প্রয়োজনীয় মাত্রায় বাজারে যা সরবরাহ হবে তার এক তৃতীয়াংশ সরকারের গুদামে মজুত রাখতে হবে। যাতে দাম বাড়লে সরকার সেটা বাজারে ছেড়ে দাম কমাতে পারে। আর দাম কমে গেলে সরকার উৎপাদকের কাছ থেকে কিনে নেবে।' ১৯৯০ সালে মাহবুব হোসেনের নেতৃত্বে যে টাস্কফোর্স হয়েছিল, এই সুপারিশটা তারাই করেছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো সরকার এটা গ্রহণ করেনি। এই সরকার বলছে বাজেটে তারা একটা 'পদচিহ্ন' রেখে যেতে চায়। যদি রাখতে চায় এই কর্মসূচিটা চালু করে দিয়ে রাখতে পারে। বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের সাবেক এ অধ্যাপক। তিনি আরও বলেন, 'ওয়ান/ইলেভেনের সময় আজিজুল ইসলাম সাহেব (এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম) একটা প্রোগ্রাম করেছিলেন ১০০ দিনের গ্যারান্টি কর্মসংস্থান। তখন এটা করা হয়েছিল গ্রামে। বর্তমান সরকার এটা গ্রাম ও শহরে করতে পারে। হালকা মৌসুমে সরকার ১০০ দিনের কাজের ব্যবস্থা করবে, এতে অবকাঠামের কাজ হলো এবং তার অন্য জায়গায় চাকরি না হলেও অন্তত তিন মাসের জন্য এখানে কাজের সুযোগ পেলো। নগর ও গ্রামের মানুষের জন্য এটা করা যেতে পারে। এটা করা গেলে, এটাও একটা পদচিহ্ন হতে পারে।' আরেকটা করা যেতে পারে মোবাইলের মাধ্যমে গরিব মানুষকে নগদ অর্থ দেওয়া। করোনার সময় যেমন দেড় কোটি মানুষকে দেওয়া হয়েছিল। এগুলো বাজেটে থাকা উচিত- বলেন এম এম আকাশ। রাজস্ব আহরণ আরেকটা চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমার সুপারিশ যাদের দুটির বেশি বাড়ি আছে, যাদের দুটির বেশি গাড়ি আছে এবং যাদের ব্যাংকে ক্যাশ ডিপোজিট এক কোটি টাকার বেশি তাদের সহজে চিহ্নিত করা যায় এবং চিহ্নিত করলে তাদের ওপর ডাইরেক্ট (প্রত্যক্ষ) একটা সাপ্লিমেন্টারি ট্যাক্স (সম্পূরক শুল্ক) বসানো যায়। এমনিতেই তাদের ওপর ট্যাক্স আছে। কিন্তু অনেকেই ট্যাক্স দিচ্ছে না। সুতরাং যারা ট্যাক্স দিচ্ছে না, তাদের কাছ থেকে আদায় করতে হবে। এভাবে সম্পদ ট্যাক্স আদায় করতে পারলে প্রত্যক্ষ করের আওতা বাড়বে এবং পরোক্ষ করের আওতা কমবে।

শরীয়তপুরে দু'পক্ষের সংঘর্ষে

পড়েছে। যেখানে দেখা যায় একটি খোলা মাঠে উভয় পক্ষের লোক মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছেন। অনেককে হাতে বালতি নিয়ে হেলমেট পরিহিত অবস্থায় দেখা গেছে। উভয় পক্ষই বালতি থেকে ককটেল নিক্ষেপ করছে। সেগুলো বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়ে ধোঁয়ার সৃষ্টি করছে।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ১৫

কারণে বাসায় ফিরে যাচ্ছেন। সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছেন জরুরি কাজে বের হওয়া নারী ও বৃদ্ধরা। এদিকে বিভিন্ন যানবাহনে বেশি ভাড়া আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। মনির হোসেন নামের এক চাকরিজীবী বলেন, মালিবাগ যাওয়ার জন্য ৩০ মিনিট আগে কাঁচপুর মোড় থেকে বাসে উঠেছি। কিন্তু রাস্তায় এত যানজট যে, বাস এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। শ্যামলী আক্তার নামের আরেক যাত্রী জানান, দীর্ঘক্ষণ বাসে বসে আছি। কতক্ষণ রাস্তার এই অবস্থা থাকবে জানি না। কাঁচপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী ওয়াহিদ মোর্শেদ জানান, ঈদের ছুটি থাকায় ঘরমুখো মানুষের চাপ রয়েছে। এছাড়া লাঙ্গলবন্দের পুণ্যস্নানে প্রচুর পুণ্যার্থী আসায় গাড়ির চাপ বাড়ছে তাই যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের একাধিক টিম মহাসড়কে কাজ করছে।

কোরবানির ঈদের সম্ভাব্য তারিখ

চাঁদ দেখা যায়। সে হিসেবে যদি ৬ জুন মধ্যপ্রাচ্যে ঈদ হয়, তাহলে বাংলাদেশে পরদিন অর্থাৎ আগামী ৭ জুন (শনিবার) পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপিত হবে। ঈদুল আজহাকে কোরবানির ঈদও বলা হয়। মুসলমানরা এদিন আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে পশু জবাইয়ের মাধ্যমে কোরবানির ঈদ পালন করে থাকেন। ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান কোরবানি, যা প্রতিটি সামর্থবান নর-নারীর ওপর ওয়াজিব।

ভারতে ওয়াকফ সংশোধনী বিল পাসে

ও আশ্রয়কেন্দ্রের মতো ধর্মীয় সম্পত্তিগুলোতে সরকারি হস্তক্ষেপ ও দখলের পথ তৈরি করা হয়েছে। বিবৃতিতে তিনি আরও বলেন, সংশোধনী বিলে ওয়াকফ বোর্ড ও কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিলে অমুসলিম ২ জন সদস্য রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ফলে ওয়াকফ বোর্ডের ক্ষমতা অনেকটাই খর্ব হয়ে যাবে, যা মুসলমানদের জন্য চরম উদ্বেগের বিষয়। এর মাধ্যমে মুসলমানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে নগ্ন হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা বাড়বে। আমরা মনে করি, রাজনৈতিক হীন উদ্দেশ্যেই এই বিল পাস করা হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমানে ভারতে ২৫ কোটির বেশি মুসলমানের বসবাস। ভারতে হাজার বছরের পুরোনো মসজিদ, মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নানা কূটকৌশলে ধ্বংস করা হচ্ছে। মুসলমানদের অন্যতম শরীয়তের বিধান 'তিন তালাক' নিষিদ্ধ করা হয়েছে। লাভ জিহাদের নামে ধর্মান্তর প্রক্রিয়াকে সীমিত করা হয়েছে। গরুর গোশত রাখার অজুহাতে মুসলমানদের প্রায়ই পিটিয়ে হত্যা করা হচ্ছে। মুসলমানদের 'জয় শ্রীরাম' বলতে বাধ্য করা হচ্ছে। ভারতের বিজেপি সরকারের এসব কর্মকাণ্ডই প্রমাণ করা তারা চরম মুসলিম বিদ্বেষী। আমরা ভারতের বিজেপি সরকারের এসব মুসলিম বিদ্বেষী অপতৎপরতা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়ে আশা প্রকাশ করছি যে, তারা ভারতের মুসলমানদের জীবন, সহায়-সম্পত্তিসহ সব ধর্মানুষ্ঠান কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং তাদের নিরাপত্তা বিধানে সব ধরনের ব্যবস্থা নেবে।

চলতি মাসেই কর্মসূচি নিয়ে

পর্যন্ত ৬ মাস। এখনও কোনো রোডম্যাপ প্রকাশিত হয়নি। আমরা স্পষ্ট রোডম্যাপ ও একটি সুস্পষ্ট নির্বাচনের দাবি জানিয়ে আসছি। জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, সংস্কার ও বিচার ছাড়া নির্বাচন হলে সেটি মেনে নেওয়া হবে না। এ পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক মহলে নতুন একটি দাবির কথা উঠে এসেছে, যেখানে ইউনূস সরকারকে অন্তত ২০২৯ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ এনসিপির মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম (উত্তরাঞ্চল) এ দাবি করেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, সরকারের ঘনিষ্ঠ কিছু বুদ্ধিজীবীর পরামর্শে এ দাবি উঠে আসতে পারে, যা বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে জাতীয় সরকারে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা হতে পারে। এ পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা মনে করছেন, সরকারের মেয়াদ বাড়ানো দেশের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে।

কর্মকর্তা-কর্মচারী দিয়ে চলছে

তফসিল ঘোষণা করবেন। পরে এই কমিটি ৩ জুলাই ২০২৪ তারিখে তফসিল ঘোষণা করে। কিন্তু জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান পরবর্তীসময়ে এই নির্বাচন কমিশন পদত্যাগ করে সরে যায়। নির্বাচন আর হয়নি। সেই মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটির হাতেই রয়ে যায় ক্ষমতা। কিন্তু তারাও তো নেই। তাহলে কীভাবে চলছে বিএমএ? ২৭ মার্চ সরেজমিনে দেখা যায়, নেতাদের রুম বন্ধ। অফিস বেশ সুনসান। অফিসের নোটিশ বোর্ডে ১ মার্চ ২০২৫ তারিখের একটি নোটিশ। ভেতরে কয়েকজন কর্মকর্তা আছেন। তারা চালিয়ে নিচ্ছেন চিকিৎসা পেশাজীবীদের জাতীয় এ সংগঠন। অফিসে কথা হয় সহকারী ম্যানেজার মো. ইয়াসিন আলীর সঙ্গে। তিনি বলেন, 'সভাপতি জেলে আছেন। সাধারণ সম্পাদক পলাতক। সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. পারভেজ ও দপ্তর সম্পাদক ডা. শহীদ মাঝে-মধ্যে আসেন।' এত বড় প্রতিষ্ঠান চলে কীভাবে? জবাবে তিনি বলেন, 'আমরা কর্মকর্তা-কর্মচারীরাই চালাই। এখানে মূল কাজ তো কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন। আমাদের দোকান ভাড়া, অডিটোরিয়াম ও রেস্ট হাউজের ভাড়া থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন দেওয়া হয়।' সাধারণ সম্পাদক পলাতক হলে নোটিশ বোর্ডে তার স্বাক্ষরিত নোটিশ কীভাবে? জবাবে মো. ইয়াসিন আলী বলেন, 'এটি স্ক্যান করা। স্যারদের অনুমতি নিয়ে দেওয়া হয়েছে। জরুরি প্রয়োজনে হোয়াটসঅ্যাপ বা বিভিন্ন মাধ্যমে স্যারদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়।' এ নিয়ে বিএমএ নির্বাচন পরিচালনা কমিটির পদত্যাগী সভাপতি অধ্যাপক ডা. শাহ মনির হোসেন বলেন, 'আমি বিএমএ নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সভাপতি ছিলাম। গত আগস্টেই রিজাইন দিয়েছি। শুধু আমি না, পুরো কমিটিই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আপাতত কমিটি নেই।'

তাহলে এখন বিএমএর নেতৃত্বে কে? 'কেউই নেই। নির্বাচন হলে নতুন কমিটি হতো, তাদের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর হতো। কিন্তু যেহেতু নির্বাচন হয়নি সেহেতু নির্বাচিত কমিটি দায়িত্বে আছে।' কমিটির কেউ তো উপস্থিত নেই, তাহলে কীভাবে চলে? জবাবে অধ্যাপক ডা. শাহ মনির হোসেন বলেন, 'উপস্থিত নেই ঠিক, কোথায় আছে আমিও জানি না। তবে অফিসিয়ালি তারা এখনো সভাপতি-সম্পাদক।' তারা তো তাদের মেয়াদ শেষ করেছেন আরও সাত বছর আগে, এখন কীভাবে? জবাবে তিনি বলেন, 'দুই বছর থাকার কথা। কিন্তু তারা কীভাবে থাকলো, থাকা যায় কি না, আমার জানা নেই। তবে বলা যায়, এখন নেতৃত্বশূন্য বিএমএ।' এ নিয়ে বিএনপিপন্থি চিকিৎসকদের সংগঠন ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্যাব) সভাপতি অধ্যাপক ডা. হারুন আল রশিদ বলেন, 'বিএমএ গত বহু বছর নির্বাচন দেয়নি। স্বৈরাচারের দোসররা জোরপূর্বক দখল করেছিল, তারাই আছে। একজন জেলে ও আরেকজন পলাতক। বাকিরাও পলাতক। যাওয়ার আগে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি করেছে। তারাও তো স্বৈরাচারের দোসর। পতনের পর তারাও পদত্যাগ করেছে।' তাহলে এখন কী হবে এই জাতীয় পেশাজীবী সংগঠনটির? জবাবে ড্যাব সভাপতি বলেন, 'এটা একটি জটিল প্রক্রিয়া। আমরা যদি গিয়ে দায়িত্ব নিই তাহলে নিউজ হবে দখল হয়েছে। বিএমএ খুবই সেনসেটিভ জায়গা। এজন্য আমরা একটু ওয়েট অ্যান্ড সি করছি। যদি জাতীয় নির্বাচন হতো, আমাদের জন্য ভালো হতো। বিএমএকে এককভাবে কিছু করলে হবে না। সবাইকে সম্পৃক্ত করতে হবে।' তিনি বলেন, 'জামায়াতের চিকিৎসকদের সংগঠন এনডিএফকেও সম্পৃক্ত করবো কি করবো না, এটা নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে আমাদের দ্বন্দ্ব আছে। এ কারণে আমরা এটা বন্ধ রেখেছি। সব প্রসেস করা আছে। এক হাজার সদস্যের স্বাক্ষরসহ একটা তালিকা দেওয়া আছে সেখানে অ্যাডহক কমিটি করার প্রবিধান আছে। সেটাও করা আছে। সদস্যদের স্বাক্ষরও আমরা নিয়েছি। কিন্তু এই মুহূর্তে করবো কি করবো না, এটা নিয়ে দোদুল্যমান অবস্থায় আছি। রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে স্লো যাচ্ছি।' ১৯৫৬ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের চিকিৎসকরা মিলে পাকিস্তান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন গঠন করেন। পূর্ব পাকিস্তানের চিকিৎসকরা পাকিস্তান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (পূর্বাঞ্চল) গঠন করেন। ১৯৭১ সালে নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন করা হয়। বাংলাদেশের চিকিৎসক পেশাজীবীদের জাতীয় সংগঠন এটি। সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট ১৮৬০ দ্বারা নিবন্ধিত। ৬৬টি শাখায় এর কার্যক্রম চলে। কেন্দ্রীয় ও শাখা কমিটির মাধ্যমে সংগঠনটি পরিচালিত হয়।

ইউনূস ও মোদির বৈঠককে স্বাগত

পুনরুদ্ধার করছে- যা প্রত্যক্ষ, কেন্দ্রীভূত, ভারসাম্যপূর্ণ এবং সূক্ষ্ম।' রাষ্ট্রদূত বলেছেন, বৃহৎ প্রতিবেশী ভারত বাংলাদেশের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং গভীর বোঝাপড়ার মাধ্যমে স্বীকৃতি দিচ্ছে, এটি উৎসাহব্যঞ্জক। তিনি আরো বলেছেন, 'আমি আশা করি ভারত সরকার বাংলাদেশী জনগণের আকাঙ্ক্ষা উপলব্ধি করতে পারছে।' মুশফিকুল বলেন, এই ধরনের কূটনীতি আমাদের অবশ্যই সমুন্নত রাখতে হবে, যা আঞ্চলিক সম্পর্কে শক্তিশালী এবং বাংলাদেশকে বৈশ্বিক বিষয়ে একটি দৃঢ় ও সম্মানিত অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। তিনি আরো বলেছেন, 'ভবিষ্যৎ আমাদেরই গঠন করতে হবে।' উল্লেখ্য, ব্যাংককে বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং নরেন্দ্র মোদির মধ্যে প্রথম দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

উত্তরায় জুলাই হত্যা মামলার আসামি শ্রমিক লীগ নেতা গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর উত্তরায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে আব্দুল কাদির ওরফে মানিক হত্যা মামলায় উত্তরখান থানা শ্রমিক লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেনকে (৪৫) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত শুক্রবার দিবাগত রাতে উত্তরখান থানা এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গতকাল শনিবার বিকেলে ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গত বছরের ৫ আগস্ট উত্তরা পূর্ব থানার আজমপুর এলাকায় রড সিমেন্ট দোকানের কর্মচারী আব্দুল কাদির ওরফে মানিক বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। এ ঘটনায় ভিকটিমের স্ত্রী রাবিয়া আক্তার বাদী হয়ে ২৬ আগস্ট উত্তরা পূর্ব থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। ডিসি তালেবুর আরও জানান, তদন্তাধীন এ মামলায় গোয়েন্দা তথ্য ও প্রযুক্তির সহায়তায় গত শুক্রবার রাতে উত্তরখান থানা এলাকা থেকে মামলার অন্যতম আসামি আলমগীর হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার আলমগীর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন দমনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন ও আন্দোলন দমনে অর্থ যোগানদাতা ছিলেন। তাকে গ্রেপ্তারের পর আদালতে পাঠানো হয়েছে।

লাঙ্গলবন্দে মহাঅষ্টমীর স্নানোৎসবে পুণ্যার্থীদের ঢল

স্টাফ রিপোর্টার : নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার লাঙ্গলবন্দ এলাকায় ব্রহ্মপুত্র নদে চলছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পাপমোচনের মহাঅষ্টমী স্নানোৎসব। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম এই উৎসব ঘিরে পুরো দেশ থেকে আসা পুণ্যার্থীদের ঢল নামে লাঙ্গলবন্দে। গতকাল শনিবার লাঙ্গলবন্দ এলাকা ঘুরে এ দৃশ্য দেখা গেছে। এর আগে গত শুক্রবার রাত ২টা ৮ মিনিট থেকে শুরু হয় লাঙ্গলবন্দ মহাঅষ্টমী স্নানোৎসব। গতকাল শনিবার রাত ১২টা ৫১ মিনিট পর্যন্ত চলবে এই উৎসব। এদিকে স্নানোৎসব উপলক্ষে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা বিষয়ে প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে স্নান এলাকায় ২০টি স্নানঘাট, কাপড় পাল্টানোর জায়গা, চিকিৎসাসেবার ভ্রাম্যমাণ কেন্দ্র, শৌচাগার, বিশুদ্ধ পানি সরবারহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তায় নিয়োজিত আছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দেড় হাজার সদস্য। স্নান এলাকায় টহলে আছে সেনাবাহিনী, র‍্যাব, নৌ পুলিশ ও কোস্টগার্ডের সদস্যরা। অন্য বছরের চেয়ে এবারের আয়োজন বেশ গোছানো বলে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন দর্শনার্থীরা। নদীর তীরে ভিড় থাকলেও তেমন ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে না বলে জানান তারা। লাঙ্গলবন্দে স্নান করতে আসা লোকনাথ সাহা বলেন, পরিবারের সদস্যদের নিয়ে স্নান করতে এসেছি। এখানে সবসময়ই অনেক ভিড় হয়। এবারও তার ব্যতিক্রম না, তবে ভোগান্তি কম এখন। স্নানোৎসবে আসা রিয়া ঘোষ বলেন, এ বছর লাঙ্গলবন্দে পর্যাপ্ত শৌচাগার ও কাপড় পাল্টানের জন্য জায়গা করে দেওয়া হয়েছে। এটা নারীদের জন্য বেশ প্রয়োজনীয়। সুন্দর আয়োজন হয়েছে এ বছর। নারায়ণগঞ্জ জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের নেতা জয় কে রয় চৌধুরী বলেন, পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা জোরদারে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন লাঙ্গলবন্দ তিন কিলোমিটার এলাকাজুড়ে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। পাপস্খলনের এ উৎসবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের লাখ লাখ মানুষ এসে এখানে সমাবেত হয় প্রতিবছর। পরশুরামের পাপ থেকে মুক্তি হওয়ার কথা স্মরণ করে শত শত বছর ধরে লাঙ্গলবন্দে ব্রহ্মপুত্র নদে এই অষ্টমী স্নান অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এ বিষয়ে নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক (ডিসি) মো. জাহিদুল ইসলাম মিঞা বলেন, পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে ১৬০টি শৌচাগার স্থাপন করা হয়েছে। স্নান এলাকায় নিরাপত্তায় বসানো হয়েছে ওয়াচ টাওয়ার। সিসিটিভির পাশাপাশি পর্যবেক্ষণের জন্য থাকবে ড্রোন। পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তার জন্য লাঙ্গলবন্দজুড়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা সতর্ক দৃষ্টি রাখছে।

রাজবাড়ীতে স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার : রাজবাড়ী সদর উপজেলার দাদশী ইউনিয়নের হোসনাবাদ গ্রামে সাথী আক্তার (২৯) নামে এক গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্বামী রুবেল খাঁর বিরুদ্ধে। গত শুক্রবার রাত ১টার দিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়ার পথে সাথীর মৃত্যু হয়। নিহত সাথী জেলা সদর উপজেলার বরাট ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মধূরদিয়া গ্রামের বিশু ফকিরের মেয়ে। সাথীর বাবা বিশু ফকির বলেন, ১০ বছর আগে রুবেল খাঁর সঙ্গে আমার মেয়ের সাথীর বিয়ে হয়। তাদের এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। বিয়ের পর থেকেই আমার মেয়েকে তার জামাই রুবেল শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করতেন। রুবেল আমার মেয়েকে মারধর করে কয়েকবার হাসপাতালেও ভর্তি করেছেন। গত শুক্রবার জামাতা রুবেল আমাকে ফোন দিয়ে বলেন যে আমার মেয়ে হারপিক খেয়েছে, সে হাসপাতালে ভর্তি। পরে আমি রাজবাড়ী সদর হাসপাতালে গিয়ে মেয়েকে পাইনি। এরপর ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে মেয়েকে পাই। সেখানে আমার মেয়ে অচেতন হয়ে পড়ে আছে। তার নাক-মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছে। সেখানকার চিকিৎসকরা সাথীকে সেখানে না রেখে ঢাকায় স্থানান্তর করেন। পরে আমরা তাকে ঢাকায় নিয়ে যাই। ঢাকায় একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে নিয়ে গেলে চিকিৎসক আমার মেয়েকে মৃত ঘোষণা করেন। বিশু ফকির আরও বলেন, আমার মেয়েকে রুবেল বিয়ের পর থেকেই মারধর করতেন। আমার মেয়েকে হত্যা করা হয়েছে। এ হত্যার পেছনে আমার জামাতা রুবেল দায়ী। আমি এ বিষয়ে আইনি পদক্ষেপ নেব। আমি আমার মেয়ে হত্যার বিচার চাই। দাদশী ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মামুন শেখ বলেন, খবর পেয়ে আমি ঘটনাস্থলে এসে সাথী আক্তারের স্বামীকে খোঁজাখুঁজি করি, কিন্তু তাকে পাইনি। এ বিষয়ে রাজবাড়ী সদর থানার ওসিমাহমুদুর রহমান বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বিষ পানে সাথীর মৃত্যু হয়েছে। তবে মরদেহের ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে বিস্তারিত জানা যাবে। এ ঘটনায় একটি অমৃত্যুর (ইউডি) মামলা দায়ের করা হবে।

সাতক্ষীরায় ভাইয়ের হাতে ভাই খুন

স্টাফ রিপোর্টার : সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলায় মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে আপন চার ভাইয়ের ম?ধ্যে সংঘর্ষে ছুরিকাঘাতে মোশারফ হোসেন সরদার (৪৮) নামে এক ভাই নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন তা?দেরই বড় ভাই আবুল হোসেন (৫৫)। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ছোট দুই ভাইকে আটক করেছে। গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে কলারোয়া উপজেলার সীমান্তবর্তী বোয়ালিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মোশারফ হোসেন বোয়ালিয়া গ্রামের মৃত ফজর আলী সরদারের ছেলে। গুরুতর আহত আবুল হোসেনকে কলারোয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পরপরই কলারোয়া থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে নিহতের ছোট দুই ভাই আছারপ হোসেন (৩৫) ও সোহরাব হোসেনকে (৩২) আটক করে। প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল শনিবার সকালে গ্রামের একটি খালে মাছ ধরতে যান আবুল হোসেন ও মোশারফ হোসেন। সেখানে তাদের ছোট দুই ভাই আছারপ ও সোহরাব বাধা দিলে শুরু হয় বাকগ-বিতণ্ডা। একপর্যায়ে নি?জে?দের ম?ধ্যে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন চার ভাই। এসময় আছারপ ও সোহরাব ছুরি ও লাঠি দিয়ে দুই ভাইকে আঘাত করলে ঘটনাস্থলেই মারা যান মোশারফ। এছাড়া আহত অবস্থায় আবুল হোসেনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। কলারোয়া থানার ওসিশামসুল আরেফীন জানান, খালে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে বিরোধের জেরে সংঘর্ষে মোশারফ নিহত হয়েছেন এবং আবুল হোসেন গুরুতর আহত হয়েছেন। আটক করা হয়েছে অভিযুক্ত দুই ভাইকে। এ ঘটনায় থানায় একটি হত্যা মামলার প্রক্রিয়া চলছে। নিহতের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য সাতক্ষীরা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বগুড়ার ৭টি আসনে জামায়াতের প্রার্থী ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী বগুড়ার সাতটি সংসদীয় আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে। গতকাল শনিবার দুপুরে জেলা শহরের শহীদ টিটু মিলনায়তনে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক কর্মী, সাথী ও সদস্যদের প্রীতি সমাবেশে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা দেওয়া হয়। বগুড়া-১ (সারিয়াকান্দির-সোনাতলা) আসনে প্রার্থী করা হয়েছে অধ্যক্ষ শাহাবুদ্দিনকে, বগুড়া-২ (শিবগঞ্জ) আসনে অধ্যক্ষ শাহাদাতুজ্জামান, বগুড়া-৩ (দুপচাঁচিয়া-আদমদীঘি) আসনে নূর মোহাম্মদ আবু তাহের, বগুড়া-৪ (কাহালু-নন্দীগ্রাম) আসনে অধ্যক্ষ মাওলানা তায়েব আলী, বগুড়া-৫ (শেরপুর-ধুনট) আসনে দবিবুর রহমান, বগুড়া-৬ (সদর) আসনে আবিদুর রহমান সোহেল এবং বগুড়া-৭ (গাবতলী-শাজাহানপুর) আসনে প্রার্থী করা হয়েছে গোলাম রব্বানীকে। জামায়াতে ইসলামীর বগুড়া জেলার আমির অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল হক সরকারের সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান। তিনি বলেন, নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল সংস্কার ছাড়া নির্বাচন হলে চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন হবে না। তাই প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষ করেই নির্বাচন দিতে হবে। যারা জামায়াত-শিবিরের দিকে চোখ রাঙানোর চেষ্টা করছেন, তারা সাবধান হয়ে যান। এই দেশ কারও পারিবারিক সম্পত্তি নয়, এটি ১৮ কোটি মানুষের। দেশের মানুষ যাকে চাইবে, তারাই দেশ পরিচালনা করবে। বিরোধীদের সমালোচনা করে তিনি বলেন, যারা সংস্কার ছাড়া নির্বাচন চায়, তারা মূলত শেখ হাসিনার দুঃশাসনকেই ফিরিয়ে আনতে চায়। যারা নেত্রীর বাড়ির সামনে থেকে বালুর ট্রাক সরাতে সাহস পায়নি, তারাই এখন গণঅভ্যুত্থানের শহীদদের রক্তের সঙ্গে বেইমানি করছে। তিনি আরও বলেন, সরকারের ভেতরে-বাইরে এখনও ফ্যাসিবাদের দোসররা সক্রিয় রয়েছে। পলাতক নেত্রীর কথায় উঁকি-ঝুঁকি মারলেও লাভ হবে না। শেখ হাসিনা ও তার দোসররা দেশে ফিরবেন শুধু ফাঁসির আসামি হিসেবেই। সমাবেশে বিশেষ অতিথি ছিলেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী, জামায়াতের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য অধ্যক্ষ শাহাবুদ্দিন, ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি দেলোয়ার হোসেন সাঈদী এবং আন্তর্জাতিক ছাত্র ও যুব ফেডারেশনের (ইফসু) সেক্রেটারি জেনারেল ড. মোস্তফা ফয়সাল পারভেজ। এছাড়া আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামী বগুড়া অঞ্চলের টিম সদস্য মাওলানা আব্দুর রহীম ও অধ্যাপক নজরুল ইসলাম। অনুষ্ঠান শেষে এক বিশাল র‍্যালি জেলা শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালিতে ছাত্রশিবিরের দুই হাজারেরও বেশি সাবেক নেতা-কর্মী অংশ নেন। পরে দেশের খ্যাতনামা শিল্পীদের অংশগ্রহণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় যুবককে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে হত্যার অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবায় সাব্বির আহমেদ (২৪) নামে এক যুবককে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। সাব্বির উপজেলার কায়েমপুর ইউনিয়নের পানিয়ারুপ পশ্চিমপাড়া গ্রামের হানিফ ভুঁইয়ার ছেলে। গতকাল শনিবার সকালে ওই যুবককে হত্যার অভিযোগ নিয়ে কসবা থানায় আসেন নিহতের পরিবারের লোকজন। নিহতের স্বজনরা জানান, দুবাইতে প্রবাস জীবন কাটিয়ে দেশে এসে সাব্বির ঢাকায় একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছিলেন। সম্প্রতি ঈদের ছুটিতে তিনি বাড়িতে বেড়াতে আসেন। প্রতিদিনের মতো গত শুক্রবার রাতে খাওয়া শেষ করে তিনি ঘরে শুয়ে পড়েন। রাতে অজ্ঞাত কয়েকজন এসে তাকে ডেকে নিয়ে যান। পরে গভীর রাতে খায়রুল নামের এক যুবক এসে পরিবারকে জানায় সাব্বির গুরুতর অসুস্থ। পরে পরিবারের লোকজন তাকে গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে। এ সময় তিনি জানান তাকে কয়েকজন ডেকে নিয়ে গিয়েছিল এরপরই তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। তাকে দ্রুত কসবা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পরিবারের লোকজনের দাবি সাব্বিরকে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল শনিবার কসবা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল কাদের জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে পুলিশের একটি টিম। এ ঘটনায় খায়রুল নামে এক যুবককে প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন রাতে সাব্বির কসবা-নয়নপুর সড়কের পানিয়ারুপ এলাকাতে মাদকের ট্রাক আটকানোর জন্য অবস্থান করছিলেন। ধারণা করা হচ্ছে ট্রাকটি তাকে চাপা দিয়ে চলে যায়। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য জেলা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। ঘাতক ট্রাকটিকে শনাক্ত করে আটকের চেষ্টা চলছে।

বরগুনায় দুইবারের উপজেলা চেয়ারম্যান মনির গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : নাশকতার অভিযোগে বিশেষ ক্ষমতা আইনে বরগুনা সদর উপজেলা পরিষদের দুইবারের সাবেক চেয়ারম্যান মনিরুল ইসলাম মনিরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৮টার দিকে জেলা সদর উপজেলার মনসাতলী গ্রামের একটি বাসা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। মনিরুল ইসলাম মনির সদর উপজেলার ২ নম্বর ইউনিয়নের দক্ষিণ মনসাতলী এলাকার সাবেক আওয়ামী লীগ নেতা মৃত আবদুল মজিদ মিয়ার (সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান) ছেলে। মনিরের ছোট ভাই অ্যাডভোকেট তানভীর আহমেদ সিদ্দিকী সদর উপজেলার ২ নম্বর গৌরিচন্না ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান। বরগুনা সদর থানার ওসিদেওয়ান জগরুল হাসান জানান, মনিরের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা রয়েছে। সন্ধ্যার পরে পুলিশের একটি টিম মনসাতলী গ্রামের একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গতকাল শনিবার আদালতের মাধ্যমে তাকে বরগুনা জেলা কারাগারে পাঠানোর হবে। তবে নির্দিষ্ট করে কার দায়ের করা মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে, সে বিষয়ে মুখ খোলেনি পুলিশ।

দেশের সংস্কারের দরকার আছে: নুসরাত

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়ক নুসরাত তাবাসসুম বলেছেন, প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস বহির্বিশ্ব থেকে বাংলাদেশের জন্য সম্মান এনে দিচ্ছেন। দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার কাজ করে যাচ্ছেন। একটি রাজনৈতিক দলের অতিসাধারণ একটি অংশ হিসেবে আমি বিশ্বাস করি, এসব সংস্কারের দরকার আছে বাংলাদেশের। গত শুক্রবার বিকালে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার আমলায় মিরপুর ও ভেড়ামারা উপজেলার জুলাই যোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে নুসরাত তাবাসসুম বলেন, যারা রক্ত দিয়ে, শরীরের ব্যথা দিয়ে, আমাদের যে স্বাধীনতার সুখ এনে দিয়েছে তার কাছে এই সামান্য সম্মাননা কোনও মূল্যই রাখতে পারে না। আমরা তাদের এমন একটি বাংলাদেশ উপহার দেবো, যে বাংলাদেশে তারা অনেক ভালোবাসা পাবে, দোয়া পাবে। তবেই তাদের প্রতিদান দেওয়া সম্ভব হবে। গত শুক্রবার এ সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে জাতীয় নাগরিক কমিটি মিরপুর উপজেলা শাখা এবং স্থানীয় পাঠাগার 'পাঠক সমাদর'। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নাগরিক কমিটির কুষ্টিয়া জেলা প্রতিনিধি কমিটির সদস্য রায়ান হাসান, মিরপুর উপজেলা কমিটির প্রতিনিধি সদস্য শাহীন পারভেজ, পাঠক সমাদরের সহ-প্রতিষ্ঠাতা মনিরুল ইসলাম ও নাজমুল খান জনি এবং এসএম আকাশসহ শতাধিক লোকজন। উপস্থিত জুলাই যোদ্ধাদের উদ্দেশে এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব মোল্লা মোহাম্মদ ফারুক এহসান প্রশ্ন রেখে বলেন, 'আপনারা কি শুধু এজন্য রাজপথে নেমেছিলেন যে, চাঁদাবাজির মানুষগুলো পরিবর্তন হয়ে যাবে, একটা যেনতেন নির্বাচনের মাধ্যমে "এ"র জায়গায় "বি" ক্ষমতায় বসবে। একজন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে প্রধানমন্ত্রী ছিল, আরেকজন একইরকম ক্ষমতা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী হয়ে যা খুশি করবে? উত্তরে উপস্থিত সবাই ?'না' বলে সমস্বরে জবাব দেন। অনুষ্ঠানে শহীদ আবরার ফাহাদের বাবা মো. বরকত উল্লাহ বলেন, জুলাই-আগস্টে আন্দোলন হয়েছিল যাতে বৈষম্য না থাকে। প্রায় দুই হাজার ছেলেমেয়ের জীবনের বিনিময়ে হাজার হাজার আহতের রক্তের বিনিময়ে এ আন্দোলন সফল হয়েছে। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে ভুল বোঝাবুঝির কারণে এটি যেন নস্যাৎ না হয়ে যায়। এ সময় আরও বক্তব্য দেন- জাতীয় নাগরিক কমিটির মিরপুর উপজেলা প্রতিনিধি কমিটির সদস্য শামসুল আরেফিন স্ট্যালিন ও পাঠক সমাদরের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ইয়াসির আরাফাত। জুলাই যোদ্ধা আবু সাঈদ, এস এম শফিউল ইসলাম, শাহিনুল ইসলাম ও নাহিদ হোসেন।

চট্টগ্রামে গাড়ি তল্লাশি করে এক কেজি স্বর্ণসহ গ্রেপ্তার ৫

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম নগরে গাড়ি তল্লাশি করে এক কেজি ১৫৫ গ্রাম স্বর্ণ, মোবাইল ফোন, সিগারেটসহ পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টায় পতেঙ্গা থানাধীন এয়ারপোর্ট মোড়ে চেকপোস্টে দায়িত্বরত পুলিশ গাড়ি তল্লাশি করে এসব স্বর্ণালংকার উদ্ধার করে। এ ঘটনায় পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন পতেঙ্গা থানার এসআই মো. আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী। উদ্ধার মালামালের মধ্যে রয়েছে এক কেজি ১৫৫ গ্রাম স্বর্ণ, ৫টি মোবাইল, ২টি ল্যাপটপ এবং ১৩ কার্টন বিদেশি সিগারেট। গ্রেপ্তারকৃতরা হলো- তৌফিকুর রহমান সোহাগ (৩৭), আকিদুল আলম শান্ত (২২), হাসান মুরাদ (২৪), নাইমুল হক (২০) ও মনির আহমেদ (৪৮)। পতেঙ্গা থানার ওসিশফিকুল ইসলাম বলেন, চেকপোস্টে গাড়ি তল্লাশি চালিয়ে স্বর্ণালংকার, মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ ও সিগারেট জব্দ করা হয়। যার বাজার মূল্য এক কোটি ৬০ লাখ টাকা। এ ঘটনায় প্রথমে চার জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মনির আহমেদকে এয়ারপোর্টের সামনে ১৫নং ঘাট এলাকা থেকে আটক করা হয়। এ ঘটনায় পতেঙ্গা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

দৌলতদিয়া লঞ্চঘাটে যাত্রীদের উপচে পড়া ভিড়

স্টাফ রিপোর্টার : ঈদুল ফিতর উদযাপন শেষে ঢাকায় ফিরছেন মানুষ। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের ২১ জেলার মানুষের প্রবেশদ্বার দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌপথের দৌলতদিয়া লঞ্চঘাট প্রান্তে ঢাকামুখী যাত্রীদের উপচে পড়া ভিড় দেখা গেছে। গতকাল শনিবার বেলা ১১টার দিকে দৌলতদিয়া লঞ্চ ঘাটের বিআইডব্লিউটিএর ৪০ টাকা ভাড়ার প্রবেশ পথের টিকিট কাউন্টারে উপচে পড়া ভিড় দেখা যায়। এদিকে, সকাল থেকেই ফেরিঘাটে থেমে থেমে যাত্রী-রা এসে নদী পাড়ি দিচ্ছেন। সেই সঙ্গে ছোট গাড়ির সংখ্যা ছিল চোখে পড়ার মতো। মধুখালি থেকে ঢাকামুখী যাত্রী হেমায়েত হোসেন বলেন, ঈদে ছুটি নিয়ে বাড়িতে এসেছিলাম। অফিসের ছুটি শেষ হলে সকালে বাড়ি থেকে রওনা হয়ে লঞ্চঘাটে এসেছি; পথে ও ঘাটে কোনোরকম ভোগান্তি নেই। ভালোভাবেই ঢাকায় যেতে পারবো। যশোর থেকে আসা সাভারগামী যাত্রী শারমিন আক্তার বলেন, সাভারের নবীনগরে গার্মেন্টে চাকরি করি। রোববার সকালে অফিস করবো বলে তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে রওনা হয়েছি। লঞ্চঘাটে ভোগান্তি নেই বলে জানান এ নারী। এ বিষয়ে দৌলতদিয়া লঞ্চঘাট মালিক সমিতির দায়িত্বরত ম্যানেজার নুরুল আনোয়ার মিলন বলেন, প্রতিটি লঞ্চে আমাদের যাত্রী সংখ্যা নির্ধারণ করেই ঘাট থেকে ছাড়ছে। লঞ্চে বাড়তি কোনও ভাড়া নেওয়া হচ্ছে না। বর্তমানে দৌলতদিয়া লঞ্চ ঘাটে ২০টি লঞ্চ চলাচল করছে। আমরা যাত্রীদের যাত্রা নির্বিঘ্নে সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) ট্রাফিক বিভাগের ঘাট তত্ত্বাবধায়ক শিমুল ইসলাম বলেন, এ নৌপথে ২০টি লঞ্চ চলছে। গতকাল শনিবার সকাল থেকে কর্মমুখী মানুষ ছুটতে শুরু করেছে। পর্যাপ্ত লঞ্চ থাকায় সবাই স্বস্তিতেই কর্মস্থলে যেতে পারছেন। বিআইডব্লিউটিএ'র দৌলতদিয়া কার্যালয়ের সহকারী মহাব্যবস্থাপক সালাহ উদ্দিন বলেন, বর্তমানে দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌপথে ছোট-বড় ১৭টি ফেরি যাত্রী ও যানবাহন পারাপারে চলাচল করছে। বর্তমানে ঘাটে কোনও যানবাহনের সিরিয়াল নেই। ঘাটে আসা মাত্রই যেকোনও যানবাহন সরাসরি ফেরিতে উঠতে পারছে। গোয়ালন্দ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাহিদুর রহমান জানান, গতকাল শনিবার সকাল থেকেই ঢাকামুখী যাত্রীদের চাপ বাড়লেও ঘাটে কোনও প্রকার ভোগান্তি নেই। মানুষ সরাসরি ঘাটে এসে ফেরি ও লঞ্চে নদী পার হতে পারছে। এ ছাড়াও ঘাটের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ঈদের আগে সব ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করেছি। ঘাটে চুরি, ছিনতাই, দালাল ও যানজট কমাতে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। আমরা আশা করছি, মানুষ ঈদ আনন্দ শেষে নির্বিঘ্নে কর্মস্থলে যেতে পারবে। তিনি আরও বলেন, ঘাটে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, বিআইডব্লিউটিসি, বিআইডব্লিউটিএ সমন্বয় করে কাজ করেছে।

পাবনায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় দুই এসএসসি পরীক্ষার্থী নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় আহত দুই বন্ধু চারদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর গত শুক্রবার দিনগত রাতে মারা গেছে। গত শুক্রবার দিনগত রাত সাড়ে ১২টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নয়ন হোসেন (১৭) রাত ২টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মো. হৃদয় হোসেন (১৭) মারা যায়। এরা দুইজনেই চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিল। নয়ন হোসেন গাইবান্ধা জেলার মো. কামাল হোসেনের ছেলে এবং ঈশ্বরদী উপজেলার দাশুড়িয়া ইউনিয়নের বাড়াহুসিয়া গ্রামের মফিজ উদ্দিনের নাতি। সে নানার বাড়িতে থেকে স্কুলে পড়াশুনা করত। হৃদয় হোসেন ঈশ্বরদী উপজেলার দাশুড়িয়া ইউনিয়নের সুলতানপুর পূর্বপাড়া গ্রামের হাদিস ব্যাপারীর ছেলে। নিহতদের পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, ঈদের দিন (৩১ মার্চ) বিকেলে মোটরসাইকেল নিয়ে দুই বন্ধু ঘুরতে বের হয়। একপর্যায়ে তারা পাবনার আটঘরিয়া উপজেলার খিদিরপুর দেবত্তর সড়কের বেরুয়ান সরাবারিয়া নামক স্থানে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে মোটরসাইকেলটি রাস্তার পাশে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে তারা গুরুতর আহত হয়। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে প্রথমে আটঘরিয়া হাসপাতালে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে তাদের অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসক তাদের রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। এদিকে নয়নের অবস্থার অবনতি হলে তাকে রাজশাহী মেডিকেল থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয় এবং হৃদয় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। দাশুড়িয়া দরগা বাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম নিহতের পরিবারের বরাত দিয়ে জানান, নয়ন ও হৃদয় দুজনই ১০ এপ্রিল থেকে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিলেন।

সম্পাদকীয়

সুপেয় পানির সংকট
সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ জরুরি

ভূগর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে এর স্তর দিন দিন অস্বাভাবিকভাবে নিচে নেমে যাচ্ছে। ফলে দেশে পরিবেশগত সংকট বেড়েই চলেছে। ভূগর্ভস্থ পানির উত্তোলন কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার না বাড়ালে ভূমিধসসহ নানা সংকট বাড়বে। মূলত যথাযথ পরিকল্পনা না থাকার কারণে সারা দেশে অতিরিক্ত ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করা হচ্ছে এবং পানির অপচয় ঘটছে। এ অবস্থার অবসানে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। বস্তুত কেবল ভূগর্ভস্থ পানিই নয়, দেশের সার্বিক পানি ব্যবস্থাপনার চিত্রই ভয়াবহ। রাজধানীতে সরবরাহ করা পানি না ফুটিয়ে পান করা যায় না। চট্টগ্রাম শহরে সরবরাহকৃত পানি লবণাক্ত। রাজশাহীর পানিতে ময়লা ও দুর্গন্ধ। খুলনায় সরবরাহ করা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের পানি না ফুটিয়ে পান করা যায় না। রয়েছে লবণাক্ততাও। আর্সেনিক ও লবণাক্ততার কারণে গভীর নলকূপের পানিও নিরাপদ নয়। দেশের শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলে পানির চাহিদা মেটাতে ভূউপরিস্থ উৎসের পানির ব্যবহার বাড়াতে সরকারের নির্দেশনা থাকলেও তা কেন যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না, তা খতিয়ে দেখা দরকার। মিঠা পানি সমৃদ্ধ বাংলাদেশেও সুপেয় পানি দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। দেশের এক-তৃতীয়াংশ এলাকার মানুষ সুপেয় পানিপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে ঝুঁকিতে রয়েছে। খরার মৌসুমে সুপেয় পানির জন্য হাহাকার শুরু হয়। হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করেও নিরাপদ পানি কেন মিলছে না, তাও খতিয়ে দেখা দরকার। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে খুলনার উপকূলীয় উপজেলা দাকোপ, কয়রা, বাগেরহাটের মোংলা, শরণখোলা ও মোরেলগঞ্জ, সাতক্ষীরার শ্যামনগর ও আশাশুনি এলাকায় পানযোগ্য পানি খুবই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে। স্বাভাবিক অবস্থায় মাটির ৬ থেকে ৭ ফুট নিচেই ভূগর্ভস্থ উৎসে পানি পাওয়ার কথা। বর্তমানে ঢাকায় পানি পেতে ৮০০ থেকে ৮৫০ ফুট বা তারও বেশি নিচে নামতে হচ্ছে। কয়েক দশক ধরে অনিয়ন্ত্রিতভাবে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের কারণে দেশের বরেন্দ্র অঞ্চলের ৪০ শতাংশেরও বেশি ইউনিয়নে পানিশূন্যতা তৈরি হয়েছে। ফলে এসব এলাকায় খাবার ও সেচের পানির মারাত্মক সংকট দেখা দিয়েছে। সারা দেশে গ্রামাঞ্চলের এ সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। মাটির নিচের পানির স্তর দিন দিন নিচে নেমে যাচ্ছে এবং গ্রামাঞ্চলের মানুষের জন্য পানি সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। অনেক স্থানেই পানির জন্য দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এ সংকটের সমাধানে মানুষকে সচেতন করার পদক্ষেপ নিতে হবে। পানির অপচয় রোধ করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পানিপ্রাপ্তি আরও জটিল হয়ে উঠবে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে এই মূল্যবান সম্পদকে টেকসইভাবে পরিচালনা করতে হবে। দেশের সার্বিক পানি ব্যবস্থাপনার ত্রুটি দূর করতে নিতে হবে সময়োপযোগী পদক্ষেপ।

বাগেরহাট জেলা হাসপাতালের সংকট
স্বাস্থ্যসেবা বঞ্চিত ১৮ লাখ মানুষ

বাগেরহাট জেলার প্রায় ১৮ লাখ মানুষের প্রধান চিকিৎসাকেন্দ্র ২৫০ শয্যার হাসপাতাল। অথচ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীর তীব্র সংকট, আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব ও সেবার মানের নিম্নগতির কারণে এটি কার্যত ধুঁকছে। চিকিৎসা নিতে আসা রোগীরা দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে সেবা না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরছেন। জরুরি বিভাগ থেকে শুরু করে টিকিট কাউন্টার, ওয়ার্ড, ফার্মেসি, এমনকি হাসপাতালের ফ্লোর পর্যন্ত উপচে পড়া ভিড়ে পরিপূর্ণ। চিকিৎসক সংকট এতটাই প্রকট যে, যেখানে ২২০ জন চিকিৎসকের প্রয়োজন, সেখানে কর্মরত আছেন মাত্র ২১ জন। ফলে রোগীরা প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা পাচ্ছেন না, অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ চিকিৎসকের অভাবে অচল হয়ে আছে। পর্যাপ্ত জনবল না থাকায় ১০ শয্যার আইসিইউ ইউনিট বন্ধ হয়ে গেছে। নেই পর্যাপ্ত ওষুধ ও আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম, যার ফলে রোগীদের বাধ্য হয়ে খুলনা বা ঢাকায় চিকিৎসা নিতে যেতে হচ্ছে। এতে যেমন সময় নষ্ট হচ্ছে, তেমনি দরিদ্র রোগীদের জন্য এটি বড় ধরনের অর্থনৈতিক চাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতিদিন বহির্বিভাগে গড়ে দেড় হাজার রোগী চিকিৎসা নিতে আসেন। ২৫০ শয্যার বিপরীতে ভর্তি থাকেন ৩৫০-৫০০ রোগী, যা ধারণক্ষমতার তুলনায় অনেক বেশি। নার্স ও কর্মচারীর সংকটও চরম আকার ধারণ করেছে। ৫০ জন সেবিকা দায়িত্ব পালন করছেন, যেখানে প্রয়োজন আরও ২০০ জন। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির ৩৭টি পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য। চক্ষু, অ্যানেসথেশিয়া, সার্জারি, নাক-কান-গলা ও কার্ডিওলজির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলোতে চিকিৎসক না থাকায় সেবা ব্যাহত হচ্ছে। হাসপাতালটিতে অত্যাধুনিক পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব প্রকট। সিটি স্ক্যান, এমআরআই, ইকো, ইটিটি, ইউরোলজি, সিরাম ইলেকট্রোলাইট, থাইরয়েড পরীক্ষার মতো সুবিধা না থাকায় রোগীরা বাধ্য হয়ে বাইরে থেকে পরীক্ষা করাতে বাধ্য হচ্ছেন। এতে তাদের সময় ও অর্থ দুই-ই অপচয় হচ্ছে। চিকিৎসাধীন রোগীরা অভিযোগ করেছেন, সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েও প্রয়োজনীয় ওষুধ মিলছে না। ফলে তাদের বাইরের ফার্মেসি থেকে বেশি দামে ওষুধ কিনতে হচ্ছে, যা দরিদ্র রোগীদের জন্য এক ধরনের দুঃস্বপ্ন। হাসপাতালের শৌচাগারগুলো ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। শিশু ওয়ার্ডে ৪০ শয্যার বিপরীতে ভর্তি থাকে শতাধিক শিশু, ফলে চিকিৎসা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। এই সংকট নিরসনে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং হাসপাতালের সেবার মান উন্নত করতে যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে। সরকারি ওষুধ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে, যাতে রোগীরা বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পান। জরুরি ভিত্তিতে টিকিট কাউন্টার বাড়ানো ও হাসপাতালের অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রয়োজন। স্বাস্থ্যসেবা মানুষের মৌলিক অধিকার, যা নিশ্চিত করতে না পারলে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি চরমে পৌঁছাবে। বাগেরহাট জেলা হাসপাতালের বর্তমান দুরবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে অবহেলা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ এটি মানুষের জীবন-মরণের প্রশ্নের সঙ্গে সরাসরি জড়িত।

ফলে রোগীরা প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা পাচ্ছেন না, অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ চিকিৎসকের অভাবে অচল হয়ে আছে। পর্যাপ্ত জনবল না থাকায় ১০ শয্যার আইসিইউ ইউনিট বন্ধ হয়ে গেছে। নেই পর্যাপ্ত ওষুধ ও আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম, যার ফলে রোগীদের বাধ্য হয়ে খুলনা বা ঢাকায় চিকিৎসা নিতে যেতে হচ্ছে। এতে যেমন সময় নষ্ট হচ্ছে

ভেজাল কীটনাশক বন্ধে ব্যবস্থা নিন

দেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি কৃষি। অথচ এই খাতকে প্রতিনিয়ত নানা প্রতারণা ও অব্যবস্থাপনার শিকার হতে হচ্ছে। সম্প্রতি ঝিনাইদহের মহেশপুরের পুরন্দনপুর গ্রামে কৃষকরা মানববন্ধন করেছেন ভেজাল কীটনাশক বিক্রেতাদের লাইসেন্স বাতিল এবং ক্ষতিপূরণের দাবিতে। এটি শুধু একটি উপজেলার ঘটনা নয়, বরং দেশের সামগ্রিক কৃষিখাতের জন্য এক মন্দ সংকেত। ভেজাল কীটনাশকের কারণে কৃষকের ফসল নষ্ট হচ্ছে, উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে এবং আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তাও ঝুঁকির মুখে পড়ছে। কৃষকেরা প্রতিনিয়ত প্রতারিত হচ্ছেন, কিন্তু তদারকি সংস্থাগুলোর তৎপরতা খুব একটা দৃশ্যমান নয়। প্রশ্ন হলো, এসব অসাধু কীটনাশক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে প্রশাসন এতদিন কী করেছে? কৃষকদের জীবন-জীবিকা ও দেশের খাদ্য নিরাপত্তার স্বার্থে এ সমস্যা সমাধানে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। সরকারের উচিত অবিলম্বে সার ও কীটনাশক নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে আরও সক্রিয় করা। ভেজাল কীটনাশক বিক্রেতাদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। ভেজাল কীটনাশক রোধে আইন থাকলেও এর কার্যকর প্রয়োগের অভাবই কৃষকদের ক্ষতির মূল কারণ। তাই নিয়মিত বাজার মনিটরিং, নকল কীটনাশক উৎপাদন ও বিক্রয়ের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ, কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম জোরদার করা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। কৃষকরা প্রতারিত হলে দেশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই কৃষকদের ক্ষতি রোধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া না হলে এ অন্যায়ের বোঝা শুধু কৃষকরাই নয়, সমগ্র দেশকেই বহন করতে হবে।

রঙ্গব্যঙ্গ : 'প্রতিধ্বনি শুনি আমি, প্রতিধ্বনি শুনি...'

জাঁ-নেসার ওসমান

কিরে ভাই বেইন্না ফজরত ভূপেন হাজারিকা লয়া পড়লেন- 'প্রতিধ্বনি শুনি আমি, প্রতিধ্বনি শুনি...' 'আরে বেটা এটা গান নয় এটা প্রতিধ্বনি...' 'জানি জানি কুনো পাহাড়ের কাছে যায়া আউউউ আওয়াজ করলে আবার ওই আউউউ শব্দ ফেরৎ আসে, হেরে কয় প্রতিধ্বনি। হি হি হি।' 'তাহলে প্রতিধ্বনি হচ্ছে অরিজিনাল শব্দের হুবহু, ফেরৎ আসাকেই প্রতিধ্বনি বলে, ঠিক কি না?' 'হোই মিয়া খামখা প্যাচান ক্যা? কি কোইতে চান সোজাসাপ্টা কয়া ফ্যালান।' 'না বোলছিলাম যে প্রায় ৫৪ (চুয়ান্ন) বছর পর হাসনাতের কণ্ঠে শুনলাম 'আপনারা দেশ রক্ষা করেন গিয়া, রাজনীতিতে আইসেন না।' এ যেন 'তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারেকে ফেরৎ যাও'এর প্রতিধ্বনি, শুনলাম।' 'কথাতো ঠিকই কোইছে, দেশ মাতৃকা রক্ষা করার লাইগা কম দামে রেশন খাইবা, আবার এর লগে রাজনীতির ফায়দা লুটবা! বাহবা আলুবোখারার দুই মজা শাঁসও খাইবা আবার আঁটির ভেতরের বাদাম উ পাইবা। ওরে আমার আল্লাহ রে!' 'বুঝলাম তোর কথা ঠিক, কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখেছিস আর্মি কিভাবে, কখন, কোনো তোদের রাজনীতিতে দখল নিলো!' 'হুনলাম সাত্তার প্রেসিডেন্ট হিসাবে ঘুমাইলো, আর সকালে ঘুম থেইক্কা উইট্টা দেহে হালায় পথের ভিখারি। সকাল বেলা রাজা আর ফকির সন্ধ্যা বেলা। আর্মি ক্যু কইরালচে।' 'আরে ক্যুদেতা, তো রাজনৈতিক সরকার এলেই শেষ। কিন্তু তোর দেশের রাজনৈতিক নেতারা দুই নাম্বারী শুরু কোরলো বলেই না আর্মি দেশের অভ্যন্তরীণ গ-গোল শোধরাতে পথে নামলো। না হলে তুই বল যারা দেশ মাতৃকা রক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করে, তারা কি চাইবে ভেড়ুয়ারার রাস্তায় রাস্তায় ট্র্যাফিকিং করা, গরুরগাড়ির হেডলাইট চেক করা!! এটা কি ওদের মানায়?' 'তো হেগো বিরুদ্ধে পাবলিক চ্যেতলো ক্যা?' 'আচ্ছা বল একাত্তরর স্বাধীনতার পর কোনো আর্মি কি তোদের আভ্যন্তরীন রাজনীতিতে নাক গলিয়েছিলো? না। কিন্তু তখনকার তোদের নেতারা কি শুরু করলো, অবাঙালিদের ঘরবাড়ি দখল করা, তাদের দোকানপাট নিজের নামে গুছিয়ে নেয়া। এসব করতে যেয়ে, যেই শোষণের বিরুদ্ধে তোরা যুদ্ধ করলি, সুযোগ পেয়ে নিজেরাই আবার শোষণ শুরু করলো! শুরু হলো, স্পেশাল বাহিনী, রক্ষী বাহিনী, বাঘছাল কতো কিছু। ফলে তোদের ওই রাজনৈতিক নেতাদের অর্থের প্রতি লোভের কারণে ধীরে ধীরে সেনাবাহিনী দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে জড়িয়ে পড়লো।' 'একটা যুদ্ধের পরে ওলোট পালোট তো হোইতেই পারে! কেউ কেউতো মাল কামাইতেই পারে।' 'তোদের ওই বহাত্তোর তিয়াত্তোর সালের হোম সেক্রেটারি মরহুম শামসুদ্দিন আহমেদ স্যার, তার বাড়ি বানাবার জন্য ঢাকার রাজারবাগে তিন কাঠা জমি বিক্রি করলেন। অথচ তখন উনাকে ভিকারুননেসা নূন স্কুলের পাশের নওরতন কলোনির অবাঙালিদের ফেলে যাওয়া ফ্ল্যাট মাত্র পঁয়ষট্টি (৬৫,০০০) হাজার টাকায় কিনতে বলেছিলো। উনি জবাবে বললেন 'জ্বি না। অবাঙালির দীর্ঘশ্বাস মিশ্রিত বাড়ি আমি কিনবো না।' এই ছিলো বাংলাদেশের প্রথমদিককার প্রশাসক। আর শুনলে অবাক হবি উনি রাজারবাগ থেকে সচিবালয় হেঁটে অফিস যেতেন। আর এখন তোর প্রধানমন্ত্রীর গৃহভৃত্য চারশ কোটি টাকার মালিক!' 'ঠিক আছে মানলাম, কিছু কিছু রাজনীতিবিদ মাল কামাইছে ক্যেলা হেইডাবি জানে না। খাটের নিচে বস্তা বস্তা ট্যাকা। আপনে সেনাবাহিনী আইলেন দেশের গন্ডোগোল মিটাইলেন। ভালো কথা এবার যান ব্যারেকে ফিইরা যান!' 'ভাইরে তোরা তো প্রতিদিনই নিজেরা খুনো-খুনি কোরছিস। দেশে শান্তি কোইরে? গন্ডগোল তো লেগেই আছে। রাজনৈতিক নেতাদের মাঝে মিল নেই। অথচ পাশের দেশে ভারতে দ্যেখ, আর্মি মানে পাবলিক সার্ভেন্ট। বর্ডারে যাও, কারণ ওদের রাষ্ট্রনায়করা দরকার হলে নিজের মুত্র মানে নিজের মুত পান করে কিন্তু ঘুষ খায় না। তোর দেশে মোরারজি দেশাইয়ের মতো এমনি রাষ্ট্র নায়ক দে, আর্মি ক্যান্টনমেন্টে ফেরৎ যাবে।' 'এ্যাতোই যদি আর্মি ভালা তো মইনুদ্দিন ফকরুদ্দিন ফেইল করলো ক্যান?' 'ঘুরেফিরে ওই মাল। যখন ওয়ান ইলেভেনের পরে রাস্তায় রাস্তায় বস্তা বস্তা টাকা পড়ে থাকতে দেখলো ব্যাস জিহ্বা দিয়ে জল ঝরলো আর টাকার লোভে মইনুদ্দিন ফকরুদ্দিন ফেইল। ভাই, টাকার লোভ করছো কি মরেছো। সে যাই হোক জাতীয় নেতা হতে হলে তোমাকে নারী, অর্থ, ক্ষমতার অপব্যবহার এসব ছাড়তে হবে। নেতা হতে গেলে, অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা লাগে। আসলে কই লাগে কি জানিস?' 'কি কন?' 'এই যে পাঁচই আগস্টের পর তরুণরা হাল ধরলো, কত আশায় বুক বাঁধলাম ওদের তো টাকার প্রতি লোভ থাকার কথা নয়। ছাত্র মানুষ জীবন শুরুই করেনি।' কিন্তু কিসের কি? আজ পাজেরো, কাল হেলিকপ্টার, পরশু হবে ফ্ল্যাট, তারপর বিদেশে বেগমপাড়ায় বাড়ি! থোড়-বড়ি-খাড়া/ খাড়া-বড়ি-থোড়।' 'কি কোইবেন কন। গোলাপান মানুষ একটু স্বাদ-আহ্লাদ পুরা করবো না। কি কন।' 'মুখে বোলছিস সেনাবাহিনী ক্যান্টনমেন্টে ফিরে যান। আর কাজ কোরছিস 'সেনাবাহিনী সারা জীবন সমাজে থেকে যান' একটু ভেবে দেখিস খালি খালি মুখে মুখে প্রতিধ্বনি করলেই হবে না। সত্যিকারের মানুষ হতে হবে, না হলে মইনুদ্দিন ফকরুদ্দিনের মতো শত ভাগ পাবলিক সাপোর্ট সাথে আর্মি তারপরেও ফেইল। লজ্জা লজ্জা।' 'আমগো দেশের মানুষের তো লাজ লজ্জার বালাই নাই নাইলে, শিশুর উপর অত্যাচার করে, মেট্রোরেলে মহিলা কম্পার্টমেন্টে পুরুষ যাত্রী ট্রাভেল করে!' 'তাহলে ভাই যতদিন না তোদের লজ্জাশরম ফেরৎ আসে, যতদিন না তোরা মানুষের মতো মানুষ হোস, ততদিন আর সেনাবাহিনীকে ব্যারেকে ফেরৎ যেতে বলিস না!' 'তাহলে থাউগ্গা ক্যাচাল বাদ দিয়া হাসনাতের লয়া ভূপেন হাজারিকার গানটাই শুনি- মোর গাঁয়েরও সীমানার পাহাড়ের ওপারে নতুন দিনের যেন পদধ্বনি শুনি আমি পদধ্বনি শুনি...।'

[লেখক : চলচ্চিত্রকার]

সংবাদ নাকি আতঙ্ক? মিডিয়ায় বিভৎস ছবির বাড়বাড়ন্ত

হক মোঃ ইমদাদুল

বাংলাদেশের মিডিয়া, বিশেষ করে সংবাদপত্র, টেলিভিশন এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতে বিভৎস ছবি বা রক্তাক্ত ছবির সংখ্যা বাড়ছে, যা গভীর সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব ফেলছে। এসব ছবি মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য মিডিয়াগুলির একটি জনপ্রিয় উপায় হয়ে উঠেছে। কিন্তু, এর পেছনে আছে এমন কিছু কারণ যা শুধুমাত্র দৃষ্টির আনন্দ নয়, বরং মানুষের মানসিকতা ও সামাজিক সংহতি ক্ষতিগ্রস্ত করে। বিভৎস ছবি ও রক্তাক্ত ছবির মূল কারণ: ১. বাণিজ্যিক উদ্বুদ্ধতা মিডিয়া চ্যানেলগুলো সবসময় তাদের পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য নতুন কৌশল অবলম্বন করে। আর এই উদ্দেশ্যে তারা এমন বিষয়বস্তু প্রকাশ করে যা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। রক্তাক্ত এবং বিভৎস ছবি মানুষের মনোযোগ দ্রুত আকর্ষণ করে, যেহেতু এই ধরনের ছবি বিশেষত বিভ্রান্তিকর এবং উত্তেজনাপূর্ণ হয়। এই ছবিগুলোর মাধ্যমে তারা বিজ্ঞাপন বা অন্যান্য প্রচারণা কার্যক্রমের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করতে চায়। উদাহরণস্বরূপ, একটি ট্র্যাজিক ঘটনা বা দুর্ঘটনা নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করার মাধ্যমে টিআরপি (টেলিভিশন রেটিং পয়েন্ট) বাড়ানো হয় এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে আরও আকর্ষণীয় হয়। এই ধরনের ছবি শুধু মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোর মুনাফা বাড়ায় না, বরং এটি সমাজে পেশাদারিত্বের অভাব সৃষ্টি করতে পারে। একদিকে, এটি খবরের সঠিকতা বা সার্বিক মূল্যায়নকে উপেক্ষা করে, অন্যদিকে মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। ২. মানসিক প্রভাব এবং সেনসেশনালিজম বর্তমান সমাজে সেলিব্রেটি সংস্কৃতি এবং "সেন্সেশনালিজম" প্রবণতা অনেক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সেনসেশনালিজম বলতে এক ধরনের উত্তেজনা বা হইচই সৃষ্টি করা হয়, যাতে মানুষকে অবাক বা বিস্মিত করা যায়। মিডিয়াতে কোনো দুর্ঘটনা বা অপরাধের রক্তাক্ত ছবি প্রকাশ করার মাধ্যমে এই ধরনের উত্তেজনা তৈরি করা হয়। জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করতে, মিডিয়া এসব ঘটনার ছবি এমনভাবে উপস্থাপন করে যা একদিকে মানবিক সহানুভূতির সঙ্গে যুক্ত, অন্যদিকে তা দর্শকদের মানসিকতায় অবিশ্বাস্য বা মর্মান্তিক আঘাত সৃষ্টি করে। এ ধরনের ছবি মানুষের মনে এক ধরনের অবসাদ বা শক তৈরি করতে পারে, যার ফলে তারা এসব ঘটনার দিকে আরও বেশি আগ্রহী হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে, এটি সামাজিক অস্থিরতা তৈরি করতে পারে এবং অনেকে এর প্রতি এক ধরনের আবেগগত আসক্তিতে পরিণত হয়, যা শেষ পর্যন্ত এক ধরনের নেতিবাচক প্রবণতা সৃষ্টি করে। ৩. তথ্য সংক্রমণ এবং অপরাধের চাহিদা মিডিয়াতে ট্র্যাজিক বা ভীতিকর ঘটনা প্রচারিত হলে তা মানুষের মধ্যে সারা দিবস আলোচনা এবং শেয়ার করার প্রবণতা সৃষ্টি করে। ইন্টারনেট এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এই ধরনের ছবি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, যা মানুষকে আরও বেশি শেয়ার করতে উদ্বুদ্ধ করে। এই তথ্যের মাধ্যমে একটি ভীতি বা উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয়, যা কখনও কখনও অপরাধের আশঙ্কা বা একধরনের সামাজিক অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। যখন মিডিয়া ঘন ঘন এই ধরনের চিত্র প্রকাশ করে, তখন এটি জনগণের মধ্যে সচেতনতা বা চিন্তার পরিবর্তনের বদলে উদ্বেগ এবং অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে। এর ফলে অপরাধ সম্পর্কিত চাহিদা বাড়ে, যেমন- মানুষ অপরাধ বা ট্র্যাজেডি সম্পর্কিত আরও তথ্য জানতে চায় বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করতে চায়। এটি সমাজে একধরনের অপরাধমূলক মনোভাব বা আগ্রহ তৈরি করতে পারে, যেটি দীর্ঘমেয়াদে বিপজ্জনক হতে পারে। মিডিয়া এই ছবিগুলি প্রকাশ করে একদিকে উপার্জন করতে চায়, তবে অপরদিকে তা সমাজে অস্থিরতা এবং অপরাধ প্রবণতা সৃষ্টি করতে পারে। ৪. অনুভূতিগত অবক্ষয় বিভিন্ন সময়ে, মিডিয়া এমন ছবির মাধ্যমে সামাজিক অনুভূতিগুলিকে অবহেলা করে, যা মানুষের অভ্যন্তরীণ মানবিক অনুভূতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। রক্তাক্ত বা বিভৎস ছবির দর্শন মানুষের সহানুভূতির অনুভূতি কমিয়ে দেয় এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা এমন দৃশ্যগুলির প্রতি আরো অপ্রস্তুত হয়ে যায়। এর ফলে সহানুভূতি, সহমর্মিতা, এবং অন্যের প্রতি সহানুভূতি কমে গিয়ে মনস্তাত্ত্বিকভাবে ক্ষতি হতে পারে। এভাবে বিভৎস ছবি এবং রক্তাক্ত চিত্রের প্রকাশনা দীর্ঘকাল ধরে মিডিয়া এবং সমাজের মধ্যে একটি নেতিবাচক চক্র তৈরি করতে পারে, যা সমাজের মানসিক অবস্থান এবং সমষ্টিগত স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলতে পারে। মানব সমাজের উপর ক্ষতিকর প্রভাব: বিভৎস ছবি এবং রক্তাক্ত ছবি সমাজে গভীর, নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এই ধরনের ছবি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে, কিন্তু এর সাইকোলজিকাল, সামাজিক, এবং সাংস্কৃতিক প্রভাবগুলি ব্যাপক এবং দুর্ভাগ্যজনক হতে পারে। ১. মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব, বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, রক্তাক্ত বা বিভৎস ছবি মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষত, শিশু এবং তরুণরা যখন এই ধরনের ছবি দেখে, তাদের মানসিক অবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এই ধরনের দৃশ্য সাধারণত ভয়, উদ্বেগ, অবসাদ বা বিষণ্নতা সৃষ্টি করে এবং এটি মানসিক দুর্বলতার সৃষ্টি করতে পারে। অপরাধী মনোভাব বা হিংস্রতা বেড়ে যেতে পারে, কারণ এই ছবিগুলি মানুষের মধ্যে সহানুভূতি বা সহমর্মিতার অনুভূতিকে কমিয়ে দেয়। শিশুদের ক্ষেত্রে, তাদের মস্তিষ্ক এখনো বিকাশমান, তাই তারা এই ধরনের দৃশ্য দেখে আরও বেশি প্রভাবিত হতে পারে। ফলে তারা সহানুভূতি হারাতে পারে এবং অস্থির বা সহিংস মনোভাব ধারণ করতে পারে। এছাড়া, নির্দিষ্ট ধরনের ছবি যেমন, হত্যাকাণ্ড বা দুর্ঘটনা দেখতে দেখতে মানুষ রূঢ় হয়ে উঠতে পারে এবং তারা এসব ঘটনায় অন্যদের কষ্টকে অনুধাবন করতে পারে না, যার ফলে সমাজের মধ্যে সহানুভূতির অভাব দেখা দেয়। ২. সম্প্রতি প্রজন্মের প্রতি ক্ষতিকর প্রভাব, আজকের তরুণ প্রজন্মের প্রতি এই ধরনের ছবির প্রভাব অত্যন্ত গুরুতর। যেসব শিশুরা বা তরুণরা নিয়মিতভাবে রক্তাক্ত বা সহিংস ছবি দেখে, তারা এক ধরনের সহিংস মনোভাব গড়ে তুলতে পারে। গবেষণা প্রমাণ করে যে, সহিংস ভিডিও গেমস বা ছবির প্রতি আগ্রহী হওয়া শিশুদের মধ্যে বাস্তব জীবনে সহিংস আচরণ প্রদর্শন করার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এটি পরবর্তীতে তাদের আচরণে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এই তরুণরা সমাজে সহিংসতা, আক্রমণ, বা সহিংস সমাধানের দিকে ঝুঁকতে পারে। এছাড়া, তাদের মধ্যে অ্যালকোহল বা মাদকের ব্যবহার, আত্মহত্যা বা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের দিকে প্রবণতা বাড়তে পারে। এছাড়া, সমাজে মনোভাবগত বৈষম্য সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে, কারণ এই ধরনের ছবি শিশুরা তাদের মানসিক অবস্থা ও মূল্যবোধের মধ্যে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে, যার ফলে তারা নানা ধরনের নেতিবাচক আচরণ বা সামাজিক অস্থিরতায় নিপতিত হতে পারে। ৩. সাম্প্রদায়িক বা জাতিগত বিশৃঙ্খলা বিভিন্ন রাজনৈতিক বা জাতিগত উত্তেজনা তৈরি করার জন্য রক্তাক্ত বা বিভৎস ছবি একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। কিছু ছবির মাধ্যমে বিশেষ জাতি, ধর্ম, বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়, যা সমাজে জাতিগত বা ধর্মীয় বিভাজন তৈরি করতে পারে। যেমন, যদি কোনো জাতিগত সহিংসতার ছবি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়, তাহলে সে সম্প্রদায়ের প্রতি মানুষের সহানুভূতি কমে যেতে পারে, অন্যদিকে বিদ্বেষ এবং দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এই ধরনের ছবি শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় না, বরং এটি মানুষকে ভুল ধারণা দিতে এবং সন্ত্রাসবাদ, জাতিগত সংঘর্ষ বা ধর্মীয় অশান্তি উসকে দিতে পারে।

এমনকি এই ধরনের ছবি আন্তর্জাতিক বা জাতিগত সম্পর্কের উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, যেখানে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে বিপদজনক বা অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে। ৪. সামাজিক অস্থিরতা এ ধরনের ছবি সমাজের মধ্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে। যখন একটি ঘটনা বা ট্র্যাজেডি সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হয়, তখন তা সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বা ভয় সৃষ্টি করতে পারে। জনগণ এমন পরিস্থিতিতে মনোযোগী হয়ে উঠে, যা তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অসন্তোষ এবং আতঙ্কের সৃষ্টি করে। এই ধরনের ছবি শুধুমাত্র আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারে না, বরং এটি সমাজের বিশ্বাস এবং মূল্যবোধকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। একটি জাতির ঐক্য এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে এটি বড় একটি বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। ৫. গণমনোভাবের পরিবর্তন বিভৎস ছবি এবং রক্তাক্ত চিত্রগুলি গণমনোভাব পরিবর্তনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব ছবি জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব এবং অনুভূতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে পারে। বিশেষত, এই ধরনের ছবি যখন জনসমক্ষে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, তখন সেগুলি জনগণের মানসিকতায় স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে। এছাড়া, এটি একটি প্রবণতা তৈরি করে, যেখানে জনসাধারণ আরও বেশি সহিংস বা নেতিবাচক বিষয়বস্তু দেখতে চাইতে পারে, যা গণমাধ্যমের দিকেও তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি করতে পারে। দীর্ঘমেয়াদে, এটি সম্পূর্ণভাবে সামাজিক মূল্যবোধ এবং সহানুভূতির প্রতি একধরনের অবহেলা সৃষ্টি করতে পারে। ৬. মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এ ধরনের ছবি দেখলে সমাজের মানবিক মূল্যবোধও অবক্ষয়ের সম্মুখীন হতে পারে। সহানুভূতি, নৈতিকতা, এবং মানবিকতা সমাজের ভিত্তি, কিন্তু রক্তাক্ত এবং বিভৎস ছবির মাধ্যমে এই মূল্যবোধ কমে যেতে পারে। মানুষ এমন ছবি দেখে কিছুটা রূঢ় হয়ে যায় এবং অন্যের কষ্টের প্রতি তাদের অনুভূতি হ্রাস পায়। এটি শুধু শিশু ও তরুণদেরই নয়, বরং সাধারণ মানুষের মধ্যে আরও বড় ধরনের মূল্যবোধের অবক্ষয় সৃষ্টি করে। এভাবে, বিভৎস ছবি এবং রক্তাক্ত চিত্রগুলো সমাজে মানবিকতা ও সহানুভূতির পতন ঘটাতে পারে, যা দীর্ঘকাল ধরে মানুষের জীবনযাত্রার মানকে প্রভাবিত করতে পারে। যৌক্তিক পদক্ষেপ: বভৎস বা রক্তাক্ত ছবি প্রকাশের সমস্যা মোকাবিলায় কিছু যৌক্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি, যা সমাজে সুষ্ঠু এবং মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করবে। এই পদক্ষেপগুলি নিশ্চিত করবে যে মিডিয়া গুলো আরও দায়িত্বশীলভাবে কাজ করবে এবং সমাজে নেতিবাচক প্রভাব কমিয়ে আনবে। ১. এডিটোরিয়াল গাইডলাইন তৈরি মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলির উচিত একটি সুনির্দিষ্ট এবং কার্যকর এডিটোরিয়াল গাইডলাইন তৈরি করা, যা হিংসাত্মক বা বিভৎস ছবি প্রকাশের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করবে। এই গাইডলাইনগুলিতে মূলত তিনটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে: শব্দের এবং ছবি নির্বাচনে সতর্কতা: ছবির পাশাপাশি লেখাও যেন অত্যন্ত সংযত হয়, যাতে তা মানুষের অনুভূতি আহত না করে। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি: সহিংসতার বা দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে মানুষের কষ্ট ও শোকের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা। ভিত্তিহীন অতিরঞ্জন পরিহার করা: কিছু ছবি ও ভিডিও অতিরঞ্জিত বা সম্পাদিত হতে পারে, যা আরও উত্তেজনা বা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। তাই সঠিক এবং তথ্যনিষ্ঠ ছবি ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ ধরনের গাইডলাইন তৈরি হলে, মিডিয়াগুলো নিজেদের সংবাদ পরিবেশনার প্রক্রিয়া আরও সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারবে এবং এটি জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করবে, যে কোন ঘটনা বা ছবি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে মানবিক দিকের প্রতি দায়িত্বশীল থাকতে হবে। ২. পাঠ্যবই এবং মিডিয়া শিক্ষা, বর্তমান প্রজন্মকে মিডিয়া বিষয়ে সচেতন করা অত্যন্ত জরুরি। মিডিয়া সোর্সের সঠিক ব্যবহার শেখানো এবং সঠিক তথ্য গ্রহণের গুরুত্ব বুঝানো ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তরুণদের শেখানো উচিত: মিডিয়া লিটারেসি: কীভাবে মিডিয়া কনটেন্টগুলি তৈরি হয় এবং কীভাবে তা সমাজকে প্রভাবিত করে। ভ্রান্ত তথ্য চিনে ওঠার সক্ষমতা: সোশ্যাল মিডিয়া এবং অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে ছড়ানো মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য শনাক্ত করার দক্ষতা। অনলাইন নিরাপত্তা: তারা যেন নিরাপদভাবে মিডিয়া ব্যবহার করতে পারে এবং যেকোনো অপ্রাসঙ্গিক বা অশ্লীল কনটেন্ট থেকে বিরত থাকে। এই ধরনের শিক্ষা সমাজের তরুণদের আরও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে এবং তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। একইভাবে, এটা তাদের শিখাবে কিভাবে বিশ্বস্ত এবং সঠিক মিডিয়া সোর্স থেকে তথ্য গ্রহণ করতে হবে, যা সোশ্যাল মিডিয়ার নেতিবাচক প্রভাব থেকে তাদের রক্ষা করবে। ৩. মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা, বিভিন্ন শোকাবহ বা ট্র্যাজিক ঘটনা যখন মিডিয়াতে প্রচারিত হয়, তখন তা মানুষের মানসিক অবস্থা এবং তাদের অনুভূতির উপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। এর ফলে অনেক মানুষ মানসিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে। তাই, এই ধরনের ছবি প্রকাশের ক্ষেত্রে, সহানুভূতির সাথে এবং যথাযথ মনস্তাত্ত্বিক সহায়তার মাধ্যমে এটি উপস্থাপন করা উচিত। মনোবিজ্ঞানী বা পরামর্শদাতাদের সেবা: যাদের মানসিকভাবে আঘাত করা হয়েছে, তাদের জন্য বিশেষ মনোবিজ্ঞানী বা পরামর্শদাতাদের সেবা প্রদান করা উচিত। বিশেষ মনোযোগ এবং সহানুভূতি: যখন কোনো ভয়াবহ বা শোকাবহ ঘটনা প্রকাশিত হয়, তখন মিডিয়ার দায়িত্ব হচ্ছে সঠিকভাবে মানবিক সহানুভূতি সহকারে বিষয়টি প্রচার করা, যাতে অযথা উত্তেজনা বা বিচলন সৃষ্টি না হয়।মেডিটেশন এবং মানসিক সুস্থতা সম্পর্কিত ক্যাম্পেইন: মানসিক সুস্থতার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে বিভিন্ন ক্যাম্পেইন চালানো যেতে পারে। ৪. বহির্বিশ্বের উদাহরণ, বিভিন্ন দেশে ইতিমধ্যে এই ধরনের ছবি এবং সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি রয়েছে, যা আমাদের জন্যও একটি প্রেরণা হতে পারে। যেমন: সুইডেন: সুইডেনে ''হিংসাত্মক ছবি'' প্রকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ বিধিনিষেধ রয়েছে। সেখানে সংবাদ মাধ্যমের জন্য নির্দিষ্ট আইন রয়েছে, যা হিংসাত্মক ছবি বা ভিডিও প্রকাশের আগে তাদের যথাযথ যাচাই-বাছাই করতে হয়। নরওয়ে: নরওয়েতে সোসাইটি রিস্ক এবং নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া ও নিউজ প্ল্যাটফর্মে এক ধরনের সোশ্যাল লিডারশিপ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, যেখানে সাংবাদিকরা দায়িত্বশীলতার সাথে ছবি এবং সংবাদ প্রকাশের বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। কানাডা: কানাডার মতো দেশে মিডিয়াতে সহিংস ছবি প্রকাশের জন্য একটি নির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে, যেখানে ছবি বা ভিডিও প্রকাশের আগে সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনা করা হয়, যাতে তা জনস্বার্থের জন্য উপকারী হয়। এছাড়া, এসব দেশগুলোতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ সেশনও পরিচালিত হয়, যেখানে মিডিয়া কর্মীরা প্রতিদিনের কনটেন্ট প্রকাশের আগে মানবিক দিক এবং সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে অবগত হন। উপদেশ: বিভৎস এবং রক্তাক্ত ছবি প্রকাশের সমস্যাটি একটি জটিল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়, যা শুধুমাত্র সরকারের একক প্রচেষ্টায় সমাধান সম্ভব নয়। এটি একটি বহুমুখী সমস্যা যা সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সমন্বিত প্রচেষ্টা দাবি করে। মিডিয়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন, এবং সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ এই সমস্যার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ১. সরকারের ভূমিকা: সরকারের উচিত একটি নীতি ও আইন প্রণয়ন করা যা মিডিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে, যাতে তারা সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে কনটেন্ট তৈরি এবং প্রচার করে। নিরাপত্তা এবং গাইডলাইন তৈরি: মিডিয়ার জন্য স্পষ্ট নির্দেশিকা তৈরি করতে হবে, যাতে তারা সহিংস বা বিভৎস ছবি প্রকাশ করার আগে এর সামাজিক, মানসিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব সম্পর্কে চিন্তা করে। শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম: সাংবাদিকদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে, যেখানে তাদের মিডিয়া কনটেন্টের সামাজিক দায়িত্ব ও নৈতিকতা শেখানো হবে। আইনি কাঠামো: প্রয়োজন হলে মিডিয়াতে সহিংস বা অশ্লীল ছবি প্রকাশের জন্য আইনগত ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে, যাতে সেই ছবি প্রকাশের ক্ষেত্রে নৈতিক সীমাবদ্ধতা প্রবর্তিত হয়। ২. মিডিয়া সংস্থার দায়িত্ব: মিডিয়া সংস্থাগুলি এই প্রেক্ষাপটে বিশাল দায়িত্ব পালন করে। তারা যে ধরনের ছবি বা ভিডিও প্রচার করে, তা সমাজে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। মানবিক দৃষ্টিকোণ: মিডিয়া সংস্থাগুলি সমাজের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা মেনে চলতে হবে। সহিংস বা বিভৎস ছবি প্রচার করার আগে এর সম্ভাব্য মানসিক ও সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে। বিকল্প উপস্থাপন: ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায়, মিডিয়া সংস্থাগুলি উচিত এমন বিকল্প উপস্থাপন করা, যা জনগণকে সহানুভূতি, শান্তি ও মানবিক মূল্যবোধের দিকে উদ্বুদ্ধ করবে। এথিক্যাল জার্নালিজম: মিডিয়া গুলিকে অবশ্যই নৈতিক সাংবাদিকতা অনুসরণ করতে হবে, যেখানে তারা সব ধরনের তথ্য সঠিক, প্রাসঙ্গিক এবং প্রভাবশালী উপায়ে উপস্থাপন করবে। ৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের ভূমিকা: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের সকল অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিরও এই সমস্যা মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মিডিয়া শিক্ষা: শিক্ষার্থীদের মধ্যে মিডিয়া লিটারেসি এবং সোশ্যাল মিডিয়ার নিরাপদ ব্যবহার শেখানো জরুরি। তারা যেন বুঝতে পারে কীভাবে মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর কনটেন্ট শনাক্ত করতে হবে এবং তার প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে। সামাজিক সচেতনতা তৈরি করা: শিক্ষকরা, শিক্ষার্থী এবং সাধারণ জনগণকে সঠিকভাবে সচেতন করতে সামাজিক কর্মসূচি এবং ক্যাম্পেইন চালানো যেতে পারে। এই ক্যাম্পেইনগুলির মাধ্যমে মানুষকে বুঝানো যাবে যে, সোশ্যাল মিডিয়া এবং প্রচার মাধ্যমগুলি সমাজে কীভাবে প্রভাব ফেলে এবং এর ফলাফল কী হতে পারে। ৪. প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার: বশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষের সচেতনতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সোশ্যাল মিডিয়া এবং টেকনোলজির যথাযথ ব্যবহার: আজকের দিনে সোশ্যাল মিডিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সুতরাং, প্রযুক্তির মাধ্যমে ইতিবাচক প্রচারণা চালানো এবং নৈতিক ছবি এবং তথ্য প্রচার করা উচিত। এআই এবং মেশিন লার্নিং: ছবি বা ভিডিওগুলির মাধ্যমে তৈরি হওয়া উত্তেজনা বা বিভ্রান্তি পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার করা যেতে পারে, যা সামগ্রিকভাবে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সহায়তা করবে। ৫. সামাজিক দায়িত্বশীলতা এবং একযোগী প্রচেষ্টা: এই সমস্যা মোকাবিলায় শুধুমাত্র রাষ্ট্র বা মিডিয়া সংস্থাগুলি নয়, সাধারণ জনগণও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। নেতিবাচক ছবি শনাক্ত করা এবং রিপোর্ট করা: জনগণ, বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা, যদি কোনো বিভৎস ছবি বা ভিডিও দেখে, তারা তা রিপোর্ট করতে পারে।

সমাজে বিতর্ক সৃষ্টি করা: মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য এ ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে সবার মধ্যে আলোচনা করা উচিত। পরিবার, বন্ধু, এবং সহকর্মীদের সঙ্গে এসব বিষয়ের উপর আলোচনা করতে পারলে অনেকেই বুঝতে পারবেন এই ধরনের ছবি ও ভিডিও সমাজে কতটা ক্ষতিকর হতে পারে। ৬. বহির্বিশ্বের অভিজ্ঞতা এবং উদাহরণ: বিশ্বের নানা দেশে এই ধরনের ছবি ও কনটেন্টের জন্য কঠোর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, যা আমাদের দেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ইউরোপীয় দেশগুলো এবং আমেরিকায় মিডিয়া সংস্থাগুলির জন্য কড়া আইন এবং গাইডলাইন রয়েছে, যা তাদের নৈতিক দায়িত্ববোধের প্রতি গুরুত্ব দেয় এবং সঠিক কনটেন্ট প্রকাশে উৎসাহিত করে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ধরনের ছবি বা কনটেন্টের কারণে ক্ষতি সৃষ্টির পর সেগুলির পর্যালোচনা করা এবং রিভিউ করার জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা কাজ করছে। এতে এই ধরনের কনটেন্ট প্রকাশের আগে তা যাচাই করার প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে। বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসা দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং চিকিৎসাগত বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয়েছে যে, হিংসাত্মক বা বিভৎস ছবি দেখার ফলে মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বিশেষত, শিশু এবং তরুণদের উপর এর প্রভাব অনেক বেশি, কারণ তাদের মস্তিষ্ক এখনও পূর্ণাঙ্গভাবে বিকশিত হয়নি এবং তারা পৃথিবীকে বিভিন্নভাবে অনুভব করে এবং বিচার করে। এই ধরনের ছবি মস্তিষ্কের একাধিক অংশের মধ্যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে, যা তাদের মানসিক অবস্থা খারাপ করে দেয়। ১. মানসিক প্রভাব এবং মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়া: বিজ্ঞানীরা বলেছেন, হিংসাত্মক বা বিভৎস ছবি মানুষের মস্তিষ্কের সেগমেন্টগুলোতে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষ করে, এই ধরনের ছবির সাথে সম্পর্কিত অনুভূতিগুলি মস্তিষ্কের অ্যামিগডালা (যা মূলত অনুভূতি, বিশেষ করে ভয় এবং উদ্বেগকে প্রক্রিয়াজাত করে) এবং প্রিফ্রন্টাল করটেক্স (যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিকল্পনা এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী) এর মধ্যে একটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ কার্যকলাপ সৃষ্টি করতে পারে। এর ফলে, মানুষ দীর্ঘসময় ধরে উদ্বেগ, দুঃখ বা ভীতি অনুভব করতে পারে। ২. শিশুদের উপর প্রভাব: শিশুদের মস্তিষ্কের বিকাশ এমনভাবে হয় যে, তারা প্রাপ্ত তথ্য ও অভিজ্ঞতার প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল থাকে। যখন তারা সহিংস বা বিভৎস ছবি দেখে, তাদের মস্তিষ্কের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং এটি তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, গবেষণায় দেখা গেছে যে, এই ধরনের ছবি দেখলে শিশুদের মধ্যে আতঙ্ক, আক্রমণাত্মক আচরণ এবং অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। এই প্রভাবগুলো তাদের সৃজনশীলতা, শিক্ষার প্রতি আগ্রহ এবং সামাজিক সম্পর্কেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। ৩. দীর্ঘমেয়াদী মানসিক রোগের ঝুঁকি: হিংসাত্মক বা বিভৎস ছবি শিশু এবং তরুণদের মধ্যে মানসিক সমস্যার ঝুঁকি তৈরি করে, যা তাদের জীবনের দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। এর মধ্যে প্রধান প্রধান সমস্যাগুলো হলো : অবসাদ (ডিপ্রেশন): হিংসাত্মক, **লেখক : হক মোঃ ইমদাদুল**

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তরুণদের শেখানো উচিত: মিডিয়া লিটারেসি: কীভাবে মিডিয়া কনটেন্টগুলি তৈরি হয় এবং কীভাবে তা সমাজকে প্রভাবিত করে। ভ্রান্ত তথ্য চিনে ওঠার সক্ষমতা: সোশ্যাল মিডিয়া এবং অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে ছড়ানো মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য শনাক্ত করার দক্ষতা। অনলাইন নিরাপত্তা: তারা যেন নিরাপদভাবে মিডিয়া ব্যবহার করতে পারে এবং যেকোনো অপ্রাসঙ্গিক বা অশ্লীল কনটেন্ট থেকে বিরত থাকে। এই ধরনের শিক্ষা সমাজের তরুণদের আরও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে এবং তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। একইভাবে, এটা তাদের শিখাবে কিভাবে বিশ্বস্ত এবং সঠিক মিডিয়া সোর্স থেকে তথ্য গ্রহণ করতে হবে, যা সোশ্যাল মিডিয়ার নেতিবাচক প্রভাব থেকে তাদের রক্ষা করবে। ৩. মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা, বিভিন্ন শোকাবহ বা ট্র্যাজিক ঘটনা যখন মিডিয়াতে প্রচারিত হয়, তখন তা মানুষের মানসিক অবস্থা এবং তাদের অনুভূতির উপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। এর ফলে অনেক মানুষ মানসিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে। তাই, এই ধরনের ছবি প্রকাশের ক্ষেত্রে, সহানুভূতির সাথে এবং যথাযথ মনস্তাত্ত্বিক সহায়তার মাধ্যমে এটি উপস্থাপন করা উচিত। মনোবিজ্ঞানী বা পরামর্শদাতাদের সেবা: যাদের মানসিকভাবে আঘাত করা হয়েছে

রাশিয়ার ড্রোন হামলায় ইউক্রেনে নিহত ৪, আহত ১৯

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পূর্ব ইউক্রেনের ডিনিপ্রো শহরে রাশিয়ার ড্রোন হামলায় কমপক্ষে চারজন নিহত এবং ১৯ জন আহত হয়েছেন। হামলার ফলে বহুতল ভবন, একটি হোটেল, সার্ভিস স্টেশন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং বাড়িঘরে আগুন ধরেছে। গতকাল শনিবার এক কর্মকর্তা এ কথা জানিয়েছেন, কিয়েভ থেকে এএফপি এ খবর জানায়। তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা ব্যয়বহুল যুদ্ধের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্রেমলিন এবং কিয়েভকে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হতে চাপ দেওয়ার পরেও রাশিয়া এবং ইউক্রেন উভয়ই তাদের বিমান হামলা জোরদার করেছে। দিনিপ্রো অঞ্চলের গভর্নর সের্গেই লিসাক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টেলিগ্রামে এ হামলা নিয়ে পোস্ট দিয়েছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, শুক্রবার দিনের শেষ দিকে রাশিয়া দিনিপ্রোতে বেশ কয়েক দফা ড্রোন হামলা চালিয়েছে। লিসাক বলেন, ড্রোন হামলায় ৪ জন নিহত হয়েছেন এবং গতকাল শনিবার ভোরে তিনি এক হালনাগাদ বিবৃতি পাঠিয়েছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, আহতের সংখ্যা বেড়ে ১৯ জনে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন, সন্ধ্যায় ইউএভি হামলায় দিনিপ্রোর বেশ কয়েকটি উঁচু ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রায় এক ডজন ব্যক্তিগত বাড়িতে আগুন লেগেছে। গ্যারেজ এবং সার্ভিস স্টেশনগুলোতে আগুন লেগে যায় বলে তিনি জানান। উদ্ধারকারী দল একটি হোটেল এবং রেস্তোরাঁ কমপ্লেক্সে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছেন। গত শুক্রবারের শুরুতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনে একটি 'অস্থায়ী প্রশাসন' প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি ঘোষণা করেন তার সেনাবাহিনী ইউক্রেনীয় সেনাদের শেষ করবে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি জাতিসংঘ পরিচালিত প্রশাসনের জন্য পুতিনের আহ্বানকে রাশিয়ার নেতার শান্তি চুক্তি বিলম্বিত করার সর্বশেষ কৌশল বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। রাশিয়া এবং ইউক্রেন একে অপরের বিরুদ্ধে জ্বালানি স্থাপনায় হামলা না চালানোর প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছে। যা তিন বছরের যুদ্ধের সাময়িক এবং আংশিক বিরতির সম্ভাবনাকে আরো ঝুঁকির মুখে ফেলেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত জানুয়ারিতে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই যুদ্ধবিরতির জন্য চাপ দিচ্ছেন।

মিয়ানমারে মানবিক সহায়তা পাঠাবে চীন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : শক্তিশালী ভূমিকম্পে মিয়ানমারে এক হাজারের বেশি লোকের প্রাণহানির ঘটনায় সমবেদনা জানিয়েছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। দেশটিকে জরুরি মানবিক সহায়তা হিসেবে ১শ' মিলিয়ন ইউয়ান (১৩ দশমিক ৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) প্রদানের ঘোষণা দিয়েছে চীন সরকার। মিয়ানমারে সহায়তা পাঠানো শুরু হবে। বেইজিং থেকে এএফপি এ খবর জানায়। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, মিয়ানমারের জান্তা সরকারের প্রধান মিন অং হ্লাইংকে লেখা এক বার্তায় শি জিনপিং 'গভীর দুঃখ' প্রকাশ করেছেন এবং তিনি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মানুষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। গত শুক্রবার মিয়ানমারের সাগাইং শহরের উত্তর-পশ্চিমে ৭ দশমিক ৭ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে।

এর কয়েক মিনিট পরেই ৬ দশমিক ৪ মাত্রার একটি আফটারশক হয়। ভূমিকম্পে মিয়ানমারের বিভিন্ন স্থানে ভবন, সেতু ও রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর মান্দালয়েও মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় ইউনান প্রদেশ ও থাইল্যান্ডের কিছু অংশেও এর প্রভাব পড়েছে। থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে ৩৩ তলা ভবন ধসে পড়ার পর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সেখানে ১শ' জন শ্রমিক আটকা পড়েছেন। চীনের জরুরি ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, মিন অং হ্লাইং বৈদেশিক সাহায্যের বিরল আবেদনের পর শনিবার তারা মিয়ানমারে ৮২ সদস্যের একটি উদ্ধারকারী দল পাঠিয়েছে। চীনের জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যম সিসিটিভি'র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চীনের ইউনান থেকে একটি পৃথক উদ্ধারকারী দল মিয়ানমারের বাণিজ্যিক কেন্দ্র ইয়াঙ্গুনে পৌঁছেছে। মিয়ানমারে আঘাত হানা ভূমিকম্পে চীনে প্রভাব পড়লেও কেউ হতাহত হয়নি বলে জানিয়েছে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

আফগান সীমান্তের কাছে হামলায় পাকিস্তানের ৮ সেনা নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : আফগানিস্তান সীমান্তে পৃথক হামলায় পাকিস্তানের কমপক্ষে আট সেনা নিহত হয়েছে। এ হামলায় একজন বেসামরিক লোকও প্রাণ হারান। গতকাল শনিবার একটি পুলিশ সূত্র এএফপিকে জানিয়েছেন, উত্তর-পশ্চিম খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে 'সশস্ত্র জঙ্গিদের' বিরুদ্ধে নিরাপত্তা অভিযানে সাত সেনা নিহত হয়েছে। একটি বাড়িতে লুকিয়ে থাকা জঙ্গিরা নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর গুলি চালায়। কয়েক ঘণ্টা ধরে চলা এই লড়াইয়ে সেনাবাহিনী যুদ্ধ হেলিকপ্টার মোতায়েন করে। আট তালেবান যোদ্ধা নিহত হয় এবং আরও ছয় সৈন্য আহত হয়। পুলিশ কর্মকর্তা মহসিন আলী এএফপিকে জানিয়েছেন, অপর এক ঘটনায় বেলুচিস্তানের আরও দক্ষিণে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মোটরবাইকে রাখা বোমার বিস্ফোরণে একজন সৈন্য এবং একজন বেসামরিক লোক নিহত হয়। গত মাসে এই অঞ্চলটিতেই আলোচিত ট্রেন আক্রমণের দৃশ্য দেখা গিয়েছিল। জঙ্গিরা শত শত যাত্রীকে জিম্মি করে এবং কয়েক ডজন 'অফ-ডিউটি' সৈন্যকে হত্যা করে। পৃথক আরেক ঘটনায় গোয়াদর জেলার মধ্য দিয়ে একটি সামরিক গাড়ি যাওয়ার সময় বিস্ফোরণে তিন সেনা এবং একজন বেসামরিক লোকও আহত হয়। অঞ্চলটিতে উল্লেখযোগ্য চীনা অবকাঠামো রয়েছে। এএফপির এক পরিসংখ্যান অনুসারে, বছরের শুরু থেকে খাইবার পাখতুনখোয়া এবং বেলুচিস্তানে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইরত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর হামলায় ১৯০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) নামে পরিচিত পাকিস্তানি তালেবানরা মার্চের মাঝামাঝি সময়ে নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে 'বসন্ত অভিযান' ঘোষণা করেছিল।

এক্স বিক্রি করলেন ইলন মাস্ক!

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : নিজের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কোম্পানির কাছে ৪৫ বিলিয়ন ডলারে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স (সাবেক টুইটার) বিক্রি করে দিয়েছেন মার্কিন ধনকুবের ইলন মাস্ক। স্থানীয় সময় গত শুক্রবার সন্ধ্যায় মাস্ক ঘোষণা করেন, তার কোম্পানি 'ঢ' নিজের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কোম্পানি 'সিইও'-এর কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। এক্স-এর জন্য এক্সএআই ৪৫ বিলিয়ন ডলার দেবে। ২০২২ সালে ইলন মাস্ক ৪৪ বিলিয়ন ডলার দিয়ে টুইটার কিনে নেন।

ভারত-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে বন্দুকযুদ্ধে ৪ পুলিশসহ নিহত ৬

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারত-নিয়ন্ত্রিত জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলার বনাঞ্চলে বন্দুকযুদ্ধে চার পুলিশ সদস্য ও দুই সন্দেহভাজন বিদ্রোহী নিহত হয়েছে। গতকাল শনিবার সকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভারতীয় সেনাবাহিনীর 'রাইজিং স্টার কর্পস' জানায়, জম্মুর দক্ষিণাঞ্চলের বনাঞ্চলে 'নিরবচ্ছিন্ন অভিযান' চালিয়ে 'দুই সন্ত্রাসীকে নির্মূল' করা হয়েছে। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ খবর জানিয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সরকারি কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানান, 'আমরা তিনজন পুলিশ সদস্যের মরদেহ উদ্ধার করেছি এবং আরও এক পুলিশ সদস্য ও দুই বিদ্রোহীর মরদেহ বনাঞ্চলে পড়ে থাকতে দেখেছি।' ওই কর্মকর্তা আরও জানান, ওই এলাকা থেকে দুটি গ্রেনেড, একটি বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট, খালি কার্তুজ ও কিছু অ্যাসল্ট রাইফেলের ম্যাগাজিনসহ বিপুল অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনার পর বিদ্রোহীদের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধের স্থানের কাছে টহল দিচ্ছে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা। কাশ্মীর অঞ্চলে সর্বশেষ সহিংসতা শুরু হয় বৃহস্পতিবার, যখন জম্মুর দক্ষিণ অঞ্চলের কাঠুয়া শহরের নিকটবর্তী বনাঞ্চলে এক পুলিশ টহল দলকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। পুলিশপ্রধান নলিন প্রভাত জানান, নিরাপত্তা বাহিনী চার দিন আগে যে বিদ্রোহীদের ঘিরে রেখেছিল, তারা পালিয়ে গিয়েছিল এবং পরবর্তীতে এই হামলা চালিয়েছে। প্রভাত দাবি করেন, হামলাকারীরা পাকিস্তান থেকে এসেছিল, তবে তিনি এই বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি। মুসলিম-অধ্যুষিত কাশ্মীর অঞ্চলটি গত ৭০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আছে। উভয় দেশই পুরো কাশ্মীরের ওপর দাবি করে আসছে। ভারত নিয়মিতভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে যে, তারা কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে যোদ্ধাদের পাঠায়, যারা ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীকে লক্ষ্য করে হামলা চালায়। তবে পাকিস্তান এই অভিযোগ অস্বীকার করে এবং জানায় যে, তারা কেবল কাশ্মীরিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের লড়াইকে সমর্থন করে। বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো দীর্ঘদিন ধরে কাশ্মীরের স্বাধীনতা বা পাকিস্তানের সঙ্গে একীভূত হওয়ার দাবিতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

মিয়ানমারে ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা ১ হাজার ছাড়াল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মিয়ানমারে ৭.৭ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পের পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে এক হাজারেরও বেশি দাঁড়িয়েছে। গতকাল শনিবার সবশেষ ধসে পড়া বেশ কয়েকটি ভবনের ধ্বংসস্তূপ থেকে আরও মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। দেশটির জান্তা সরকার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত ১০০২ জনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। আরও ২,৩৭৬ জনের বেশি আহত হয়েছে। আপাতত ৩০ জন নিখোঁজের খবর রয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এসব সংখ্যা বাড়তে পারে। বিস্তারিত পরিসংখ্যান এখনো সংগ্রহ করা হচ্ছে। পার্শ্ববর্তী দেশটি ইতোমধ্যেই একটি দীর্ঘস্থায়ী এবং রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের কবলে পড়ে বিশাল মানবিক সংকটে পড়েছে। নতুন করে এমন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে চলমান সঙ্কট আরও কঠিন এবং বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। ত্রাণ প্রচেষ্টাও জটিল হয়ে উঠেছে, যার ফলে মৃতের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। গত শুক্রবার দুপুরের দিকে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে, যার উৎপত্তিস্থল মান্দালয়ের খুব কাছেই ছিল। এরপর বেশ কয়েকটি আফটারশক অনুভূত হয়, যার মধ্যে একটি ছিল ৬.৪ মাত্রার।

নাইজেরিয়ায় হামলায় ১০ জন নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : নাইজেরিয়ার মধ্য-উত্তরাঞ্চলের একটি গ্রামে অস্ত্রধারীদের হামলায় অন্তত ১০ জন নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। এই হামলার ফলে অঞ্চলটিতে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। স্থানীয় বেশ কয়েকটি সূত্র এ তথ্য জানিয়েছেন। অবস্থিত। এটি এমন একটি রাজ্য যেখানে নিয়মিতভাবে যাযাবর পশুপালক এবং মেষপালকদের মধ্যে গ্রামের ভেতরে ঢুকে বিক্ষিপ্তভাবে গুলি চালিয়ে ১০ জনকে হত্যা করেছে এবং তাদের হামলায় তিন জন আহত হয়েছেন। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রাজ্যের তথ্য

নাইজেরিয়া থেকে এএফপি এ খবর জানায়। রুই গ্রামে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে। গ্রামটি মালভূমিতে অবস্থিত। যা দেশের বেশিরভাগ মুসলিম-উত্তর অর্ধেক এবং মূলত খ্রিস্টান-অধ্যুষিত দক্ষিণের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সীমান্তে কমিশনার জয়েস রামনাপ দেশের নিরাপত্তা বাহিনীকে এই জঘন্য অপরাধের সাথে জড়িত অপরাধীদের খুঁজে বের করার এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন।

বিনোদন

ফেসবুকে মাহির আবেগঘন পোস্ট

বিনোদন ডেস্ক : ঢাকাই সিনেমার চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি। 'ভালোবাসার রং' সিনেমার মাধ্যমে চলচ্চিত্রে অভিষেক করেন। এরপর নিজের অভিনয় দক্ষতা দিয়ে দর্শকদের মনে জায়গা করে নিয়েছেন। কাজের চেয়ে ব্যক্তিগত জীবন নিয়েই বেশি আলোচনা-সমালোচনায় থাকেন এই অভিনেত্রী। পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেশ সরব রয়েছেন তিনি। তার জীবনের নানা মুহূর্তও তুলে ধরেন ভক্তদের মাঝে। কোথাও ঘুরতে যাওয়া হোক বা আচার-অনুষ্ঠান। নিজের ব্যক্তিগত জীবনে নানা মুহূর্তও উঠে আসে অভিনেত্রীর টাইমলাইনে। এবার ছেলের জন্মদিনে এক আবেগঘন পোস্ট দিয়েছেন মাহিয়া মাহি। পোস্ট দিয়ে মাহি লিখেছেন, 'আব্বা আমার কলিজার টুকরা, আমার জান তুমি পৃথিবীর সমস্ত সুখ আল্লাহ তোমাকে দিক দেখেছ?'

কঙ্গনাকে সালমানের কটাক্ষ

বিনোদন ডেস্ক : বলিউডে স্বজনপ্রীতি নিয়ে মুখ খুলে অনেকবার কটাক্ষের শিকার হয়েছে কঙ্গনা রানাওয়াত। সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর পর থেকে হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির খান-কাপুর সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিনেত্রী যেভাবে সরব হয়েছেন, তা নিয়েও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেশ আলোচনা-সমালোচনা হয়েছেন। যার কারণে বলিউডে বর্তমানে তিনি রীতিমতো 'কোণঠাসা'। বলিউডে লাইমলাইট থেকে দূরে তিনি এখন হিমাচল নিয়ে ব্যস্ত, মাণ্ডির সাংসদ পাশাপাশি রেস্তরাঁর মালকিন। আবার প্রযোজকও।

এবার কঙ্গনার সেই 'স্বজনপোষণ তত্ত্ব' নিয়েই খোঁচা দিলেন সালমান খান। সম্প্রতি 'সিকন্দর'-এর প্রচারে সাংবাদিকরা যখন তাকে 'স্বনির্মিত সুপারস্টার' বলে আখ্যা দেন তখনই তড়িৎগতিতে প্রতিক্রিয়া আসে সালমানের পক্ষ থেকে। ভাইজান বলেন, 'এই দুনিয়ায় কেউ স্বনির্মিত নয়।

ছেলের জন্মদিনে আবেগঘন পোস্ট করলেন ঋত্বিক

বিনোদন ডেস্ক : ঋত্বিক রোশনের বড় ছেলে রোহান রোশনের জন্মদিন ছিল । এদিন অভিনেতার ছেলে ১৯ বছরে পা রেখেছেন। ছেলের জন্মদিন উপলক্ষে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি আবেগঘন পোস্ট দিয়েছেন ঋত্বিক। অভিনেতার সেই পোস্টে কমেন্ট করে ভালোবাসা জানিয়েছেন সাবেক স্ত্রী সুজান। গতকাল শনিবার ইনস্টাগ্রামে ছেলের সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করেছেন ঋত্বিক। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, রোহান পরে রয়েছেন একটি কালো রঙের টি শার্ট, সঙ্গে কালো রঙের জ্যাকেট, ধূসর রঙের প্যান্ট। কোমরে হাত দিয়ে দূরে তাকিয়ে রয়েছে সে। ছবিটি পোস্ট করে ঋত্বিক লিখেছেন, 'তুমি সবদিক থেকে অসাধারণ বলে তোমাকে ভালোবাসি, তা নয়; আমার জীবনে তোমার থাকাই তোমাকে ভালোবাসার কারণ। জীবনে বহু মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার, কিন্তু তোমার মতো এর আগে দুর্দান্ত মানুষ দেখিনি।' অভিনেতা আরও লেখেন, 'তোমার আগামী পদক্ষেপ কী হবে, তুমি জীবনে কতটা উন্নতি করতে পারবে, তা দেখে আমার ভালোবাসা বাড়বে না, কমবে না। তোমার জীবনে যতই সাফল্যে হোক বা ভুল আসুক, তোমার মূল্য আমার কাছে কখনো কমবে না।

নিজেকে নিজের মতো গড়ে তোলো। এগিয়ে যাও। ১৯ তম জন্মদিনে তোমাকে অনেক শুভেচ্ছা।' ঋত্বিকের এ পোস্টে মন্তব্য করেছেন অভিনেতার সাবেক স্ত্রী ও রোহানের মা সুজান। তিনি লিখেছেন, 'খুব সুন্দরভাবে নিজের কথা প্রকাশ করেছো' সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন একটি লাল হার্ট ও একটি হাত তোলা ইমোজি। প্রসঙ্গত, ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে বেঙ্গালুরুতে সাতপাকে বাঁধা পড়েছিলেন ঋত্বিক ও সুজান। ২০০৬ সালে বড় ছেলের জন্ম হয় এবং ছোট ছেলের জন্ম হয় ২০০৮ সালে। ২০১৩ সালে ঋত্বিকে ও সুজান আলাদা থাকার সিদ্ধান্ত নেন এবং তার ঠিক পরের বছর ২০১৪ সালে তাদের ডিভোর্স হয়। চলতি বছরের ১৪ আগস্ট মুক্তি পাবে ঋত্বিকের 'ওয়ার ২' সিনেমা। অয়ন মুখার্জি পরিচালিত এই সিনেমায় ঋত্বিকের পাশাপাশি রয়েছেন জুনিয়র এনটিআর।

অ্যাটলির সিনেমায় রেকর্ড পরিমাণ পারিশ্রমিক নিচ্ছেন আল্লু

বিনোদন ডেস্ক : ারতের দক্ষিণীর সিনেমার অন্যতম সুপারস্টার আল্লু অর্জুন। দীর্ঘদিন ধরেই তার একটি সিনেমা করার কথা ছিল দক্ষিণী চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রির তারকা নির্মাতা অ্যাটলির সঙ্গে। সম্প্রতি জানা গেছে, সেই প্রোজেক্টটির কাজ অগ্রসর হচ্ছে। এবার অ্যাটলির নির্মাণে আল্লুকে সিনেমায় দেখা যাবে। আল্লু-অ্যাটলির সিনেমাটি একটি আন্তর্জাতিক সিনেমা হতে যাচ্ছে- এমনটাই জানাচ্ছে একটি সূত্র। আগামী ২ মাসের মধ্যেই নাকি শুরু হবে এ সিনেমার দৃশ্যধারণের কাজ। কাস্টিং এবং ক্রু বাছাইয়ের কাজ এরই মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

সেই সঙ্গে শোনা যাচ্ছে, এ সিনেমার জন্য নাকি মোটা অংকের পারিশ্রমিক নিচ্ছেন আল্লু অর্জুন। যদি তিনি এই পারিশ্রমিক পান, তাহলে তিনিই হবেন ভারতের সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক পাওয়া অভিনেতা। সবার মনে এখন প্রশ্ন জেগেছে তাহলে সেই অংকটা কত হতে পারে? একটি সূত্রে জানা গেছে, আল্লু অর্জুন এ সিনেমার জন্য নাকি ১৭৫ কোটি রুপি পারিশ্রমিক নিচ্ছেন।

এটিই হতে যাচ্ছে তার এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক পাওয়া সিনেমা। তবে কেবল নিজের রেকর্ড যে নিজেই ভেঙে ক্ষান্ত হননি। আল্লু অর্জুন ভেঙে দিতে যাচ্ছেন পুরো ভারতের রেকর্ড। এর আগে কখনো কেউ এত পারিশ্রমিক পাননি। এর আগে সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক পাওয়া বলিউড নায়িকা ছিলেন দীপিকা পাড়ুকোন। তিনি কল্কি সিনেমাটির জন্য পারিশ্রমিক নিয়েছিলেন ২০ কোটি রুপি। অন্যদিকে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া তার একটি বিদেশি কাজের জন্য পারিশ্রমিক নিয়েছিলেন ৩০ কোটি রুপি। তবে এ তো নায়িকাদের রেকর্ড।

ওটিটিতে মুক্তি পেলো জয়ার 'জিম্মি'

বিনোদনব ডেস্ক : রুনা লায়লা একজন সরল কিন্তু দৃঢ়চেতা নারী। সরকারি বিদ্যুৎ অফিসে চাকরি করে। তার জীবন এক ভয়াবহ মোড় নেয় যখন সে অফিসে টাকা ভর্তি এক লুকানো বাক্স পায়। আকাঙ্ক্ষা এবং লোভের বশবর্তী হয়ে বিপজ্জনক পরিণতির কথা ভেবে সে বাক্সটা নিয়ে নেয়। সেই বাক্সকে ঘিরে একের পর এক ঘটনা ঘটতে থাকে তার জীবনে। সাত পর্বের ব্ল্যাক কমেডি জনরার সিরিজ 'জিম্মি'-তে আশফাক নিপুন এমনই এক রুনা লায়লার গল্প দেখিয়েছেন। হইচই-তে গত শুক্রবার মুক্তি পেয়ে গেছে 'জিম্মি'। মুখ্য চরিত্রে অর্থাৎ রুনা লায়লা চরিত্রে রয়েছেন জয়া আহসান। 'জিম্মি' দিয়েই ওয়েব সিরিজে আত্মপ্রকাশ কেন এমন প্রশ্নে তিনি বলেছিলেন, আমি নতুন কোনো কাজ করার আগে তিনটা বিষয় সবসময় খেয়াল করি। সেটা হলো গল্প, চরিত্র ও পরিচালক। জিম্মি-র ক্ষেত্রে এগুলো সব মন মতো মিলে গিয়েছিল। তাই আর দেরি করিনি। এই সিরিজে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইরেশ যাকের, শাহরিয়ার নাজিম জয়, রাফিউল কাদের রুবেল, প্রান্তর দস্তিদার, মাহমুদ আলম, অশোক ব্যাপারী, আরফান মেধা শিব্বু, মুনিরা বেগম মিমি, শাহাদত শিশিরসহ আরও অনেকে। 'জিম্মি' পরিচালনা ও চিত্রনাট্যের কাজটা সামলেছেন আশফাক নিপুন।

অনলাইনে চলছে শাকিবের 'চাঁদ মামা' ঝড়

বিনোদন ডেস্ক : 'বরবাদ' সিনেমার আইটেম গান 'চাঁদ মামা' যে এক দুর্দান্ত নাচের গান হতে যাচ্ছে, তার আঁচ পাওয়া যায় টিজারেই। মেগাস্টার শাকিব খানের সঙ্গে ওপার বাংলার নায়িকা নুসরাত জাহানের রসায়নও মনে ধরেছে দর্শক শ্রোতাদের- তা বোঝা গেল গত শুক্রবার সন্ধ্যায় এসেছে পূর্ণাঙ্গ গান প্রকাশের পর। ৩ মিনিট ৩ সেকেন্ডের এই গানটি লিখেছেন এবং সুর-সংগীত আয়োজন করেছেন প্রীতম হাসান। কণ্ঠ দিয়েছেন প্রীতম ও দোলা। এর আগে গত মঙ্গলবার রাতে গানটির কয়েক সেকেন্ডের একটি প্রমো প্রকাশ হয়। যেখানে শাকিব খান ও নুসরাতকে দেখে প্রশংসায় মেতে ওঠে দুই বাংলার দর্শক। তাদের অনেকের মন্তব্য, শাকিবের 'লাগে উরাধুরা'র মতোই কিছু একটা হয়েছে। এমনকি সেটিকে ছাড়িয়েও যেতে পারে 'চাঁদ মামা'!

সমালোচনার জবাবে যা বললেন বর্ষা

বিনোদন ডেস্ক : ঢাকাই সিনেমার অভিনেত্রী বর্ষা স্পষ্ট জানিয়েছেন, অভিনয় ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত একান্তই তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, সোশাল মিডিয়ায় আসলে সবকিছু বলতে নেই। আমি যেটা বলেছিলাম, সেটা একেবারে আমার ব্যক্তিগত চিন্তা এবং আমার মনের কথা। এটা আমার সিদ্ধান্ত। অথচ এ নিয়ে মানুষজন আলোচনা-সমালোচনা শুরু করেছে! তিনি নিজের সন্তানদের কথা চিন্তা করেই অভিনয় থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে এ নিয়ে কোনো বিতর্কের সুযোগ নেই উল্লেখ করে বর্ষা বলেন, আমি কি কাউকে অসম্মান করেছি এখানে? আমাদের মিডিয়াতে অনেক দম্পতি আছেন যারা একটা সময় অভিনয় ছেড়ে দিয়েছেন। মৌসুমি-ওমর সানি কিংবা নাইম-শাবনাজের মতো জুটির কথাই ধরুন। আমরা তাদের ভালোবাসি, তাদের চমৎকার সম্পর্কের প্রশংসা করি। তিনি আরও বলেন, আমার এই সিদ্ধান্ত নিয়ে এত সমালোচনা করার কিছু নেই। অভিনয় ছেড়ে দেওয়া একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। এটা অন্য কারও বিরক্তির কারণ হওয়ার মতো কিছু নয়। বর্ষার এমন মন্তব্যের পর

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। অনেকেই তার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেও কেউ কেউ সমালোচনা করেছেন। তবে বর্ষা মনে করেন, অভিনয় ছাড়ার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ তার নিজস্ব এবং এটি নিয়ে অহেতুক বিতর্কের প্রয়োজন নেই।

খুনের হুমকি নিয়ে যা বললেন সালমান খান

বিনোদন ডেস্ক : বলিউড ভাইজান সালমান খান গতবছর থেকেই প্রাণনাশের হুমকি পাচ্ছেন। এ ঘটনার পেছনে রয়েছে গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোই। হত্যার হুমকির পর সালমান খানের ঘনিষ্ঠদেরও দিশেহারা অবস্থা। কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে এখন তিনি সব জায়গায় চলাফেরা করছেন। শুধু তাই নয়, সালমানের গতিবিধিও বর্তমানে নির্দিষ্ট করা। তার জীবন এখন ঘুরপাক খায় শুধু বাড়ি আর শুটিং সেটের মধ্যে। কিন্তু যাকে নিয়ে এত কাণ্ড, সেই সালমানের যেন কোনো চিন্তা নেই। বলা চলে তিনি রীতিমতো বেপরোয়া। 'সিকান্দার'সিনেমার প্রচারে এসে নিশানায় সালমান। একাধিকবার বলিউডের ভাইজানকে খুনের হুমকি দিয়ে খবরের শিরোনামে জায়গা করে নিয়েছে কুখ্যাত গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোই। ২০২৪ সাল থেকে সেই উপদ্রব আরও বেড়েছে। মাসখানেক আগে গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে গুলি চালানো। বিদেশে সালমানের বন্ধু-গায়কের বাড়িতে হামলা, তারপর গতবছর অক্টোবর মাসে সালমান ঘনিষ্ঠ বাবা সিদ্দিকির খুন! একের পর এক ঘটনা ঘটিয়ে ভাইজানকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে বিষ্ণোই গ্যাং। যার জেরে ওয়াই প্লাস ক্যাটাগরির

এই প্রথমবার খুনের হুমকি নিয়ে মুখ খুললেন ভাইজান। লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের মৃত্যুর হুমকির বিষয়ে সালমান খান বলেন, 'যতদিন আয়ু লিখে রেখেছেন, ততদিনই বাঁচব'। ঘটনাটি ১৯৯৮ সালের। সেই সময়ে রাজস্থানের কঙ্কানি গ্রামে 'হাম সাথ সাথ হ্যায়' সিনেমার শুটিং করতে গিয়ে বিতর্কে জড়ান সালমান খান। ভাইজানের বিরুদ্ধে কৃষ্ণসার হরিণ হত্যার অভিযোগ তোলা হয়। দুই দশক আগের সেই ঘটনার পর থেকেই বিষ্ণোই গ্যাংয়ের পাশাপাশি সালমান খানের নিরাপত্তা বর্তমানে আরও জোরদার হয়েছে। নিজের নিরাপত্তার জন্য দুবাই থেকে ২ কোটি রুপি খরচ করে বুলেট প্রুফ গাড়িও আনিয়েছেন ভাইজান। এমনকী তার বাংলোর পুরো বারান্দা ঢেকেছেন বুলেট প্রুফ কাচে। কিন্তু সারাজীবন কি এভাবে প্রাণভয় বয়ে বেড়াতে হবে তাকে? অনুরাগীদের এমন কৌতূহল মেটাতেই এবার মুখললেন সালমান।

চলছে মাঝারি তাপপ্রবাহ, এর মধ্যে গরম থেকে স্বস্তি পেতে গভীর নলকূপের পানিতে গোসল করছেন যুবকেরা।

ছাত্রীকে বিয়ে করা প্রধান শিক্ষকের অপসারণ দাবিতে মানববন্ধন

মান্দা, নওগাঁ প্রতিনিধি : ছাত্রীকে বিয়ে করে আলোচনা আসা নওগাঁর মান্দা উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা মেমোরিয়াল বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আকরাম হোসেনের অপসারণ দাবিতে মানববন্ধন করা হয়েছে। ছাত্রী অভিভাবক ও এলাকাবাসির ব্যানারে বিদ্যালয়ের সামনে নওগাঁ-রাজশাহী মহাসড়কে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দা ময়েজ উদ্দিনের সভাপতিত্বে মানববন্ধন চলাকালে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য দেন শামীম হোসেন সাজু, আল মামুন, মোস্তাকিম সরদার, বাবুল হোসেন বাবু, গোলাম মোর্শেদ, সোহেল সরদার, রিসালাত সাজিদ, রশিদা বেগম প্রমুখ। বক্তারা বলেন, ছাত্রী দোলা আক্তারের (১৬) সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে প্রধান শিক্ষক আকরাম হোসেনের প্রেমের গুঞ্জন ছিল। গত বুধবার ছাত্রী দোলা আক্তারকে বিয়ে করে তৃতীয় স্ত্রী হিসেবে ঘরে তোলেন তিনি। একই প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্রী দোলা আক্তার এবারের এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেবে। এর আগেও একই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী রিনা আক্তার পুতুলকে দ্বিতীয় বিয়ে করে আলোচনা জন্ম দিয়েছিলেন প্রধান শিক্ষক আকরাম। বক্তা শামীম হোসেন সাজু বলেন, 'প্রধান শিক্ষক আকরামের তৃতীয় স্ত্রী দোলা আক্তার তার দ্বিতীয় স্ত্রী পুতুলের বান্ধবীর মেয়ে। সেই মেয়েতুল্য ছাত্রীকে তৃতীয় বিয়ে করে আবারও আলোচনার জন্ম দিয়েছেন। এ ধরণের চরিত্রহীন শিক্ষকের অবিলম্বে অপসারণসহ দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবি করছি।' এদিকে বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে মান্দা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে অভিযোগ দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

বান্ধবীর মেয়েকে বিয়ে করায় ক্ষোভ ও লজ্জায় প্রধান শিক্ষকের দ্বিতীয় স্ত্রী রিনা আক্তার পুতুল স্বামীর বাড়ি ছেড়ে বাবার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। ছাত্রীকে তৃতীয় বিয়ে করা প্রসঙ্গে প্রধান শিক্ষক আকরাম হোসেন বলেন, ছাত্রী দোলাকে আমি সামাজিকভাবে বিয়ে করেছি। তাকে অনেক আগেই বিয়ে করতাম।

কিন্তু বয়স সমস্যার কারণে করিনি। আমি একাধিক বিয়ে করতেই পারি। এখানে কারো কিছুই আসে যায় না। এ প্রসঙ্গে মান্দা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাহ আলম মিয়া বলেন, স্থানীয় লোকজনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ছাত্রী দোলা আক্তারকে বিয়ে করার সংবাদ প্রকাশ হয়ে পড়ায় তোলপাড় চলছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে। এনিয়ে হাস্যাত্বক, ব্যঙ্গাত্বকসহ কুরুচিপূর্ণ কমেন্ট করেছেন অনেকেই। কেউ কেউ আবার প্রধান শিক্ষক আকরাম হোসেনের অপসারণ দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন।

রংপুরে অপহৃত ৪ শিশুসহ এক নারী আটক

রংপুর প্রতিনিধি : রংপুর রেলস্টেশন এলাকায় থেকে অপহৃত ৪ শিশুসহ আদুরী বেগম (৩৫) নামে এক নারীকে আটক করেছে পুলিশ। স্টেশন এলাকা থেকে আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রেলপুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আবুল কালাম। পুলিশ সুত্রে জানা যায়, রংপুর নগরীর ৭নং ওয়ার্ডের তপোধন গ্রাম থেকে চার শিশু নিয়ে ওই মহিলা ইফতার পরবর্তি উধাও হন। এরপর বিষয়টি পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটকে জানালে রেলস্টেশন, বাসস্টান্ডসহ বিভিন্ন পয়েন্টে অবস্থান নেন পুলিশ। এরপরেই স্টেশন এলাকা থেকে অপহৃত ৪ শিশুসহ ওই মহিলাকে রেলওয়ে পুলিশ আটক করে। এদিকে ভুক্তভোগি পরিবার সুত্রে জানা যায়, আদুরী বেগম নামের ওই নারী নগরীর ৭নং ওয়ার্ডের তপোধন গ্রামে এক বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় প্রত্যাশা করেন। ওই বাড়ির অভিভাবক আশিকুল ইসলাম ওই নারীকে আশ্রয় দেন। রাতে ওই বাড়িতে অবস্থান করেন এবং সাহরী খান। আজকে সারাদিন ওই বাড়িতেই ছিলেন এবং সন্ধ্যায় ইফতারও করেন। ইফতার পরবর্তি কোন এক সময় ওই নারী ৬ থেকে ১০ বছরের ৪ শিশুকে নিয়ে উধাও হয়ে যান। এসময় সন্তানদের না পেয়ে তাৎক্ষনিকভাবে পুলিশকে জানানো হয় ঘটনাটি। এরপরেই রংপুর রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় ৪ শিশুসহ ওই মহিলাকে আটক করা হয়। রংপুর রেলপুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আবুল কালাম জানান, আমরা ৪ শিশুসহ আদুরী বেগম নামে এক নারীকে আটক করেছি। ইতিমধ্যে রংপুর মেট্রোপলিটন কোতয়ালী থানার অফিসারদের কাছে হস্তান্তর করেছি। কিন্তু উত্তেজিত জনতার কারনে অপহৃত শিশুসহ ওই নারীকে নিরাপদে নেয়া সম্ভব হয়নি। তবে চেষ্টা চলছে।

ওমরা পালন করতে গিয়ে বরিশালের বৃদ্ধা নিখোঁজ

বরিশাল প্রতিবেদক : পবিত্র ওমরা পালন করতে গিয়ে কাবা শরীফ তাওয়াফের সময় হারিয়ে গেছেন জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার রাজিহার ইউনিয়নের রাংতা গ্রামের বৃদ্ধা সাহেরা বেগম (৮০)। তিনি ওই গ্রামের মৃত আক্কেল আলী হাওলাদারের স্ত্রী। সৌদি আরবে বসবাসরত বৃদ্ধা সাহেরা বেগমের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মো. কামাল বয়াতী গত শুক্রবার দিবাগত রাতে মোবাইল ফোনে জানিয়েছেন, গত ২৪ মার্চ পবিত্র কাবা শরীফ তাওয়াফের সময় সাহেরা বেগম হারিয়ে গেছেন। অনেকস্থানে খোঁজাখুজি করেও তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। বৃদ্ধা সাহেরা বেগমের সন্ধান পেলে সৌদি আরবে বসবাসরত কামাল বয়াতীর ব্যবহৃত ০০৯৬৬৫৪০০২৭৫১৩ নাম্বারে কিংবা বাংলাদেশে যোগাযোগের জন্য স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. খোকনের ব্যবহৃত।

সকালে মেঠো পথে সাইকেল চালানো শিখছে শিশুটি। বলরামপুর, রংপুর।

নগ্ন ছবি-ভিডিও ছড়ানোর ভয় দেখিয়ে প্রেমিকের টাকা দাবি

লালমনিরহাট প্রতিনিধি : লালমনিরহাটে গোপনে ধারণ করা নগ্ন ছবি ও ভিডিও নিয়ে ব্ল্যাকমেইলের অভিযোগে পৌরসভার কলেজ বাজার এলাকা থেকে আব্দুর রাজ্জাক (২৮) নামের একজনকে গ্রেফতার করেছে লালমনিরহাট সদর থানা পুলিশ। গতকাল শনিবার সকালে লালমনিরহাট সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি তদন্ত) বাদল কুমার মন্ডল সাংবাদিকদের গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এর আগে কলেজ বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গ্রেফতার আব্দুর রাজ্জাক আদিতমারী উপজেলার মহিষখোচা ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের মন্টু মিয়ার ছেলে। অভিযোগে জানা যায়, লালমনিরহাট সদর থানায় পর্নোগ্রাফির একটি অভিযোগের পর থানা পুলিশ আসামি গ্রেফতারে গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করে। এর ধারাবাহিকতায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত শুক্রবার রাতে থানার লালমনিরহাট পৌরসভার কলেজ বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে। এ সময় তার কাছ থেকে ভিকটিমের বিপুল পরিমাণ নগ্ন ছবি, ভিডিও, ইমো ও ম্যাসেঞ্জার কথোপকথনের স্ক্রিনশট জব্দ করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আব্দুর রাজ্জাক জানান, ভিকটিমের সঙ্গে তার প্রায় তিন বছর আগে প্রাইভেট পড়াতে গিয়ে পরিচয় হয়। তখন থেকেই ভিকটিমের সঙ্গে তিনি মাঝে মাঝে ম্যাসেঞ্জারে কথা বলতেন। ধীরে ধীরে তাদের মাঝে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রেমের এক পর্যায়ে ভিকটিমকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে তার সাথে দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং গোপনে সেই মুহূর্তের নগ্ন ছবি ও ভিডিও ধারন করেন। এসব নগ্ন ছবি, ভিডিও বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে ভিকটিমকে পুনরায় শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন। পরবর্তীতে ভিকটিম বিয়ের কথা বললে তিনি বিভিন্নভাবে টাল-বাহানা শুরু করেন। একপর্যায়ে প্রেমিক বিভিন্ন সময় কার ধারণকৃত ছবি-ভিডিও ভিকটিমের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে দেয়ার ভয় দেখিয়ে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন। এরপর ভিকটিম সম্পর্ক ছিন্ন করার চেষ্টা করলে আসামি ৫ লাখ টাকা দাবি করেন। এছাড়া শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন না করলে তার কাছে থাকা নগ্ন ছবি-ভিডিও ভাইরাল করার হুমকি দেন। গ্রেফতারের পর জিজ্ঞাসাবাদে তার মোবাইলে ও গুগল ড্রাইভে বিপুল পরিমাণ নগ্ন ভিডিও ও ছবি পাওয়া যায়।

মুন্সীগঞ্জে অটোরিকশা ছিনতাইয়ের ঘটনায় গণপিটুনি, নিহত ১

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার তন্তরে অটোরিকশা ছিনতাই করতে গিয়ে গণপিটুনিতে জাফর মিয়া (৪০) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছে। এ সময় তার সহযোগী অপর ২ ছিনতাইকারী জহির হোসেন(৪২) এবং আরিফ শিকদার (৪০) গুরুতর আহত হয়। এ ঘটনা ঘটে। নিহত জাফর মিয়া মাদারীপুরের কালকিনি ফুলছড়ি গামের আ: সাত্তার মিয়ার পুত্র। শ্রীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাকিল আহমেদ জানান, ভোর সাড়ে ৫ টায় উপজেলার তন্তর ইউনিয়নের পাড়াগাওয়ের ফালু শেখের ছেলে মহসিন অটো রিকশা নিয়ে নিজ বাড়ী থেকে বের হয়ে নওপাড়া পাঁকা রাস্তায় পৌছলে সংঘবদ্ধ ৩ ছিনতাইকারী রাস্তায় কলাগাছ ফেলে পথ রোধ করে কিলঘুষি মেরে অটোরিকশা নিয়ে পালিয়ে যায়। অটো চালক মহসিন এর ডাক চিৎকারে গ্রামবাসী ছুটে এসে ৩ ছিনতাইকারী জাফর(৪০) জহির এবং আরিফ শিকদার কে গণপিটুনি দেয়।

রঞ্জু হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে ভূঞাপুরে মানববন্ধন

ভূঞাপুর, টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : টাঙ্গাইলের বাসাইলে মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রের কর্মচারী শরিফুজ্জামান (রঞ্জু খন্দকার) এর হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে ভূঞাপুরে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে তার স্বজন ও এলাকাবাসী। সর্বস্তরের জনগণের উদ্যোগে দুপুরে যমুনা সেতু-ভূঞাপুর সড়কের বাগবাড়ী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঘন্টা ব্যাপী এ কর্মসূচি পালন করা হয়। এতে নিহতের পরিবারসহ শতশত মানুষ অংশ নেয়। এসময় বক্তব্য রাখেন- নিহতের পিতা মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মাস্টার, স্ত্রী নূরি আক্তার, চাচা খন্দকার মজিবুর রহমান তপন, চাচি শিউলি আক্তার জুঁই, ডেইজি, আব্দুল আউয়াল, মোঃ লিপ্টন, মনিরুজ্জামান কাইয়ুম, তাহমিদুল হোসেন ইমরান, এইচ এম আল মামুন, মোঃ বাবলু মিয়া, মোস্তাক আহমেদ প্রমুখ। বক্তারা বলেন, রঞ্জু খন্দকারকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। খুনের ঘটনায় মামলা হলেও পুলিশ এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত সকলকে দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় এনে সর্বোচ্চ শাস্তি ফাঁসির দাবি জানান তারা। উল্লেখ্য, গতকাল শনিবার টাঙ্গাইলের বাসাইল উপজেলার কাশিল পশ্চিমপাড়া এলাকার মনির খান, ছেলে ফরিদ খান, সহযোগী পলাশ, রিপন, তালেব খান ও ফরিদা মিলে বৃজ মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রের লোকজনের ওপর অতর্কিতভাবে হামলা চালায়। এসময় রঞ্জু গুরুতর আহত হয়। প্রথমে তাকে টাঙ্গাইল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও পরে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেয়া হয়। ২৩ মার্চ বিকেলে তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী নূরী আক্তার বাদি হয়ে ৬ জনকে আসামি করে বাসাইল।

চুরির ৭ লাখ টাকায় স্ত্রী তালাকের আয়োজন, অত:পর ধরা

হিলি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : উপজেলার মংলা বাজারের কাপাড় ও বিকাশ ব্যবসায়ী আব্দুর রাজ্জাক দুই সপ্তাহ আগে জুম্মার নামাজ পড়তে গেলে তার দোকানে দিনে-দুপুরের দুর্ধর্ষ চুরির সংঘটিত হয়। চোরেরা তার দোকান থেকে সাত লাখ টাকা চুরি করে। হাকিমপুর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী করা হয়। ঘটনার কয়েকদিন পর এই এলাকার যুবক জহুরুল তার ৪ মাসের অন্ত:সত্তা স্ত্রীকে মারধর শুরু করে। এবং তার সাথে আর সংসার করবেনা বলে শ্বশুরবাড়ির লোকদের চাপ দিতে থাকে। সে পেশায় একজন দিনমজুর। মোহরানার আড়াই লাখ টাকা নগদে পরিশোধ করবে বলে বারবার তাগাদা দেয়। এরপর গত শুক্রবার বিকেলে স্থানী-য়রা ও শ্বাশুর বাড়ির লোকজন বসে তালাকের সীদ্ধান্ত হয়। বাবার বাড়ি থেকে দেয়া কাপড় ও আসবাবপত্র গোছাতে শুরু করে তার স্ত্রী মিনারা বেগম। এ সময় ঘরের এক কোনায় লুকিয়ে রাখা অনেকগুলো টাকা দেখতে পান। বিষয়টি উপস্থিত লোকজনকে জানতে পারলে শুরু হয় জল্পনা কল্পনা। এরপর তাকে উত্তম মধ্যম দিলে চুরির বিষয়টি স্বীকার করে। প্রতিবেশী তাছির উদ্দিন বাপ্পি জানান, ওই চুরি সংঘটিত হওয়ার পর জহরুলের মধ্যে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সে দিন মজুর। তার নিজস্ব কোন জয়গা জমি নেই। কয়েকদিন থেকে শুনছি সে অন্ত:সত্ত্বা স্ত্রীকে নগদ মোহরানার টাকা পরিশোধ করে তালাক দিচ্ছে। এটা শোনার পর তিনি সন্দেহ করেছিলান কয়েকদিন আগে বাজারে দোকন থেকে চুরির বিষয়ে তার হাত থাকতে পারে। উপজেলার মংলা বাজারের ভুক্তভোগী ব্যাবসায়ী আব্দুর রাজ্জাক জানান, তার দোকানের কিছুটা অদূরে চোর জহরুলের বাড়ি। তার বাড়িতে গিয়ে দেখি কয়েকজন তাকে বেঁধে রেখেছে। এবং সে আমার দোকান থেকে টাকা চুরির কথা স্বীকার করেছে। হাকিমপুর থানা ওসি সুজন মিয়া জানান, এ ঘটনায় জহুরুলসহ মোট তিন জনকে আটক করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা চুরির বিষয়টি স্বীকার করেছে। এবং জহরুলের কাজ থেকে নগদ ১ লাখ ২৬ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। আটককৃতরা হলেন, মংলা বাজারের আফতাব উদ্দিনের ছেলে জহুরুল (২২), সাতকুড়ি গ্রামের খলিলুর রহমানের ছেলে শাহাজুল (৩২) নওদাপাড়া বিলের পাড়া গ্রামের মহাতাব উদ্দিনের ছেলে তাইজুল (৩৫)।

কাহারোলে ডিএপি সার পাচারের সময় আটক: তদন্ত কমিটি গঠন

কাহারোল, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলার নতুন ব্রিজের উত্তর পার্শ্বে বীরগঞ্জ রোডে কামোর হাট থেকে বিসিআইসি সার ডিলার খান এন্টার প্রাইজ এর প্রোঃ বাক্কার খান এর রাতের আধারে কাহারোলের বাইরে ৩০ বস্তা ডিএপি সার পাচারের সময় আটক করে স্থানীয় লোকজন। ২০২৫ইং তারিখে রাত আনুমানিক ১০ টার সময় স্থানীয় লোকজন সার আটক করে, কাহারোল উপজেলা নির্বাহী অফিসার কে মুঠোফোনে জানাইলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাৎক্ষণিক কাহারোল থানার অফিসার ইনচার্জ কে জানান। পরে কাহারোল থানার পুলিশ ৩০ ডিএপি সার ও ভটভটি আটক করে থানায় নিয়ে আসে। বর্তমানে ৩০ বস্তা ডিএপি সার ও ভটভটি থানায় আটক রয়েছে। সারের মালিক ও ভটভটি চালককে খুজে পাননাই কাহারোল থানার পুলিশ। এলাকাবাসীর দাবির মুখে তাৎক্ষণিক খান এন্টারপ্রাইজের সারের গুদাম কৃষি বিভাগ তদন্ত করেন প্রকৃতপক্ষে সারের মালিক কে? আটককৃত সারের বিষয়ে কাহারোল থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ রুহুল আমিন বলেন, থানায় একটি সারের বিষয়ে জিডি করা হয়েছে এবং বিজ্ঞ আদালতকে সারের বিষয়ে অবগত করা হয়েছে। কাহারোল উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোঃ খুরশিদ হাসান বলেন, আমি সহ কমিটির সদস্যগণ খান এন্টারপ্রাইজের গুদাম ঘর ও সার বিক্রয়ের মেমো এবং তার খাতা যাচাই বাছাই করা হয়েছে, তদন্ত সাপেক্ষে বলা যাবে।

ধনাগোদা নদী কালীপুর-চরকালীপুর পাড়াপাড়ে ডাকাতির শঙ্কা

মতলব উত্তর, চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার ধনাগোদা নদী কালীপুর -চরকালীপুর পাড়াপাড়ে নৌ সীমানায় ডাকাতির শঙ্কা থাকেন ঢাকায় চলাচলের যাত্রীরা। ঈদের সময়ে ও শাহ্ সোলাইমান (র.) লেংটার মেলাকে কেন্দ্র করে ডাকাতির শঙ্কা আরো বৃদ্ধি পায়। প্রতি বছরই এ অঞ্চলে অথবা লেংটার মেলায় সময় ডাকাতির ঘটনা ঘটে থাকে। এ বিষয়ে লেংটার মেলার আইনশৃংখলা স্বাভাবিক রাখাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ও অনিয়ম করতে দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন চাঁদপুর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মোহসীন উদ্দিন ও জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আব্দুর রকিব পিপিএম। স্বল্প সময়ে ঢাকা যাতায়াতের জন্য মতলব উত্তর - দক্ষিণ উপজেলার অধিকাংশ যাত্রী টলার যোগে ধনাগোদা নদী পাড় হয়ে কালীপুর - চরকালীপুর যায়। এখান দিয়ে প্রতিদিন টলারের মাধ্যমে হাজার হাজার যাত্রী পারাপার হয়। প্রতি বছর লেংটার মেলায় প্রচুর লোক যাতায়াত করে এই পথে। এবার ঈদ ও মেলা একই সময়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার যাত্রীদের চাপ থাকবে এ পথে। তাই এবার নদীতে ডাকাতির শঙ্কাও রয়েছে বেশি। বোরহান নামে এক যাত্রী জানান, আমি ব্যবসায়ী কাজে দিনরাত্রি এ পথে ঢাকা যাওয়া -আসা করি। রাতে আতংকে নদী পাড় হতে হয়। ডাকাতরা নদীতে ওতপেতে থাকে, সুযোগ পেলেই কেড়ে নেয় যাত্রীদের সব। এ পথের নিয়মিত যাত্রী রিয়াজুর হাসান বলেন, আমি একবার এই পথে বাড়িতে আসার সময় ডাকাতির কবলে পড়েছিলাম। এখন রাতে আমি যাতায়াত করি না।

নদীভাঙন রোধে ব্লক তৈরির কাজ করছেন শ্রমিকেরা। এ কাজে দৈনিক ৫০০ টাকা মজুরি পান। মোমেনপুর, দিঘলিয়া, খুলনা

রামুতে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত, চ্যাম্পিয়ন কচ্ছপিয়া ইউনিয়ন একাদশ

রামু, কক্সবাজার প্রতিনিধি : 'খেলার মাধ্যমে যুবকদের ক্ষমতায়ন' এ শ্লোগানে কক্সবাজারের রামুতে অনুষ্ঠিত হলো প্রীতি ফুটবল ম্যাচ। খেলায় স্বাগতিক কাউয়ারখোপ ইউনিয়ন একাদশকে ২-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কচ্ছপিয়া ইউনিয়ন একাদশ। ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ এর চাইল্ড সেফটি নেট প্রজেক্টের আয়োজনে রামু উপজেলার কাউয়ারখোপ ইউনিয়নের ফুলনীরচর এলাকায় এ প্রীতি ফুটবল অনুষ্ঠিত হয়। এতে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার পান কচ্ছপিয়া ইউনিয়ন একাদশের জয়নাল আবেদিন। খেলা শেষে বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন- কাউয়ারখোপ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শামসুল আলম। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন- ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ এর চাইল্ড সেফটি নেট প্রজেক্টের মোবিলাইজেশন, সিস্টেম এন্ড স্ট্রেন্থ অফিসার সৈকতুর রহমান, কাউয়ারখোপ ইউপি সদস্য মোহাম্মদ আলী, সমাজ সেবক মিজানুর রহমানসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

রামুতে বন বিভাগের অভিযানে স্কেভেটর ও পিকআপ জব্দ

রামু, কক্সবাজার প্রতিনিধি : রামুতে বন বিভাগের অভিযানে পাহাড় কাটার সময় স্কেভেটর ও পিকআপ (ডাম্পার) জব্দ করা হয়েছে। রামু উপজেলার দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়নের পানেরছড়া রেঞ্জের আওতাধিন তুলাবাগান বাগান বন বিটের পূর্ব কুল এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। এসময় পাহাড় কাটায় জড়িতরা পালিয়ে যান। পানেরছড়া রেঞ্জ কর্মকর্তা মোহাম্মদ শরীফুল আলম পাহাড় কাটার খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে একটি স্কেভেটর ও একটি ডাম্পার আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান- জব্দকৃত স্কেভেটর ও ডাম্পার বিভাগীয় বন কর্মকর্তার হেফাজতে রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে পাহাড় কাটার অভিযোগ মামলার প্রক্রিয়া চলছে। তিনি আরও জানান- বনের পাহাড় কাটা, গাছ নিধন এবং অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধসহ অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে বন বিভাগ। স্থানীয় বাসিন্দা ও বন বিভাগের সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলে জানা গেছে- পশ্চিম উমখালী এলাকার মৃত ইউসুফের ছেলে নুরুল হুদা ও পূর্ব পানেরছড়া এলাকার ফরিদুল আলমের নেতৃত্বে ওই এলাকায় দীর্ঘদিন একটি সংঘবদ্ধ চক্র বন বিভাগের পাহাড় কাটা, ছড়া থেকে বালি উত্তোলন, গাছ নিধনসহ পরিবেশ বিধ্বংসী কর্মকান্ড চালিয়ে আসছে। দীর্ঘদিন পর হলেও বন বিভাগের এ অভিযানে স্থানীয় সন্তোষ প্রকাশ করলেও জড়িতরা ধরাছোয়ার বাইরে থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। অভিযানে পানেরছড়া বিট কর্মকর্তা গোলাম মোস্তফা বিদ্যুৎ, ধোয়াপালং রেঞ্জের সদর বিট কর্মকর্তা, দক্ষিণ বন বিভাগের স্পেশাল টিম, রামু থানা পুলিশের টহল টিম এবং সংশ্লিষ্ট রেঞ্জের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারিরা অংশ নেন।

কোটচাঁদপুরে ট্রেনের ধাক্কা ট্রাক্টর চালক নিহত

কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার সাবদারপুরের সোয়াদী রেল গেটে ট্রেন ও মাটি ভর্তি ট্রাক্টরের সংঘর্ষে ট্রাক্টর চালক নিহত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে খুলনা থেকে ঢাকাগামী সুন্দরবন এক্সপ্রেসে। স্থানীয় প্রসাশনের সহযোগীতা নিয়ে রাতভর চলে অবৈধ ভাবে মাটি কাটা ও মাটি ভর্তি ট্রাক্টর চলাচল। রাতে কানে হেটফোন লাগিয়ে বেপরোয়া ট্রাক্টর চালানোই এ দূর্ঘটনার মূল কারণ বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে ২শত মিটার দূরে অবস্থিত পুলিশ ফাঁড়ি ইনচার্জ এসআই রফিক জানান- আমরা রাতে এ দূরঘটনার সাথে সাথে ঘটনাস্থলে যেয়ে দেখি ট্রেনের ধাক্কায় মাটি ভর্তি ট্রাক্টর রেল লাইনের পাশে উল্টিয়ে পড়ে আছে। সাথে ট্রাক্টর ড্রাইভারের রক্তাক্ত লাশ। তিনি জানান- ট্রাক্টর চালকের কানে হেট ফোন থাকায় এ দূরঘটনাটি ঘটেছে। মৃত ব্যক্তির নাম ভোলা (২০) বাড়ী দর্শনার গহেরপুর গ্রামে। সে ওই গ্রামের আতিয়ার রহমানের ছেলে। কোটচাঁদুরের সাফদারপুর হাজি ইট ভাটার ট্রাক্টর ড্রাইভারের চাকুরী করতো এই নিহত ভোলা। বিষয়টি নিয়ে সাফদারপুর রেলষ্টেশন মাষ্টার রিপন আলী জানান- খবর পেয়ে আমরা রাতেই ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। তিনি বলেন, এখানে ইরফান আলী নামের একজন গেটম্যান আছে।

কালিগঞ্জে মোটর সাইকেলের ধাক্কায় নিহত ১

কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা প্রতিনিধি: বেপরোয়া গতির মোটরসাইকেলের ধাক্কায় আহত হওয়ার দশদিন পর না ফেরার দেশে চলে গেলেন তরুণী গৃহবধূ সাদিয়া পারভীন (২৪)। সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে থাকা ওই গৃহবধূকে মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। নিহত সাদিয়া পারভীন কালিগঞ্জ উপজেলার মথুরেশপুর ইউনিয়নের বসন্তপুর গ্রামের সাংবাদিক ও ব্যবসায়ী তারিকুশ সারাফাতের স্ত্রী। পরিবারের সদস্যরা জানান, গত ১৯মার্চ কম্পিউটার প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে নলতায় যেয়ে আহছানিয়া মিশন রেসিডেন্সিয়াল কলেজের সামনে বেপরোয়া গতির মোটরসাইকেলের ধাক্কায় আহত হন এক কণ্যা সন্তানের জননী সাদিয়া পারভীন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে খুলনার একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং পরবর্তীতে সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়। সেখানে গত শুক্রবার রাত সাড়ে ৭টার দিকে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গৃহবধূকে ধাক্কা দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যাওয়া বখাটে জিসান (১৬) দেবহাটা উপজেলার টাউনশ্রীপুর গ্রামের জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে। ঘটনার পর থেকে সে পলাতক রয়েছে বলে জানা গেছে। কালিগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ হাফিজুর রহমান সড়ক দুর্ঘটনায় আহত গৃহবধূর সাদিয়া পারভীন মারা গেছেন বলে নিশ্চিত করেছেন।

কাপাসিয়ায় বয়স্ক মহিলাদের কুরআন শিক্ষা কোর্স ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

কাপাসিয়া, গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলার বৃহত্তম স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক সংগঠন ''ভূঁইয়া ফাউন্ডেশন'' এর ব্যবস্থাপনায় এবং ঐতিহ্যবাহী দ্বিনী প্রতিষ্ঠান ভাকোয়াদী রিয়াজুল জান্নাহ্ আদর্শ বালিকা মাদরাসার উদ্যোগে আয়োজিত পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে বয়স্ক মহিলাদের কুরআন শিক্ষা কর্মসূচী আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়েছে। মহাগ্রন্থ আল্ কুরআন শিক্ষা কোর্স সমাপনী উপলক্ষে সকালে মাদরাসা মিলনায়তনে পুরস্কার বিতরণ।

সুন্দর সোনাঝুরি ফুল। কন্ট্রাক্টরপাড়া, রাঙামাটি।

কভেন্ট্রির সাথে জয় পেলো হামজার শেফিল্ড

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ক্যারিয়ারে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাজ্য ফিরেই মাঠে নামতে হলো হামজা চৌধুরীকে। বিমানের দীর্ঘ ভ্রমণক্লান্তি কাটিয়ে ওঠার আগে মাঠে নেমেই দলকে জেতাতে রেখেছেন দারুণ ভূমিকা। ইংলিশ লিগ চ্যাম্পিয়নশিপে কভেন্ট্রিকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে শেফিল্ড ইউনাইটেড। প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার ৭২ ঘণ্টা পরই মাঠে নামতে হয়েছে বাংলাদেশের তারকা ফুটবলার হামজা চৌধুরীকে। কভেন্ট্রির বিপক্ষে ৩ গোলদাতার তালিকায় হয়তো নাম নেই তার; কিন্তু ম্যাচের ৮৯ মিনিট পর্যন্ত মাঠে ছিলেন এবং অসাধারণ খেলেছেন তিনি। দ্য ইয়র্কশায়ার পোস্ট কভেন্ট্রির বিপক্ষে ম্যাচে শেফিল্ড ইউনাইটেডের খেলোয়াড়দের রেটিং নির্ধারণ করেছে। যেখানে তারা হামজা চৌধুরীকে দিয়েছে ১০ এর মধ্যে ৯ রেটিং। অন্যদের ৭ এর বেশি রেটিং দিতে পারেনি তারা। ৮৯ মিনিট পর্যন্ত মাঠে ছিলেন হামজা চৌধুরী। তিনি খেলেন মূলত ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডে। প্রতিপক্ষের একের পর আক্রমণ ঠেকিয়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিডফিল্ডে বল তৈরি করে দেয়ার কাজটা বেশ নিখুঁতভাবেই করেছেন তিনি। যার ফলে দেখা গেছে, ১৯ মিনিটে গুস্তাভো হ্যামার ফ্রি-কিকে গোল করার পর তার সতীর্থরা অভিনন্দন জানাচ্ছেন হামজা চৌধুরীকেই। ৩০তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেছিলেন টাইরেস ক্যাম্পবেল। ৬২তম মিনিটে ৩-০ ব্যবধান তৈরি করেন রিয়ান ব্রেউস্টার। ম্যাচের একেবারে শেষ প্রান্তে, ইনজুরি সময়ে (৯০+২ মিনিটে) জ্যাক রুডনি কভেন্ট্রির হয়ে একটি গোল শোধ করেন। কভেন্ট্রিকে হারিয়ে ইংলিশ লিগ চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠে গেছে শেফিল্ড ইউনাইটেড। ৩৯ ম্যাচ শেষে ৮৩ পয়েন্ট নিয়ে সবার শীর্ষে রয়েছে তারা। ৩৮ ম্যাচে ৮০ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে লিডস ইউনাইটেড।

জয় দিয়ে সিরিজ শুরু করলো নিউজিল্যান্ড

স্পোর্টর্স ডেস্ক : তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানকে ৭৩ রানের ব্যবধানে পরাজিত করল নিউজিল্যান্ড। আগে ব্যাট করে মার্ক চ্যাপম্যানের সেঞ্চুরি ও মোহাম্মদ আব্বাসের বিশ্বরেকর্ডে ৩৪৪ রান করে স্বাগতিকরা। জবাবে দারুণ সূচনার পরও পাকিস্তান অলআউট হয় ২৭১ রানে। নেপিয়ারে টস জিতে আগে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয় পাকিস্তান। নিউজিল্যান্ডের সূচনা ভালো হয় না। ১১ বলে ১ রান করে বিদায় নেন কিউই ওপেনার উইল ইয়ং। নাসিম শাহের শিকার হন তিনি। আরেক ওপেনার নিক কিলি আউট হন দলীয় ২৯ বলে ১৫ রান করে আকিফ জাবেদের বলে বোল্ড হয়ে। ৩৩ রানে দুই ওপেনারকে হারায় নিউজিল্যান্ড। হেনরি নিকোলসকেও দ্রুতই সাজঘরের পথ দেখান আকিফ। ২৫ বলে ১১ রান করে বিদায় নেন নিকোলস। ৫০ রানে তিন উইকেট হারিয়ে ফেলে নিউজিল্যান্ড। তবে তারপরই দলটি পায় বিশাল জুটি। মার্ক চ্যাপম্যান ও ড্যারিল মিচেল ১৯৯ রানের জুটি গড়ে দলকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে বিশাল সংগ্রহের দিকে নিয়ে যান। ১৭৪ বলে ১৯৯ রানের জুটি গড়েন চ্যাপম্যান ও মিচেল। মিচেলকে আউট করে অবশেষে এই জুটি ভাঙেন ইরফান খান। ৮৪ বলে ৭৬ রান করেন মিচেল। তার ব্যাট থেকে আসে চারটি করে চার ও ছক্কা। তারপর ক্রিজে নামেন অভিষিক্ত অলরাউন্ডার মোহাম্মদ আব্বাস। আব্বাস নেমেই আরো আক্রমণাত্মক ব্যাটিং শুরু করেন। মাত্র ২৪ বলে হাঁকান অর্ধশতক আর এতেই করে ফেলেন বিশ্বরেকর্ড। অভিষেকে দ্রুততম সেঞ্চুরি হাঁকানোর রেকর্ডটি এখন আব্বাসের দখলে। আগে এই রেকর্ড যৌথভাবে ছিল ভারতের ক্রুনাল পান্ডিয়া ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের অ্যালিক অ্যাথানজের দখলে। চ্যাপম্যান ও আব্বাসের জুটিতে আসে মাত্র ১২ বলে ৩১ রানের ক্যামিও জুটি। এই জুটি ভাঙে চ্যাপম্যান আউট হয়ে গেলে। তার আগে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ফেলেন তিনি। ৯৪ বলে তিন অঙ্ক স্পর্শ করেন চ্যাপম্যান। তিনি থামেন ১৩২ রানে। ১১১ বলের ঝড়ো ইনিংসে হাঁকান ১৩টি চার ও ছয়টি ছক্কা। বিশ্বরেকর্ড গড়ার পর আব্বাস থামেন ৫২ রান করে। ২৬ বলে ২০০ স্ট্রাইকরেটে এই ক্যামিও ইনিংসে তার ব্যাট থেকে আসে তিনটি করে চার ও ছক্কা। ইনিংসের শেষ বলে ক্যাচ আউট হন আব্বাস। নির্ধারিত ৫০ ওভারে নিউজিল্যান্ড সংগ্রহ করে ৯ উইকেটে ৩৪৪ রান। পাকিস্তানের পক্ষে তিনটি উইকেট পান ইরফান। দুইটি করে উইকেট পান আকিফ ও হারিস রউফ। বড় লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে পাকিস্তানকে দারুণ সূচনা এনে দেন উসমান খান ও আবদুল্লাহ শফিক। ৭৬ বলে ৮৩ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়েন তারা। উসমানকে শিকার করে এই জুটি ভাঙেন নাথান স্মিথ। বিদায়ের আগে উসমান করেন ৩৩ বলে ৩৯ রান। চারটি চার ও দুইটি ছক্কা হাঁকান তিনি। খানিকবাদেই আরেক ওপেনার শফিকও বিদায় নেন ৪৯ বলে ৩৬ রান করেন। ৮৮ রানে দুই ওপেনারকে হারায় পাকিস্তান। তৃতীয় উইকেটে ৭৯ বলে ৭৬ রানের জুটি গড়েন বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ান। পাকিস্তান অধিনায়ক রিজওয়ানকে শিকার করে এই জুটি ভাঙেন আব্বাস। ৩৪ বলে ৩০ রান করেন রিজওয়ান। চতুর্থ উইকেটে ঝড়ো জুটি পায় পাকিস্তান। ৫৯ বলে ৮৩ রান যোগ করেন বাবর ও আগা সালমান। বাবর আউট হওয়ার মাধ্যমে ভাঙে এই জুটি।

অবসরের ঘোষণা দিলেন কিউই পেসার ওয়াগনার

স্পোর্টর্স ডেস্ক : নিউজিল্যান্ডের ঘরোয়া ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন বাঁহাতি পেসার নিল ওয়াগনার। ব্ল্যাকক্যাপসদের ঘরোয়া ক্রিকেটে আর দেখা যাবে না এই পেসারকে। চলমান প্লাঙ্কেট শিল্ডে নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্ট বনাম ওটাগোর ম্যাচটি এই বাঁহাতি পেসারের শেষ ঘরোয়া ম্যাচ। গত শুক্রবার ইনস্টাগ্রামে নিজের অবসরের সিদ্ধান্ত জানান ওয়াগনার। সাথে জানিয়েছেন এবার কাউন্টি ক্রিকেট ও অন্যান্য ফ্রাঞ্চাইজি লিগে খেলার দিকে মনোনিবেশ করবেন তিনি। বিদায়ের ঘোষণা দিয়ে ইনস্টাগ্রামে ওয়াগনার বলেন, '১৭ বছর আগে আমি নিউজিল্যান্ডে এসেছিলাম এবং ওটাগোর হয়ে এনডির(নর্দান ডিস্ট্রিক্ট) বিপক্ষে আমার ক্যারিয়ার শুরু করেছিলাম! আগামীকাল নিউজিল্যান্ডে ওটাগোর বিপক্ষে এনডির হয়ে খেলাটি আমার শেষ! বিদেশে যাওয়ার আগে কাউন্টি ক্রিকেট এবং পরবর্তী অভিযানে খেলতে যাব! আমি অত্যন্ত ভাগ্যবান যে এই দুইটি দুর্দান্ত অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরেছি যারা আমাকে ব্ল্যাকক্যাপ হওয়ার এবং সর্বোচ্চ স্তরে খেলার প্ল্যাটফর্ম দিয়েছে! কিছু অসাধারণ স্মৃতি এবং বছরের পর বছর ধরে আমার সমস্ত বন্ধুদের এবং আমার পরিবারকে অসাধারণ ভালোবাসা এবং সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই!!' ঘরোয়া ক্রিকেটে এখন পর্যন্ত ২১১ ম্যাচে ৮৪১ উইকেট শিকার করেছেন ওয়াগনার। ইনিংসে পাঁচ উইকেট বা ততোধিক উইকেট পেয়েছেন ৩৬ বার। দশ উইকেট নিয়েছেন দুই বার। ২০২৪ সালে টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় বলা ওয়াগনার নিউজিল্যান্ডের হয়ে সাদা বলে কোন সুযোগ পাননি। তবে লাল বলে উজ্জ্বল ছিলেন তিনি। দেশের হয়ে ৬৪ টেস্টে ওয়াগনার নিয়েছেন ২৬০ উইকেট। ইনিংসে পাঁচ বা ততোধিক উইকেট নিয়েছেন ৯ বার। আছে ৭ উইকেট শিকারের কীর্তি। ব্যাট হাতে করেছেন ৮৭৫ রান। তার মধ্যে একটি ফিফটিও রয়েছে।

চাকরি খোয়ালেন ব্রাজিল কোচ দরিভাল জুনিয়র

স্পোর্টর্স ডেস্ক : বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে আর্জেন্টিনার কাছে ৪-১ গোলে বিধ্বস্ত হওয়ার জেরে চড়া মূল্য দিতে হলো কোচ দরিভাল জুনিয়রকে। গত শুক্রবার তার কাছে এই হারের ব্যাখ্যা দাবি করে ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ)। এরপরই তাকে বরখাস্তের কথা ঘোষণা করে সিবিএফ। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানিয়েছে দেশটির ফুটবল কর্তৃপক্ষ। গত বুধবার বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে লাতিন আমেরিকা অঞ্চলে বুয়েন্স আয়ার্সে মুখোমুখি হয় ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনা। লিওনেল মেসি এবং অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার লওতারো মার্টিনেজকে ছাড়াই এই ম্যাচে ব্রাজিলকে ৪-১ গোলে বিধ্বস্ত করে স্বাগতিকরা। বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে ব্রাজিল এতবড় পরাজয় আর কখনো দেখেনি। সংবাদ মাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে সিবিএফ লিখেছে, 'ব্রাজিল ফুটবল

কনফেডারেশন ঘোষণা করছে যে, কোচ দরিভাল জুনিয়র আর ব্রাজিল জাতীয় ফুটবল দলের ইন-চার্জ হিসেবে থাকছেন না। বোর্ড তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে এবং তার পেশাদার ক্যারিয়ার যেন আরও সুন্দর ও সাফল্যমন্ডিত হয় সে শুভকামনা জানিয়েছে। এখন থেকে সিবিএফ নতুন একজন কোচ নিয়োগ দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু করবে।' আর্জেন্টিনার কাছে বিধ্বস্ত হওয়ার পরই অবশ্য দরিভাল জুনিয়র এর জন্য সম্পূর্ণ দায় নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন। একই সঙ্গে এটাও জানিয়েছিলেন, এই অবস্থা থেকে দলের উত্তরণ ঘটাতে চান। কিন্তু সে সুযোগ আর তিনি পেলেন না। আর্জেন্টিনার কাছে পরাজয়ের পরই গুঞ্জন ওঠে দরিভালকে হয়তো আর কোচ হিসেবে রাখবে না ব্রাজিল। গত শুক্রবার তার সঙ্গে সিবিএফ সভাপতি এডনাল্ডো রদ্রিগেজের যে বৈঠক হতে যাচ্ছে, সেখানেই হয়তো তাকে 'না' করে দেয়া হবে। সে গুঞ্জনটাই শেষ পর্যন্ত সত্যি প্রমাণ হলো। ২০২৪ সালে ফার্নান্দো দিনিজের কাছ থেকে ব্রাজিল দলের দায়িত্ব নেন তিনি। এরপর তার অধীনে ১৬ ম্যাচ খেলে ব্রাজিল। যার মধ্যে ৭টি জয়, ৭টি ড্র করেছে ব্রাজিল, হেরেছে কেবল ২টিতে। লাতিন আমেরিকা ফুটবল বাছাইয়ে এখনও ব্রাজিল আগামী বিশ্বকাপ খেলা নিশ্চিত করতে পারেনি। তালিকায় তারা রয়েছে ৪র্থ স্থানে। মোট ৬টি দল সরাসরি যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো এবং কানাডা বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পাবে। দরিভালের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য হলো, ব্রাজিল দলের দায়িত্ব পালনকালে তিনি দেশটির সব সময়ের সর্বোচ্চ গোলদাতা নেইমারের কোনো সার্ভিস পাননি। তাকে নিজের অধীনে একটি ম্যাচেও পাননি দরিভাল। ইনজুরির কারণে এই পুরোটা সময়ই মাঠের বাইরে ছিলেন সাবেক বার্সেলোনা, পিএসজি তারকা।

কর জালিয়াতির অভিযোগে কাঠগড়ায় আনচেলত্তি

স্পোর্টর্স ডেস্ক : বিচারের মুখোমুখি হচ্ছেন রিয়াল মাদ্রিদের কোচ কার্লো আনচেলত্তি। কর জালিয়াতির অভিযোগে করা একটি মামলায় আগামী বুধবার তার শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। গত শুক্রবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মামলা পরিচালনাকারী মাদ্রিদের একটি আদালত। স্পেনের কর কর্তৃপক্ষের কাছে প্রকৃত আয়ের পরিমাণ ঘোষণা না করায় আনচেলত্তির বিরুদ্ধে এ মামলা দায়ের করা হয়। স্প্যানিশ প্রসিকিউটররা আনচেলত্তির চার বছর নয় মাসের কারাদণ্ড চেয়ে আবেদন করেছেন। ৬৫ বছর বয়সী এই ইতালিয়ান কোচের বিরুদ্ধে ২০১৪ এবং ২০১৫ সালে চিত্রস্বত্ব (ইমেজ রাইটস) থেকে অর্জিত আয় গোপন করে স্প্যানিশ অর্থ বিভাগের এক মিলিয়নের বেশি ইউরো বিনষ্টের অভিযোগ তুলেছেন তারা। আগামী ৩ এপ্রিলের এ শুনানি দুই দিন ধরে চলবে বলে আশা করা হচ্ছে। আদালতের মুখপাত্র জানিয়েছেন, আনচেলত্তিকে শুনানিতে উপস্থিত থাকতে হবে। প্রসিকিউটরদের দাবি, আনচেলত্তি স্পেনে বসবাসের সময় শুধু রিয়াল মাদ্রিদ থেকে প্রাপ্ত বেতনকে নিজের আয় ঘোষণা করেছিলেন এবং মাদ্রিদকেই অফিসিয়াল ঠিকানা হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু জটিল শেল কোম্পানির নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে চিত্রস্বত্ব ও অন্যান্য উৎস; যেমন, রিয়েল এস্টেট থেকে প্রাপ্ত অতিরিক্ত আয় গোপন করেছেন। প্রসিকিউশনের মতে, আনচেলত্তি ২০১৪ সালে চিত্রস্বত্ব বিক্রি থেকে ১.২৪ মিলিয়ন ইউরো এবং ২০১৫ সালে ২.৯৬ মিলিয়ন ইউরো আয় করেছিলেন। ২০২৩ সালে একটি স্প্যানিশ আদালত বিচার শুরু করার আদেশ দিলেও তারিখ তখনো নির্ধারিত হয়নি। আনচেলত্তি এর আগে এই মামলাকে 'পুরোনো বিষয়' বলে অভিহিত করেছিলেন এবং বলেছিলেন, 'আমি আশা করি এটি শীঘ্রই সমাধান হবে।'

ইতালিয়ান এই কোচ প্রথম ২০১৩ সালে রিয়ালের দায়িত্ব নেন এবং ২০১৫ সালের মে মাসে দল ছেড়ে দেন। পরে বায়ার্ন মিউনিখ, নাপোলি এবং এভারটনের কোচিং করান। এরপর ২০২১ সালে ফের মাদ্রিদে ফিরে আসেন। স্পেনের কর্তৃপক্ষ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে হাই-প্রোফাইল ফুটবলার এবং সেলিব্রিটিদের জড়িত কর ফাঁকির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে। সে ধারাবাহিকতায় আনচেলত্তির বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ তুলেছে। এর আগে লিওনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো কর ফাঁকির দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। তবে প্রথমবার এ অপরাধ করায় তাদের সাজা মওকুফ করা হয়। এছাড়া সাবেক রিয়াল মাদ্রিদ কোচ হোস মরিনহো ২০১৯ সালে কর ফাঁকির দায়ে এক বছরের জন্য বরখাস্ত হন। ২০২৩ সালে কলম্বিয়ান গায়িকা শাকিরা কর ফাঁকির মামলায় তিন বছরের বরখাস্ত হন এবং ৭.৩ মিলিয়ন ইউরো জরিমানাও দেন। আনচেলত্তি ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সফল কোচ।

আইটি

আর নিরাপদ নয় হোয়াটসঅ্যাপ!

আইটি ডেস্ক : হোয়াটসঅ্যাপ আর নিরাপদ নেই! হ্যাকিং, ডেটা চুরি বা ম্যালওয়্যার আক্রমণের মতো সমস্যাগুলো দিন দিন বাড়ছে। হোয়াটসঅ্যাপে সক্রিয় হয়ে উঠেছে এই চক্রটি। হ্যাকারদের ফাঁদ পাতার বিষয়টা নতুন নয়। এক্সক্লুসিভ অফার, ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাকের মতো লোভনীয় সব প্রস্তাব দিয়ে বোকা বানানো হচ্ছে ইউজারদের। এবার ওটিপি কোডের মাধ্যমে পাতা হচ্ছে নতুন ফাঁদ। অসতর্ক হলেই হবে সর্বনাশ। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, বন্ধুবান্ধবদের পক্ষ থেকে পাঠানো হয় একটি ওটিপি কোড। সঙ্গে বার্তা, 'ভুল করে একটা কোড পাঠিয়ে ফেলেছি তোমার নম্বরে। দয়া করে এটা ফরোয়ার্ড করো।' আর এই ফাঁদে পা দিলেই সঙ্গে সঙ্গে ওই ইউজারের হোয়াটসঅ্যাপের পুরো দখলটাই চলে যাবে হ্যাকারদের হাতে। কাজেই সতর্ক থাকুন। অন্যথায় বড়সড় বিপদে পড়তে পারেন।

কীভাবে বুজবেন হোয়াটসঅ্যাপ হ্যাক হয়েছে কোনও রহস্যময় ওটিপি ও এসএমএস পেলে। কোনো হুঁশিয়ারি ছাড়াই হোয়াটসঅ্যাপ থেকে লগআউট হয়ে গেলে। বন্ধুর আইডি থেকে এমন বার্তা পেলেন যা রহস্যময়। কোনোভাবেই হোয়াটসঅ্যাপে ঢুকতে না পারলে। **কি করবেন কি করবেন না** কখনও নিজের ওটিপি শেয়ার করবেন না। মনে রাখবেন ওটিপি কেবল আপনারই জন্য। কোনো সংস্থা বা অন্য কেউই তা চাইতে পারে না। এনাবেল করে রাখুন টু-স্টেপ ভ্যারিফিকেশন। কোনও বন্ধুর থেকে রহস্যময় বার্তা পেলে বিশ্বাস করবেন না।তাকে সরাসরি ফোন করে জেনে নিবেন। লিঙ্কড ডিভাইসগুলিকে নিয়মিত চেক করুন। কোনো রকম সন্দেহজনক অ্যাক্টিভিটি দেখলে রিপোর্ট করুন। প্রয়োজনে বদলে ফেলুন প্রাইভেসি সেটিংস। কোনো অচেনা নম্বর যাতে আপনাকে হুটহাট কোনো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যোগ করতে না পারে, তা নিশ্চিত করুন।

প্লে স্টোর থেকে ক্ষতিকর অ্যাপ সরালো গুগল

আইটি ডেস্ক : আজকের স্মার্টফোন যুগে অ্যাপ ছাড়া জীবন প্রায় অকল্পনীয়। কিন্তু জানেন কি? কিছু অ্যাপ আপনার ব্যক্তিগত তথ্য চুরি করতেও পারে! সম্প্রতি গুগল ৩৩১টি ক্ষতিকর অ্যাপ চিহ্নিত করে প্লে স্টোর থেকে সরিয়ে ফেলেছে। এই অ্যাপগুলো ৬ কোটিরও বেশি বার ডাউনলোড হয়েছে এবং ব্যবহারকারীদের গোপন তথ্য ফাঁসের আশঙ্কা তৈরি করেছিল। গুগল জানিয়েছে, এই অ্যাপগুলো অ্যান্ড্রয়েড ১৩-এর নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে বাইপাস করে ব্যবহারকারীদের ফোনে ক্ষতিকর ভাইরাস প্রেরণ করছিল। যার ফলে ব্যক্তিগত তথ্য, পাসওয়ার্ড, এমনকি ব্যাংকিং ডিটেলসও চুরি হওয়ার ঝুঁকি ছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, "ভ্যাপার অপারেশন"নামের একটি ক্যাম্পেইনের আওতায় সাইবার অপরাধীরা অ্যাপগুলোকে বিজ্ঞাপন জালিয়াতির জন্য ব্যবহার করছিল। রিপোর্ট অনুযায়ী, এই অপারেশনে ১৮০টির বেশি অ্যাপ জড়িত ছিল, যা প্রতিদিন ২০ কোটিরও বেশি ভুয়া বিজ্ঞাপনের অনুরোধ তৈরি করত। নিরাপত্তা সংস্থা বিটডিফেন্ডার জানায়, ৩৩১টি ক্ষতিকর অ্যাপের মধ্যে কিছু জনপ্রিয় অ্যাপ ছিল - । এই অ্যাপগুলোর ডাউনলোড সংখ্যা ১ লাখ থেকে ৫ লাখ পর্যন্ত ছিল। **কীভাবে সুরক্ষিত থাকবেন?** *প্লে স্টোর থেকে অ্যাপ ডাউনলোড করার আগে রিভিউ ও অনুমতিগুলো ভালোভাবে চেক করুন। *সন্দেহজনক বা অপ্রয়োজনীয় অ্যাপগুলো ফোন থেকে সরিয়ে ফেলুন। *সর্বদা ফোনের অপারেটিং সিস্টেম ও নিরাপত্তা সফটওয়্যার আপডেট রাখুন।

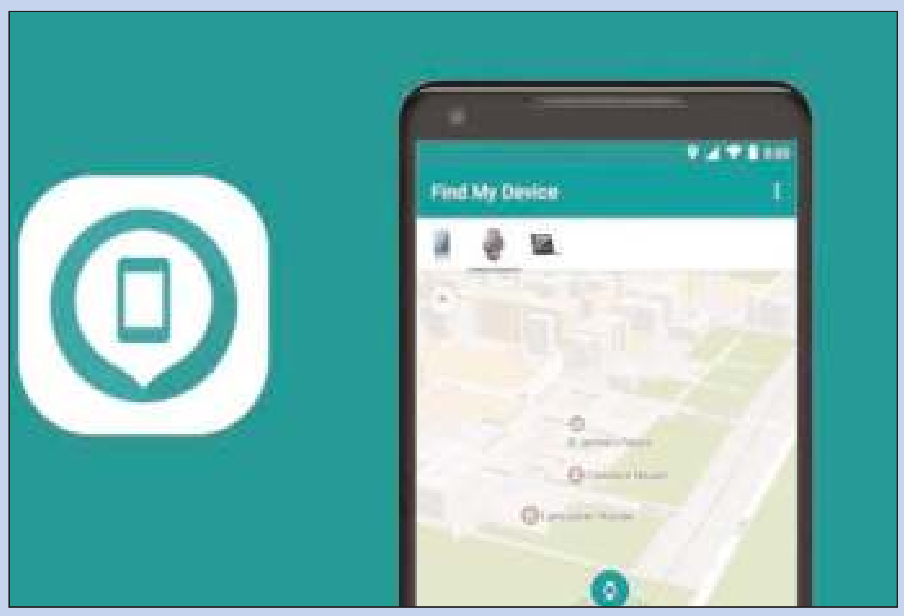

ফোন হারিয়ে গেছে? খুঁজে দিবে গুগল

আইটি ডেস্ক : আইফোনে একটি বড় সুবিধা রয়েছে। সেটা হচ্ছে আইফোন হারিয়ে গেলে ফাইন্ড মাই ডিভাইস ফিচারের মাধ্যমে জানা যায় ফোনটি কোথায় আছে। এবার অ্যাপলের মতোই ডিভাইস ট্র্যাক করার সুবিধা দিতে চলেছে গুগল। তার জন্য অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে ফাইন্ড মাই ডিভাইস নেটওয়ার্ক। শুধু তা-ই নয়, এই ফিচারের মাধ্যমে অন্যদের লোকেশনও ট্র্যাক করা যাবে। চলতি মাসে নতুন আপডেটের সঙ্গে গুগলের ফাইন্ড মাই-এর সম্পূর্ণ ডিভাইস অংশটাই বদলে গিয়েছে। প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে যে, ধরা যাক, ব্যবহারকারীর কোনো বন্ধু কিংবা পরিবারের সদস্য তার সঙ্গে লোকেশন শেয়ার করেছেন। এখন থেকে ফাইন্ড মাই ডিভাইস সেই লোকেশনের ম্যাপ প্রদর্শন করবে। মার্চ মাস থেকেই এই আপডেট চালু করেছে গুগল। আর একাধিক ব্যবহারকারী এখন এই সুবিধাটি পাচ্ছেন। কন্ট্যাক্টের জন্য ফাইন্ড মাই ডিভাইস কীভাবে এটি কাজ করে? শুধুমাত্র পিক্সেল ডিভাইসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই এই অ্যান্ড্রয়েডের আপডেট। বেশিরভাগ ফোন এরই মধ্যেই ফাইন্ড মাই ডিভাইস অ্যাপে অন্যদের লোকেট করার ফিচারকে সাপোর্ট করে। ডিভাইসের পাশেই বটম ট্যাবে এই ফিচার শো করবে। যেখানে ব্যবহারকারী অ্যাপে পিপল দেখতে শুরু করবেন। এই ফিচার বলবে যে, নিজের পরিবার এবং আত্মীয়দের সঙ্গে নিজের রিয়েল-টাইম লোকেশন শেয়ার করুন। ফলে ব্যবহারকারীরা গুগল অ্যাপ এবং পরিষেবার মধ্যে থাকা নিজেদের আত্মীয় বা বন্ধুদের শেয়ার করা লোকেশন দেখতে পাবেন। এটা অনেকটা হোয়াটসঅ্যাপের অফার করা লাইভ লোকেশন ফিচারের মতোই। ব্যবহারকারী কতক্ষণ শেয়ার্ড কন্ট্যাক্টের সঙ্গে লোকেশন শেয়ার করে নিতে চাইছেন, সেটাও নির্ধারণ করতে পারবেন। ফাইন্ড মাই অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপে এই নতুন পরিবর্তন আমরা স্বাধীন ভাবে ভেরিফাই করতে পারব। আর প্রত্যাশিত ভাবেই সেটা কাজ করবে।

নতুন ফিচার নিয়ে এলো ওপেনএআই

আইটি ডেস্ট : চ্যাটজিপিটিতে এখন থেকে ব্যবহারকারীরা ছবি এডিটিং ও ভিজ্যুয়াল কনটেন্ট তৈরি করতে পারবে। ওপেনএআই চ্যাটজিপিটির জন্য নতুন এই আপডেটটি নিয়ে এসেছে।এখন ব্যবহারকারীরা সহজেই চ্যাটবটের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে ছবি তৈরি ও এডিটিং করতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি একটি বিড়ালের ছবি চান যা একটি ঘরের মেঝেতে রয়েছে চ্যাটজিপিটি তা তৈরি করে দিবে এবং পরবর্তীতে আপনি যদি এই ছবিটিকে একটু পরিবর্তন করেন যেমন বিড়ালটির কালার লাল, মাথায় থাকবে টুপি ইত্যাদি, চ্যাটজিপিটি সেই ছবিটিকে আবার আপনার নির্দেশনা অনুযায়ী এডিট করে দিবে। এই ফিচারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এখন চ্যাটজিপিটি পাঠ্যসহ আরও সুস্পষ্ট ও পাঠযোগ্য ভিজ্যুয়াল কনটেন্ট তৈরি করতে পারবে। এর মধ্যে রয়েছে ডায়াগ্রাম, ইনফোগ্রাফিকস এবং লোগো, যা বিশেষ করে পেশাদার কাজের জন্য উপযোগী। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি একটি কাস্টম মেনুর ফটোরিয়ালিস্টিক ছবি তৈরি করতে চান, তাহলে চ্যাটবট তা সহজেই করতে পারবে। একইভাবে, মানচিত্র তৈরির ক্ষেত্রেও এটি ব্যবহারকারীদের সাহায্য করতে পারবে। ওপেনএআই-এর এই আপডেটের ফলে চ্যাটজিপিটি এখন আরও উন্নত একটি অ্যাপে পরিণত হচ্ছে, যা সার্চ ইঞ্জিন, ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং ভিডিও জেনারেটরের মতো ফিচার সংযুক্ত করেছে। নতুন ইমেজ ফিচারগুলি ব্যক্তিগত এবং পেশাদার উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহারকারীদের জন্য উপযোগী হতে পারে। ব্যবহারকারীরা এখন সহজেই তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ভিজ্যুয়াল কনটেন্ট তৈরি ও সম্পাদনা করতে পারবেন, যা তাদের কাজকে আরও কার্যকর ও সৃজনশীল করবে। তবে, অন্যান্য এআই সিস্টেমের মতো, চ্যাটজিপিটি-ও মাঝে মাঝে ভুল তথ্য দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এটি ছবি তৈরির সময় ভুল দেশের নাম ব্যবহার করতে পারে। ওপেনএআই জানিয়েছে যে, কম বিস্তারিত প্রম্পটের ক্ষেত্রে এই ধরনের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এছাড়াও, ছোট আকারের টেক্সট এবং নন-ল্যাটিন অক্ষর তৈরির ক্ষেত্রেও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই আপডেটের মাধ্যমে ওপেনএআই তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের থেকে এগিয়ে থাকার চেষ্টা করছে।

বর্তমানে, ইলন মাস্কের ীঅও-এর মতো অন্যান্য কোম্পানিগুলিও চ্যাটবট ও ইমেজ জেনারেশন প্রযুক্তিতে উন্নতি করছে। তাই ওপেনএআই তাদের সফটওয়্যারকে আরও কার্যকর করতে এবং ব্যবহারকারীদের আরও বেশি সুবিধা দিতে এই আপডেটটি নিয়ে এসেছে। চ্যাটজিপিটি-তে এই নতুন ইমেজ ফিচার সংযুক্ত হওয়ার ফলে এটি কেবল একটি সাধারণ চ্যাটবট নয়, বরং একটি বহুমুখী টুল হয়ে উঠেছে। এটি ব্যক্তিগত ব্যবহারের পাশাপাশি পেশাদার ক্ষেত্রেও ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যবসায়ী তার পণ্যের জন্য একটি লোগো তৈরি করতে চাইলে, চ্যাটজিপিটি সহজেই সেটি তৈরি করতে পারবে। আবার, একজন শিক্ষার্থী যদি একটি ইনফোগ্রাফিক তৈরি করতে চান, তবে চ্যাটবট তাকে সহায়তা করতে পারবে। তবে, ব্যবহারকারীদের এই ফিচার ব্যবহারের সময় কিছু বিষয় মাথায় রাখা উচিত। যেহেতু এআই এখনও নিখুঁত নয়, তাই তৈরি করা চিত্রগুলোতে মাঝে মাঝে ভুল থাকতে পারে। ব্যবহারকারীদের উচিত প্রতিটি ছবি যাচাই করা এবং প্রয়োজন হলে সংশোধন করা। ওপেনএআই-এর মতে, তারা এই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য কাজ করছে এবং ভবিষ্যতে আরও উন্নত ইমেজ জেনারেশন ফিচার যুক্ত করা হবে। বর্তমানে, এই ফিচারটি বিভিন্ন ভাষায় কাজ করলেও, কিছু ক্ষেত্রে নন-ল্যাটিন অক্ষর সঠিকভাবে তৈরি করতে সমস্যা হতে পারে। তাই ওপেনএআই এই বিষয়েও গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে, যাতে ভবিষ্যতে এটি আরও কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে।

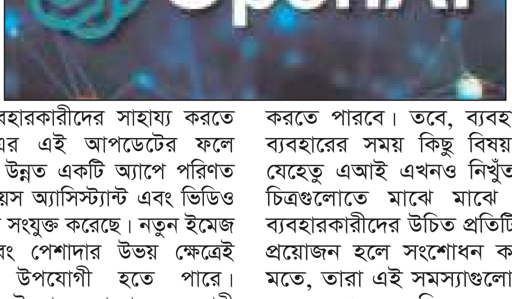

এবার হোয়াটসঅ্যাপের সঙ্গে যুক্ত করা যাবে ইনস্টাগ্রাম

আইটি ডেস্ক : হোয়াটসঅ্যাপে ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তায় নানান ফিচার যুক্ত করেছে প্ল্যাটফর্মটি। হোয়াটসঅ্যাপে সারাক্ষণ অসংখ্য চ্যাট করছেন, অডিও, ভিডিও কলে যুক্ত হচ্ছেন। হোয়াটসঅ্যাপ এবার আনতে চলেছে নতুন চমক! এবার হোয়াটসঅ্য়াপের সঙ্গে লিঙ্ক করতে পারবেন ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল। সব বয়সী ব্যবহারকারী রয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রামের। কাজের ফাঁকে একমুহূর্ত সময় পেলেই ঢুঁ মারেন হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামে। আগেই ফেসবুকের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ইনস্টাগ্রাম। ফলে ব্যবহার সহজ হয়েছিল। এবার হোয়াটসঅ্যাপের সঙ্গে লিঙ্ক করা যাবে ইনস্টাগ্রামের লিঙ্ক। প্রোফাইল ছবি, নামের পাশেই অ্যাড করা যাবে ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলের লিংক। অর্থাৎ এবার থেকে কারো হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর জানা থাকলেই নাগালে এসে যাবে ইনস্টা প্রোফাইল! তবে এতে নিরাপত্তার কোনো ঘাটতি হবে না। প্রোফাইল লিঙ্ক যুক্ত করা গেলেও আপনি চাইলেই তা নির্দিষ্ট কিছু মানুষই তা দেখতে পাবেন। ঠিক যেমন প্রোফাইল ছবি, স্ট্যাটাসের ক্ষেত্রে থাকে, এভরিওয়ান, মাই কন্ট্যাক্টস, মাই কন্ট্যাক্টস এক্সেপ্ট অপশন। ক্ষেত্রেও তেমনই থাকবে। অর্থাৎ আপনি যাদের দেখাতে চাইবেন, কেবল তারাই দেখতে পাবেন আপনার ইনস্টাগ্রাম আইডির লিঙ্ক। এরইমধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়েছে এই ফিচার। তবে তা বিটা ভার্সনে ব্যবহার করা যাচ্ছে।

ফেসবুকে ব্যক্তিগত তথ্যের ব্যবহার বন্ধে আইনি লড়াই

আইটি ডেস্ক : ফেসবুক ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন দৃষ্টান্ত তৈরি করলেন লন্ডনের প্রযুক্তি নীতি ও মানবাধিকার কর্মী তানিয়া ও'ক্যারল। তিনি আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে মেটাকে বাধ্য করেছেন তার ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার করে টার্গেটেড বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধ করতে। তানিয়া ও'ক্যারল ২০২২ সালে মেটার বিরুদ্ধে মামলা করেন, যেখানে তিনি ব্যক্তিগত ডাটা ব্যবহারের বিরুদ্ধে আপত্তি জানান। তার দাবি ছিল, ফেসবুক গোপনে ব্যবহারকারীদের তথ্য বিশ্লেষণ করে তাদের পছন্দ অনুযায়ী বিজ্ঞাপন দেখায়, যা ব্যক্তিগত গোপনীয়তার লঙ্ঘন। যুক্তরাজ্যের তথ্য কমিশনারের অফিস (আইসিও) জানিয়েছে, অনলাইন টার্গেটেড বিজ্ঞাপনকে সরাসরি বিপণনের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। যদিও মেটা দাবি করেছে, তারা ন্যূনতম ১০০ জনের গ্রুপকে লক্ষ্য করে বিজ্ঞাপন প্রচার করে, তাই এটি সরাসরি বিপণনের আওতায় পড়ে না। তবে আইসিও মেটার এ ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত নয়। ও'ক্যারল জানান, ২০১৭ সালে তিনি গর্ভবতী হওয়ার পর তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে হঠাৎ মাতৃত্ব ও শিশু সম্পর্কিত বিজ্ঞাপন আসতে শুরু করে। অথচ তিনি তখনও তার গর্ভধারণের তথ্য কারও সঙ্গে শেয়ার করেননি। এটি তার জন্য অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে এবং তিনি আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ও'ক্যারলের মামলা শেষ পর্যন্ত সফল হয় এবং মেটা তার ব্যক্তিগত ডাটা ব্যবহার বন্ধ করতে সম্মত হয়। তিনি জানান, আমি এখন সমস্ত টার্গেটেড বিজ্ঞাপন বন্ধ করতে পেরেছি, তবে ফেসবুক ছাড়তে চাই না, কারণ এটি আমার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মেটা জানিয়েছে, তাদের প্ল্যাটফর্ম বিজ্ঞাপনের মাধ্যমেই চলে, তবে তারা যুক্তরাজ্যে বিজ্ঞাপনমুক্ত সাবস্ক্রিপশন সেবা চালুর বিষয়টি বিবেচনা করছে।